প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 415
1 January 2016
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্র

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ ১৫ পৌষ ১৪২২ ১ জানুয়ারি ২০১৬

হুবহু নকল নোট বাজারে, চেনা যাবে ৩ মাস পর

[illegible] নিয়োগী ● বারাসত

আসল না নকল, কোনওভাবেই চেনার উপায় থাকবে না। একেবারে হুবহু আসল নোটের মতো কাগজে ছাপা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় নিরাপত্তা সত্ত্বেও যাবতীয় কারিকুরিসহ জাল নোট এদেশের বাজারে ঢুকে গিয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি জাল নোটের একেবারে নতুন 'ভ্যারাইটি' হাতে পেয়ে গোয়েন্দারাও তাজ্জব বনে গিয়েছেন! আসলের সঙ্গে তফাত এক জায়গাতেই— এটা যে নকল নোট, তা তৈরির দিন থেকে তিনমাস পর্যন্ত বোঝার কোনও উপায় থাকবে না। কেননা, আসল নোট চেনার যা যা বিধি সবই থাকছে এতে। কেবল মাত্র তিন মাসের সময়সীমা পেরোলেই আসল রূপসজ্জা ভ্যানিশ হয়ে বেরিয়ে পড়ছে নকল ছদ্মবেশ। বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি এই নতুন ধরনের ৫০০ এবং ১০০০ টাকার জাল নোট এদেশে ঢুকতে শুরু করেছে বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। চিন্তার বিষয় হল, এইজাল নোটচক্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলি যুক্ত রয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। তাতেই ঘুম ছুটেছে তাঁদের। কারণ, অবিলম্বে এই চক্র বন্ধ করা না গেলে, সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন সাধারণ মানুষ। আরও আতঙ্কের বিষয় হল, এটা এতটাই নিখুঁত যে, এ ধরনের নোট এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গোয়েন্দাদের দাবি, খুবই অল্পদিন হল নতুন এই চক্রের

খবর এসেছে। তথ্য জোগাড় হচ্ছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই এই চক্রের হদিশ পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ থেকে এদেশে জাল নোট ঢোকা নতুন কিছু নয়। বিএসএফের হিসাব অনুযায়ী গত ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতি বছরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে, সেগুলি অতীতে বাজেয়াপ্ত হওয়া সাধারণ জাল নোটের মতোই দেখতে। সাধারণ জাল নোট কী? গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, এই নোটগুলি বানানোর সময় খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশ কিছু খামতি থাকে। সাধারণ মানুষ ধোঁকা খেলেও অভিজ্ঞ পুলিশ, গোয়েন্দা ও ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা এই নোট ধরে ফেলেন। ব্যাঙ্কের বেগুনি লাইটেও জাল নোট ধরা যায়। তাই জন্যই এই ধরনের নোটগুলিকে সাধারণ জাল নোট বলা হয়।

কিন্তু, নতুন ধরনের নোট নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন গোয়েন্দারা। এক গোয়েন্দা আধিকারিক বলেন, এখনও পর্যন্ত যা খবর জানা গিয়েছে তা হল, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এই নতুন জাল নোটগুলি আসছে। এই নোটগুলি তৈরি করা হচ্ছে একেবারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যেখানে তৈরি হচ্ছে, সেখানে দক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করা হয়েছে। যেমন, এদেশে আসল নোট চেনার জন্য সরকারিভাবে যা যা নিয়ম

এরপর ৭ পাতায়

রাজনীতির আশ্রয়েই চরবৃত্তির বাড়বাড়ন্ত, অপরাধের স্বর্গরাজ্য

[illegible] বিশ্বাস

[illegible], চকচকে রিভলভারটা যুবকের কোমরে গোঁজা ছিল। তাকে যথারীতি পাকড়াও করতে না-করতেই গার্ডেনরিচ থানার ওসি টেলিফোন কলটি পেলেন।

'আরে, কী করেছেন? ওকে ছেড়ে দিন! ও ভাল ছেলে!' যেন হুকুম দিলেন সিপিএমের দাপুটে নেতা।

ওসি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ভাল ছেলের কাছে রিভলভার থাকবে কেন?'

নেতা হেসে ফেললেন, 'গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজে তো সবার কাছেই রিভলভার-পিস্তল আছে। এটা কোনও অপরাধ হল!'

রামেশ্বরপুর রোডের এই ঘটনা বিশ বছর আগের। শেষমেশ গ্রেফতার না-করেই যুবককে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। পুলিশের উপর প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছিল তৎকালীন শাসক দল, সিপিএম নেতা দিলীপ সেনের বিরুদ্ধে।

দিলীপবাবু এখন পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি দাবি করলেন, 'আমি কখনও এ রকম কথা বলতে পারি না। আমি বরাবর পুলিশকে সহযোগিতা করেছি।' যদিও পুলিশ তো বটেই, স্থানীয়বাসিন্দাদের একটা বড় অংশও বলছেন, বন্দর এলাকায় দুষ্কৃতীদের আগলানোটা শাসক দলের দস্তুর। পরিবর্তনের পরেও সেই ধারা বজায় রয়েছে পুরোমাত্রায়। রংটা শুধু পাল্টেছে। গার্ডেনরিচ থেকে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা সন্দেহভাজন পাক চরদের গ্রেফতার সেই সত্যটাই সামনে এনে দিয়েছে।

পুলিশ-গোয়েন্দাদের বড় অংশ এতে বিস্ময়ের কিছু দেখছেন না। তাঁদের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা দীর্ঘদিন ধরেই বন্দরের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিশ্চিন্তে থাকে। পুলিশ তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারে না। বিবিরপুরের বিভিন্ন তল্লাটে যেমন বহু গৃহস্থ বাড়ির সামনে রাস্তায় চেয়ার পেতে, মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে মাঝরাত পেরিয়ে গেলেও চলে 'হুল্লোড়'। বাসিন্দারা অভিযোগ জানালে পুলিশ মাঝে মধ্যে পৌঁছয়। কিন্তু অভিযুক্তরা জানিয়ে দেয়, তারা তৃণমূল করে। প্রমাণ এই সবুজ চেয়ার। পুলিশও গুটিগুটি পায়ে ফিরে যায়। এলাকাবাসীদের দাবি, এই ঘটনা নিত্যদিনের। অপরাধের এই স্বর্গরাজ্যে গুপ্তচর, দেশদ্রোহীরাও যে আশ্রয় নিতে চাইবে, সেটাই স্বাভাবিক। এক পোড় খাওয়া গোয়েন্দা কর্তা স্বীকার করেছেন, "বন্দর এলাকায় মস্তান, দুষ্কৃতীদের আশ্রয় দিতে দিতে রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ দেশদ্রোহীদেরও আশ্রয় দেওয়া শুরু করেছেন ভোটের স্বার্থে।"

লালবাজারের একাধিক কর্তাও স্বীকার করছেন, মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জের কিছু তল্লাটে পুলিশ ঢুকতে পারে না। এক শীর্ষ

এরপর ২০ পাতায়

ইসলামিক স্টেটের মুখ জুম ● শত্রুদের খুনের হুমকি নেট ম্যাগাজিনে

'বাংলায়' হানার ছক আইএসের

দেবাঞ্জন দাস ● কলকাতা

'বাংলা' জুড়ে আরও বড়সড় হামলা ও নাশকতার হুমকি দিল জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)। নিজেদের অনলাইন ম্যাগাজিন 'দাবিক'-এর সাম্প্রতিক (১২তম) সংস্করণে প্যারিস হামলার ঘটনায় নিজেদের 'সাফল্যে'র বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে 'বাংলা'য় নিজেদেরউপস্থিতি জানান দিতে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে আইএস। 'দি রিভাইভাল অব জিহাদ ইন বেঙ্গল' শীর্ষক ওই নিবন্ধটি লিখেছে আবু আবদিল রহমান আল-বাঙালি। ওই নিবন্ধে 'বাংলা' বলতে মূলত বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হলেও, তাতে যেমন ঘুম ছুটেছে ঢাকার, তেমনই এপার বাংলা তথা গোটা দেশের গোয়েন্দা কর্তাদের কপালের ভাঁজ বেড়েছে অন্য কারণে। যে জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিনকে (জুম) ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের তাবড় গোয়েন্দা এজেন্সি তথা দেশের শীর্ষ তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনআইএ) তৎপরতা ইদানীং বহুগুণ বেড়েছে, সেই জুমকে এই উপমহাদেশে কার্যনির্বাহকদের 'মুখ' বলে উপস্থাপন করেছে আইএস। এমনকী জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ আদালতের রায়ে যে সমস্ত জুম জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাদেরসবাইকে 'মুজাহিদ পণ্ডিত ও কমান্ডার' আখ্যা দিয়ে তাদের শহিদের মর্যাদা দিয়েছে আইএস। জঙ্গি সংগঠনের কাছে শহিদ হয়ে তারা অন্তরের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় ঠাঁই পেয়েছেন। আইএস জানিয়েছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালাচ্ছে জুম। তাদের জেহাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে বাংলার বহু মানুষ। খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হচ্ছে জেহাদি। গোয়েন্দারা বলছেন, এ রাজ্য থেকে নিজেদের

সংগঠনে জেহাদি নিয়োগের যে পরিকল্পনা রচনা করেছে আইএস, তার পিছনেও রয়েছে দাবিক-এর ওই প্রবন্ধ লেখক আল বাঙালি।

এদেশে গোয়েন্দারা বলছেন, ২০০৫ সালে ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ জুড়ে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ এবং ওই বছরের নভেম্বর মাসে ঝালকাঠি এলাকার দুই

এরপর ১৬ পাতায়

হাতের পুতুল

যে উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ, তা কি পূরণ হয়েছে? রাষ্ট্রসংঘ কি তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি ঠিকই, কিন্তু একটার পর একটা যুদ্ধে, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাসের কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে শান্তি ও মৈত্রীর বার্তা। অভিযোগ উঠেছে, রাষ্ট্রসংঘ আমেরিকার হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সত্যিই কি তাই? আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে কি কখনও সরব হতে দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘকে?

প্যারিসের জন্য আজ হাহাকার

মুম্বই হামলার সময় রাষ্ট্রসংঘ হাত গুটিয়ে ছিল কেন?

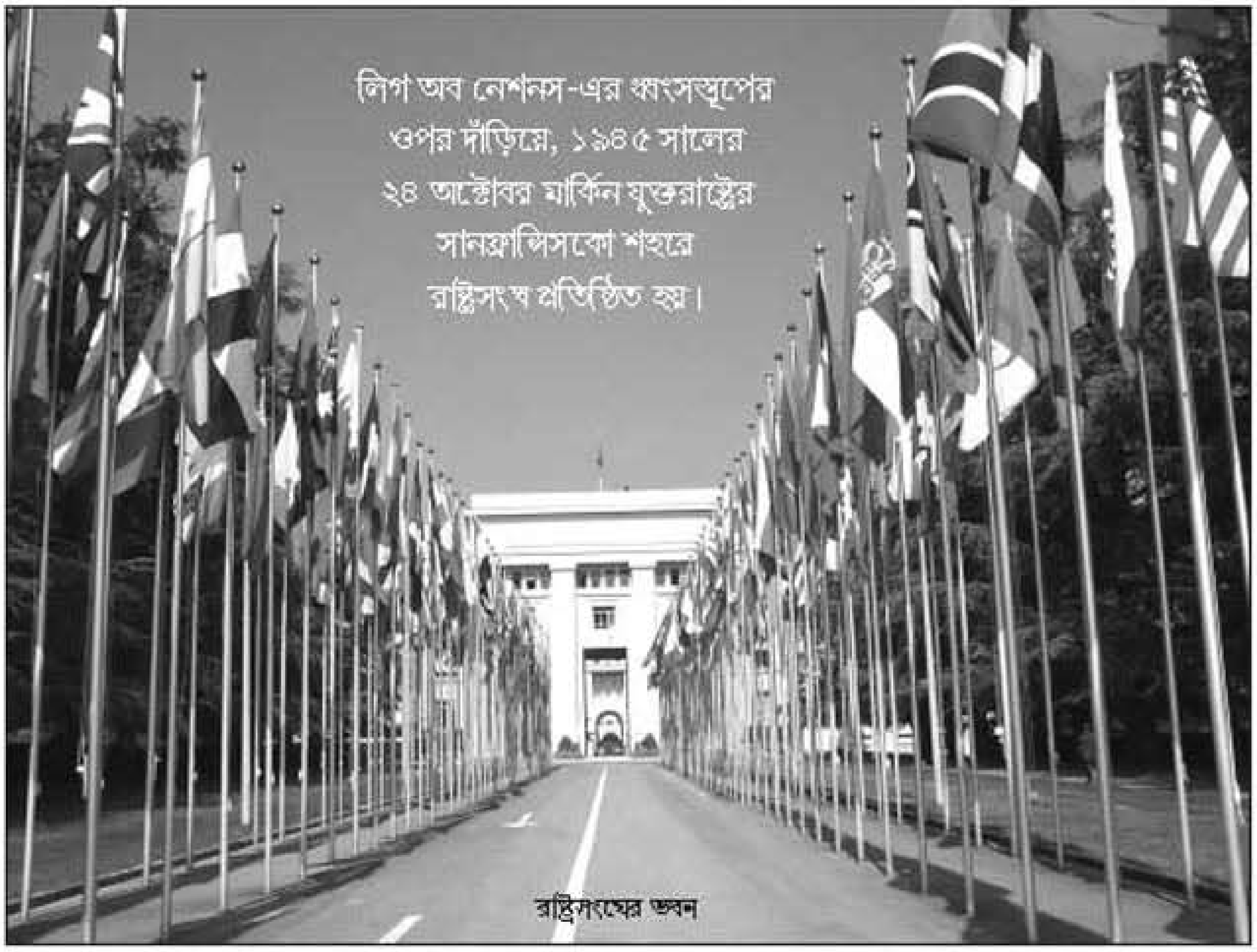

লিগ অব নেশনস-এর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে, ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের ভবন

রাষ্ট্রসংঘের দুমুখো নীতির জন্য চোখের সামনে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, প্রাচীন ঐতিহ্য নষ্ট করা হয়েছে কিংবা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আয়লান কুর্দির মতো শত শত শিশুর জীবনও রক্ষা করতে পারেনি। রাষ্ট্রসংঘ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়।

লিখছেন মৃণালকান্তি দাস

সারা পৃথিবী জুড়ে এখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতি চলছে। সিরিয়ার বুকে অবিরাম বোমাবর্ষণ তারই অনিবার্য একটি অনুষঙ্গ। আকাশপথে বিমান হানায় মাটির পৃথিবীর কত মানুষ মরলো তা এখন আর জানা খুব একটা জরুরি নয়। এই মুহূর্তে যেটা জরুরি, তা হল সন্ত্রাসবাদকে দুনিয়া নির্মূল করা। সেটাই স্বাভাবিক কারণ, প্যারিসের ১২৯জনের মৃত্যু টলিয়ে দিয়েছে বিশ্বের হৃদয়কে। প্যারিসের ঘটনাকে তাই 'হৃদয়বিদারক' এবং 'তাবৎ মানবতার' উপর আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। রাষ্ট্রসংঘও ঘোষণা করেছে, ইসলামিক স্টেটের (আইএস) জঙ্গিদের নিকেশ করতে একযোগে হামলা চালাও। সেটাও স্বাভাবিক। কারণ, ক্ষমতাধর দেশ ফ্রান্স। তার বুকে আঘাত হেনেছে সন্ত্রাসবাদীরা। এর মূল্য তো চোকাতেই হবে। কিন্তু মুম্বইয়ে ১৬৬ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পরও রাষ্ট্রসংঘ সন্ত্রাসবাদ নিকেশ করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি কেন? কেন দিনের পর দিন মদত পাচ্ছে পাক জঙ্গিরা? এই প্রশ্নও কিন্তু ওঠা শুরু করেছে। ঠিক যেভাবে প্যারিসের ঘটনার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব গভীর অনুতাপ প্রকাশ করলেও, একটা শব্দও খরচ করেনি একইসময়ে ঘটে যাওয়া বাগদাদে ২৬ এবং বেইরুটে ৪৫জন সন্ত্রাসের বলির ঘটনা নিয়ে। আসলে এটাই রাষ্ট্রসংঘ!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব নেশনস গঠন করেন। সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে লিগ অব নেশনস কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা এবং সৃষ্ট মানবতার বিপর্যয় বিশ্ব নেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। ফলে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নানা ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং লিগ অব নেশনস-এর ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আজ?

একুশ শতকে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাকে একটি প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থতা। ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য দূর করতে না পারা। মধ্যপ্রাচ্যে উগ্রপন্থী রাজনীতির বিকাশ। এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পশ্চিমী শক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব করার প্রবণতা আটকাতে ব্যর্থতা। ফলে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে যখন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে তখন এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আলোচিত হতে থাকে যে, রাষ্ট্রসংঘের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্রে আছে, 'আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে আমাদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।' গোটা বিশ্বজুড়ে কার সেনাছাউনি আছে? কে অস্ত্র সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে? কার হাজার হাজার চর উপগ্রহ রয়েছে? কে ফি বছর ১০০ কোটি ডলারের বেশি সামরিক খাতে বিনিয়োগ করে? আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং শান্তির মহিমান্বিত রক্ষাকর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি থেকে কোনও দেশ কখনও ছাড় পেয়েছে কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছড়ি ঘোরানোর এই অধিকার কে দিয়েছে? এসব প্রশ্নের তো রাষ্ট্রসংঘকেই দিতে হবে।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যতই সুর গরম করুক না কেন, রাষ্ট্রসংঘকেই জবাব দিতে হবে, সন্ত্রাসবাদের উৎস কোথায়? কে না জানে, ইসলামিক উগ্রপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার কারণ ইরাক ও সিরিয়াতে ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপ এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী নীতি। রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি? ২০০৩-এ বুশের ইরাক আক্রমণ। সাদ্দাম হুসেইনের জমানাকে হটিয়ে আমেরিকার ইরাক দখল। বুশের মিথ্যা প্রচার, সাদ্দাম সাহায্য করছে আল-কায়েদাকে। অথচ, প্রকৃত তথ্য হল, একটা জীবন্ত রাষ্ট্রকে গুড়িয়ে মার্কিন দখলদারির ফলশ্রুতিতেই ইরাকে আল-কায়েদার উত্থান। সেদিন বুশ ঘোষণা করেছিলেন, অন্তহীন যুদ্ধ চলবে। চলছেও তাই। এখনও থামেনি। এখন ইরাকে সেই আল-কায়েদাই ভেঙে গড়ে উঠেছে আইএস।

ভাবুন একবার, দিনের পর দিন জঙ্গিদের অর্থসাহায্য এসেছে সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক থেকে। সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা সংগঠনে আল-নুসরার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মারণাস্ত্র। কারা দিয়েছে সেই অস্ত্র? জি-২০ সম্মেলনে দাঁড়িয়ে খোদ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অভিযোগ তুলেছেন, বিশ্বের ৪০টি দেশ নিয়মিত আইএস জঙ্গিদের সাহায্য করছে। কারা তারা? গোটা বছর ধরে আইএস-এর জয়যাত্রার গতি বেড়েছে। সিরিয়া, ইরাক ও তার আশপাশের একের পর এক অঞ্চল তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছে। বহু সহস্র মানুষ নিধনের দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছে। আইএস-এর দৌলতেই পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষকেন্দ্রটি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। গত সাড়ে চার বছরে সিরিয়ায় নিহতের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশি। ইসলামিক স্টেটের দখলে প্রায় গোটা দেশই। জঙ্গি হিংসা আজও ইরাককে ছাড়েনি। ফ্রান্সের ঘটনার পর সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পশ্চিমী প্রতি-আক্রমণ সত্ত্বেও আইএস-এর প্রতাপে একটুকু টোল পড়েনি। যে পরিমাণ অস্ত্র, সামরিক বাহিনী জনসমর্থন ইতিমধ্যেই তাদের করায়ত্ত তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি দ্রুত না ছড়িয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। আইএস তো কেবল জঙ্গি ইসলামের উদ্ধত প্রকাশ নয়, ইসলামের নামে নিগ্রহ ও নির্যাতনের দুর্বিষহ প্রচারকও। আর এসবই হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের নীরবতা কিংবা পরোক্ষ মদতে।

শুরু থেকেই বিতর্ক! ১৯৪৮ সালের ১৪ মে প্যালেস্তাইন ভূমিতে ইজরায়েল নামে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘেরই একটি প্রস্তাবে। সেই রাষ্ট্রটিকে দ্রুত স্বীকৃতিও দিল রাষ্ট্রসংঘ। কিন্তু সদস্য রাষ্ট্র হতে পারল না প্যালেস্তাইন! মধ্যপ্রাচ্যে এই সংকট সৃষ্টির পিছনে রাষ্ট্রসংঘেরও একটি প্রবল ভূমিকা রয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে সঙ্গে প্যালেস্তাইনকে ভাগ করল, ইজরায়েল বানাল। আর আমেরিকানরা তখন থেকেই এই ইজরায়েলের গডফাদার হিসেবে দুনিয়ার জনমতকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করেও চলেছে। একে আমেরিকার তাঁবেদারি করা ছাড়া আর কী বলবেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, হোয়াইট ইজ গুড ফর ক্যাপিটালিজম ইজ গুড ফর আমেরিকা এবং হোয়াট ইজ গুড ফর আমেরিকা ইজ গুড ফর দি ওয়ার্ল্ড।

প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রসংঘে কোনও সমস্যা তুললেই যদি বিচার পাওয়া যাবে, সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধান হবে, তাহলে প্যালেস্তাইনবাসীদের জীবন-মরণের সমস্যাটি গত ৬৮ বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘে ঝুলে আছে কেন? সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় আরব দেশগুলো এত বছরের চরম শত্রু ইজরায়েলকে এখন বড় বিপদ মনে না করে, ইরানকে এত ভয় পাচ্ছে কেন? কেন কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে এখনও কলকাঠি নাড়ছে পাকিস্তান? প্রশ্ন উঠেছে, রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিশালী দেশগুলির নির্দেশেই কেন ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ায় নৃশংস গণহত্যা হয়েছিল? কিউবার ওপর ভাড়াটে সৈন্যদের দিয়ে আক্রমণ, ডোমিনিকান রিপাবলিকে আগ্রাসন, নিকারাগুয়ায় 'নোংরা যুদ্ধ', গ্রেনাডা এবং পানামায় মার্কিন সামরিক শক্তির আগ্রাসন এবং এল চোরিলোয় পানামানিয়ানদের গণহত্যা কাদের নির্দেশে হয়েছিল? চিলি, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়েতে ষড়যন্ত্র, সেনা অভ্যুত্থান এবং গণহত্যার বীজ বুনেছিল কারা, যার পরিণামে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং

এরপর ৩ পাতায়

বর্ষ বিদায় ও নববর্ষ বরণ

দিলীপ চক্রবর্ত্তী

২০১৫ সাল দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয় এই তো সেদিন নতুন বছরে পা দিল ২০১৫ সাল, আর এখনই শেষ হয়ে এল আরেকটি নতুন বছর, সংখ্যায় যা লেখা হবে ২০১৬ সাল। আর এভাবেই হতে চলেছে নববর্ষ ২০১৬ সালের শুভাগমন। প্রতিবৎসর পশ্চিমবাংলায় যার শুরু হয় শঙ্খধ্বনির আবাহনে, একগুচ্ছ আশার আলো নিয়ে, যার শুরু হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের টাইম স্কোয়ারের বল পরার মতো উত্তেজনাপূর্ণ আশার মাদক দিয়ে, সেই নববর্ষের উত্তেজনা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে নতুন দিগন্তে সূর্যের রক্তিম আভায় রাঙিয়ে তুলে ধরে আশার ডালি। বিগত বৎসরের হতাশা বা না পাওয়ার বেদনা মানুষ ভুলে যায় নতুন বৎসরের শুভাগমনের উত্তেজনার চোখ ধাঁধানো একরাশ উজ্জ্বল আলোর রোশনিতে। মানুষের মন আবার নতুন করে বাঁচার আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে। ভুলে যায় না পাওয়ার বেদনা, ভুলে যায় ক্রমাগত বঞ্চনার ইতিহাস। হৃদয়ের রক্ত মথিত রাংগানো আবীরে বরণ করে নিয়েছে ২০১৬ সালকে। নতুন আশায় মানুষ উজ্জীবিত হয়ে আবার বাঁচার চেষ্টায় নিজের পদক্ষেপ নেয় নতুন বছরে। ২০১৬ সাল, সুস্বাগতম।

২০১৫ সাল নতুন আশার আলো নিয়ে এসেও আমাদের অনেক বেদনা দিয়েছে। এ বেদনা ও দুঃখের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়—এটাই সব মানুষের কামনা। ২০১৫ সালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সারা পৃথিবীতে একদল মানুষ মানব সভ্যতাকে নিঃশেষ করার প্রচেষ্টা করে গেছে। আমরা যারা মানব সভ্যতাকে প্রকৃত মূল্য দিয়ে উপভোগ করার চেষ্টা করি, সভ্যতাকে পালন করে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে চাই, তারা সকলেই নীরবদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করি। যে ধর্ম নারীকে উপেক্ষা করে, যে ধর্ম নারীশক্তিকে উপেক্ষা করে, যে ধর্ম মাতৃশক্তির অবমাননা করে, যে ধর্ম নারীকে কামচরিতার্থ করার সামগ্রী ভিন্ন আর কিছু ভাবতে রাজি নয়, সে ধর্ম যে ধর্ম নয় একথা কারো অজানা নয়। কিন্তু আমরা সকলেই সে ধর্মের অপশক্তিকে দমন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকে বরং বালিতে মাথা ঢুকিয়ে না দেখার ভান করে থাকি। ২০১৫-র এত বেদনার মধ্যেও আমরা উপহার পেয়েছি ইংল্যান্ডের প্রিন্স ও প্রিন্সেসকেট এর কন্যাসার্লেটিকে। ভগবান ওকে সুখী ও দীর্ঘজীবিকরুণ। সৌদি আরব মুসলিম জগতে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মহিলারা ভোটের অধিকার পেয়েছে। এমনকি কয়েকজন মহিলাও নির্বাচিত হয়েছেন। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সৌদি সমাজের এ বিপ্লবকে সাধুবাদ জানাই।

2016
Happy New Year
Merry Christmas

আশা করি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি ও সৌদি আরবের পথ অনুসরণ করে নিজের নিজের দেশের মহিলাদের যথা যোগ্য সম্মান প্রদান করবে।

পুরাতন বছরের দুঃখ বেদনা থেকে আমরা সকলেই যেন শিক্ষা নিই। আর হত্যা নয়, হিংসা নয়, মানুষকে ভালোবাসতে হবে সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। ত্যাগকেই করতে হবে মূলমন্ত্র, নিজের প্রাণ দিয়ে অপরের প্রাণ রক্ষার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তবেই হবে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা।

আসুন, ত্যাগসহনশীলতা আর ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার ডালি নিয়ে ২০১৬ সালকে বরণ করি, তাহলেই নতুন বছর তার স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আমাদের সকলের জীবনকেই সাফল্য ও পরিপূর্ণতায় পূর্ণ করে দেবে।

আপনাদের সকলকেই জানাই ২০১৬ সালের শুভ ও মঙ্গল কামনা। সপরিবারে সুখে থাকুন।

প্যারিসের জন্য আজ হাহাকার

২ পাতার পর

নিখোঁজ হন? ফিলাডেলফিয়া ঘোষণাপত্রে 'সমস্ত মানুষই সমানভাবে তৈরি' বলা সত্ত্বেও এ জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল। সেরকম ঘটনা সাম্প্রতিক দশকগুলিতে ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে, ঘটছে।

সাম্প্রতি হাজার হাজার সিরীয় ও ইরাকি শরণার্থী যখন ইউরোপে প্রবেশ করে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, রাষ্ট্রসংঘ এদের দেশত্যাগ ঠেকাতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে আফগানিস্তানে হামলা চালায়, রাষ্ট্রসংঘ দীর্ঘ ১৪ বছর পরও সেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়াই ইরাক দখল করে নিয়েছিল ও সাদ্দাম হুসেইনকে উৎখাত করেছিল। বসনিয়া, হার্জেগোভিনায়, কসোভোয়, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে, সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়া ও মিশরে গণহত্যা রোধে রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতার পরিচয় প্রশ্নাতীত। যে রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে সেই জাতিসংঘই আবার নাইজেরিয়া, ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ার ইসলামপন্থী সরকার, মায়ানমারে নির্বাচিত সরকার সুচিকে এবং সাম্প্রতিক সময়ে মিশনের নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করলেও রাষ্ট্রসংঘ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রাষ্ট্রসংঘ কি জানে না, সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের সরকারকে গদিচ্যুত করতে কারা যুদ্ধ শুরু করেছিল? বিদ্রোহীরা এত অস্ত্র পেল কোথা থেকে? আসাদের বিরুদ্ধে যে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছিল— তা নিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স আজ নীরব কেন? রাশিয়া সিরিয়ায় আইএস নির্মূল করতে অভিযান শুরু করলে আমেরিকা বিষোদ্গার করে কেন?

রষ্টসংঘের মূল নীতিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ সকল সদস্যের সার্বভৌম ক্ষমতা ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অথচ, রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অন্য রাষ্ট্রের নগ্ন হামলা চালিয়েছে। গ্রানাডায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক হস্তক্ষেপ, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নগ্ন হামলা, সাইপ্রাসে তুরস্কের সেনা মোতায়েন, চেচনিয়ায় রুশ আক্রমণ এবং সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশে ড্রোন হামলার মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ করলেও রাষ্ট্রসংঘ এসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করার সাহস দেখায়নি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে বিশ্ব হয়ে ওঠে একমেরুকেন্দ্রিক। তখন থেকে রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদন ছাড়াই আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে চলেছে।

২০১১ সালে তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপ— এই অভিযোগ তুলে লিবিয়ায় বিমান হামলা চালিয়েছিল সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। ওই হামলায় গদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হন। বিদ্রোহীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তারপর? লিবিয়া এখন মৃতপ্রায় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রবাজারই এখন কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন লিবিয়া প্রশ্নে নীরব কেন রাষ্ট্রসংঘ? অথচ, এই গদ্দাফি হোয়াইট হাউসকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, আরব দুনিয়ায় এক ভয়ংকর শক্তির উত্থান হচ্ছে। একই অভিযোগ উঠেছে সিরিয়ার একটি অংশ ও ইরাকের একটি অংশ নিয়ে গড়ে ওঠা তথাকথিত একটি অলিখিত জেহাদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, যার নেতৃত্বে রয়েছে সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিরা। অভিযোগ আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল লবির প্রচ্ছন্ন মদতে জঙ্গিগোষ্ঠী 'ইসলামিক স্টেট'-এর উত্থান ঘটেছে। এরা হাজার হাজার সিরীয় নাগরিককে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করছে। অথচ এখানে তথাকথিত 'মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপ'-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করছে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রসংঘও ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। শুধু তাই-ই নয়, মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব বসন্ত'র ক্রীড়নক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলি। এসব বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্রসংঘ ৭০ বছরে পা দিয়েছে। সময়টা একেবারে কম নয়। রাষ্ট্রসংঘ ফি বছর একটি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করে ভালো ভালো কথা বলে, কিন্তু তা উন্নয়নশীল, গরিব দেশগুলির কোনও মঙ্গল ডেকে আনতে পারেনি। বরং সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, প্রাচীন ঐতিহ্য নষ্ট করা হয়েছে কিংবা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে আয়লান কুর্দির মতো শত শত শিশুর জীবনও। রাষ্ট্রসংঘ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায়।

তাই এই রাষ্ট্রসংঘ আরও ৭০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে কি না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে এখনই।

—সৌজন্যে বর্তমান

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi P Palit
Tapas Sanyal

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Members
Sugata Bagchi
Adrish Chakraborty
Pinaki Das Gupta

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Asoke Dey Sarkar
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mondal

আসল কথা হল, রেজিমেন্টেড পার্টির দিন শেষ

অসীম চট্টোপাধ্যায়

রেজিমেন্টেড পার্টি দিয়ে কিছু সাময়িক সাফল্য আসতে পারে, কিন্তু অচিরেই তা মুখ থুবড়ে পড়বে। গণতন্ত্র ও বামপন্থার মিলন ছাড়া বামপন্থা টিকবে না, সমাজতন্ত্র টিকবে না। আমাদের বামপন্থী নেতা-কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি এই সত্য বোঝেন, ততই মঙ্গল

বীরভূমে জনসভায় সূর্যকান্ত মিশ্র

একদা প্রবল পরাক্রান্ত সিপিআইএম দলটি যে ক্রমাগত রক্তক্ষরণে হীনবল ও হতমান হয়েছে, তা বোঝার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। গ্রামবাংলায় জনবিচ্ছিন্নতা ও শক্তিহীনতা কোন পর্যায়ে গেলে কমরেড ধীরেন লেটের মতো সংগ্রামী প্রাক্তন বিধায়ককে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়ে 'মান রক্ষার জন্য' জনসমক্ষে কান ধরে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়, তা বোঝা কঠিন নয়। ২০১১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই দলের রক্তক্ষরণ শুরু হয়, নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ে শাসনক্ষমতা হারানোর পরেও তা অব্যাহত থাকে। যত দিন গেছে, ততই দল হীনবল হয়েছে। একের পর এক নির্বাচনে শাসকের আক্রমণের মুখে প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কেবল প্রবাদপ্রতিম দলীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা ও 'নির্বাচনী মেশিনারি'র গর্ব এখন রূপকথার প্রায়। অধুনা বামপন্থীদের ঘুরে দাঁড়ানোর একাধিক প্রয়াস সত্ত্বেও এই ছবি খুব একটা বদলায়নি। মাৎস্যন্যায়ে নাজেহাল মানুষ এখন পরিত্রাণের পথ সন্ধানে রত, কিন্তু বামপন্থীরা তাঁদের ভরসা দেওয়া দূরে থাক, নিজেরাই ভরসা পাচ্ছেন না।

কেন এমন হল? বামপন্থীদের শক্তিক্ষয়ের উৎস সন্ধানে অনেকেই ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতায় ইউপিএ সরকার থেকে বামপন্থীদের সমর্থন প্রত্যাহারের অবিমৃশ্যকারিতাকেই দায়ী করেন। স্মরণীয়, এ প্রশ্নে জ্যোতিবাবুর অবস্থান ছিল চুক্তির বিরোধিতা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন হোক, কিন্তু সমর্থন প্রত্যাহার আত্মঘাতী হবে। কিন্তু দিল্লির পণ্ডিতম্মন্য নেতারা তাতে কর্ণপাত না করে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও টিএমসি-র জোটের পথ সুগম করে দেন, ঠিক যেমন এখন সর্বশক্তি দিয়ে বিজেপিকে প্রতিহত করার ডাক দিয়েও বিহার নির্বাচনে সকল আসনে বাম প্রার্থী দেওয়ার পরিণামে নীতীশ-লালুর মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাপিয়ে বেড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। নীতীশজির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিমর্ষতম মানুষটি ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি, যিনি মর্মে মর্মে সচেতন যে, দলীয় অবস্থানের কারণে ওই মঞ্চে সামিল হওয়ার নৈতিক অধিকার তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু ঘটনা হল, ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কারণে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রাসঙ্গিকতা ধাক্কা খায় ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনাকে তাঁদের শক্তি ক্ষয়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ তাঁদের অর্জিত শক্তিসম্বল বরাবর কংগ্রেস বিরোধিতার পথেই অর্জিত হয়েছে।

বামপন্থীদের শক্তিক্ষয়ের উৎস সন্ধানে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব সামনে এসেছে, বেশ কিছু রোগ নিরূপিত হয়েছে, তার নিদানও হাঁকা হয়েছে। এক, বাম আমলে ক্ষমতার সৌজন্যে নানা স্তরে দুর্নীতি বিস্তৃতি চিহ্নিত হয়েছে এবং তার নিদান হিসেবে ঘোষিত হয়েছে দলীয় 'শুদ্ধিকরণ' কর্মসূচি। কিন্তু বাগাড়ম্বর ছাড়া এই দিশায় কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা যায়নি। কিছু বুড়ো নেতার বিতাড়নেই সীমিত থেকে এই কর্মসূচি পরিত্যক্ত হয়েছে। দলের স্থানীয় মাতব্বরদের বৃহৎ অংশ 'জার্সি বদল' করায় এবং শাসক দলের লুম্পেনবাহিনীর দাপটে নতুন সরকার সম্পর্কে দ্রুত মোহমুক্তি ঘটায় এই কর্মসূচি অপ্রয়োজনীয় তকমা পেয়েছে।

দুই, কমরেড গৌতম দেবের 'ভোকাল টনিক' দিয়ে ও একের পর এক সমাবেশের মাধ্যমে সাংগঠনিক জড়তা কাটানোর কর্মসূচি তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

তিন, কমরেড বিমান বসুর মতো কেউ কেউ আবার বৃহৎ বামফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে বামপন্থীদের শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু এই প্রয়াস তৃণমূলে ছাপ ফেলেনি এবং মমতাদেবীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাতে কোনও কোনও শরিকের অনীহা এই জোটবিস্তারকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কর্মসূচিতে সীমিত রেখেছে। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, এই কর্মসূচিগুলি গুরুত্বহীন, কিন্তু রাজ্যের লাঞ্ছিত মানুষের দুর্দশা প্রতিরোধ অনেক বেশি জরুরি। লক্ষণীয়, চিটফান্ড প্রতারণার মতো বিষয়, যাতে রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে এবং যা শাসকদের মৃত্যুবাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তা নিয়ে কর্মসূচি শিকেয় তুলে রেখে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কর্মসূচিতে হাওয়ায় তরোয়াল ঘোরানোর নিষ্ফল খেলেছে।

চার, কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্রের উদ্যোগে নবান্ন অভিযান, জাঠা ইত্যাদি রাস্তায় নেমে সংগ্রামের কর্মসূচিতে শক্তিক্ষয় রোধের বা নতুন শক্তি অর্জনের উপায় ভাবা হয়েছে। এতে নিশ্চয়ই দলের একাংশ সক্রিয় হয়েছেন, সাহসের সঙ্গে লড়েছেন, শাসক দলের নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণের অংশগ্রহণের অভাবে এটা দলীয় কর্মসূচিই থেকে গেছে। এতে আসল রোগ নিরাময়ের লক্ষণ নেই। কারণ বিপ্লবী সংগ্রাম আসলে জনসাধারণের সংগ্রাম।

এই সব রোগ নির্ণয় ও নিদানের প্রয়াস অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় নয়,. কিন্তু এতে প্রতিফলিত হয়েছে আংশিক সত্য। সিপিআইএম তথা বামপন্থীদের শক্তিক্ষয়ের কারণ বুঝতে হলে একটু পিছন ফিরে দেখা জরুরি। ১৯৭৭ সালে বামপন্থীরা বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় থেকেই দুটি প্রক্রিয়া একযোগে চলে। প্রথমটি হল কিছু ভাল কাজের প্রক্রিয়া, যেমন সকল রাজনৈতিক বন্দির নিঃশর্ত মুক্তি, ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার পত্তন ইত্যাদি। পাশাপাশি চলে দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি, যার মূল অন্তর্বস্তু হল, সকল স্তরে দলীয় আধিপত্য কায়েম করার প্রয়াস। যত দিন গেছে, প্রথম প্রক্রিয়াটি দুর্বল হতে হতে ১৯৮৫ সাল নাগাদ পরিত্যক্ত হয়েছে, এর রেশ থেকে গেছে ১৯৮৭-৮৮ অবধি। আর দ্বিতীয়টি উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে নব্বইয়ের দশক নাগাদ সর্বগ্রাসী হয়েছে। দলীয় আধিপত্যের পথ ধরেই অনিবার্য আবির্ভাব ঘটেছে দলীয় মাতব্বরদের। এঁরা দল বোঝেন, দলীয় আদর্শ বোঝেন না, দলীয় নির্দেশ বোঝেন, জনসাধারণের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনার প্রয়োজন বোঝেন না। স্থানীয় স্তরে এঁরাই ছিলেন দলের মুখ, এঁরাই দলীয় নির্দেশ কার্যকর করতেন, এঁরাই ক্ষমতার প্রসাদ বিতরণ করতেন, নির্বাচনে ভোটের ম্যানেজার ছিলেন এঁরাই। এই মাতব্বরির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমে দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। জনসাধারণের মতামতের তোয়াক্কা না করে শিল্পায়নের নামে বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এই বিক্ষোভের বারুদস্তূপে আগুন লাগিয়েছে। পরিণাম হয়েছে এই যে, যে জমির প্রশ্ন বামপন্থীদের পায়ের নীচের মাটি দিয়েছিল, সেটাই তাঁদের পায়ের নীচ থেকে মাটি কেড়ে নিয়েছে।

নেতার মাতব্বর এক নন। নেতার কাজ পথ নির্দেশ করা, কর্মী তথা মানুষজনের চেতনার মান উন্নত করা, কাজের তদারকি ও মূল্যায়ন করা, কাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে কর্মীদের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা। মাতব্বররা এ সবের ধার ধারেন না, দলের নির্দেশ মাফিক কাজ সারেন। এঁরা দলীয় আদর্শের ফসল নন, ক্ষমতার ফসল। তাই পালাবদলের পর মাতব্বরদের দলে দলে জার্সি বদল অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্থানীয় স্তরে এরাই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের স্তম্ভ। এরাই সবচেয়ে সক্রিয়, সবচেয়ে আক্রমণাত্মক, সবচেয়ে হিংস্র। ধীরেন লেটকে কান ধরার নির্দেশ দিচ্ছিল যে কণ্ঠ, তা এমনই এক মাতব্বরের।

বোঝা দরকার, রেজিমেন্টেড দলে মাতব্বরদের উত্থান অনিবার্য। এমন দলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে আসলে কেন্দ্রিকতার অনুশীলন হয়, দলীয় নির্দেশই চরম-পরম নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। এই রন্ধ্রপথেই ঢুকে পড়ে মাতব্বরির কালসাপ। এটা আসলে মতাদর্শের, দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। বামপন্থীদের চিন্তায় এখানে স্ববিরোধিতা আছে। সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে তাঁরা বলেন, জনগণই ইতিহাসের প্রকৃত রচয়িতা, আবার একই নিশ্বাসে বলেন যে দলই সব কিছু নির্ধারণ করে। কার্যক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকার কথাটি আপ্তবাক্য হয়ে থাকে, দলীয় নির্দেশই চরম-পরম হয়ে ওঠে।

বামপন্থীদের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাতেই শুদ্ধিকরণের সকল সম্ভাবনা পিছনের আসনে চলে গেছে। কিন্তু বামপন্থীরা ক্ষমতা ফিরে পেলেই কি মাতব্বরির সমস্যা মিটে যাবে? এ কথা ঠিক যে রাজ্যে যে মানুষজন একদা পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই এখন এই লুম্পেন রাজত্ব থেকে ত্রাণ চাইছেন। চিটফান্ড প্রতারণার তদন্ত ঠিক পথে এগোলে উপযুক্ত বিরোধী জোট গঠিত হলে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দলের পরাজয় অসম্ভব নয়। কিন্তু মাতব্বরির সমস্যা তাতে মিটবে না, পুনরাবৃত্ত হবে।

তা হলে সমাধানের পথ কী? মাও ৎসে তুং বলেছিলেন, 'বিপ্লবী যুদ্ধ হল জনসাধারণের যুদ্ধ'। শুধু পার্টির যুদ্ধ নয়। তাই, জনসাধারণের সক্রিয়তা, উদ্যোগ ও সৃষ্টিশীলতা উন্মোচনের কোনও বিকল্প নেই। তার জন্য আবশ্যক মানুষজনের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা, তাঁদের মতামত, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্ণায়ক গুরুত্ব দেওয়া। তার অর্থ এই নয় যে, দলীয় মতাদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে পপুলিজম বা জনবাদিতাকে আশ্রয় করতে হবে বরং দলীয় অবস্থানকে জনগ্রাহ্য করার জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু কমান্ড ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে সে কাজ করা যায় না। গণতন্ত্রই হল এই লক্ষ্য সাধনের পথ।

এ জন্যই গণতন্ত্র ও বামপন্থার মিলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে দুনিয়ার ঘটনাবলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সত্য যে, রেজিমেন্টেড পার্টির দিন শেষ। সেই পার্টি কিছু সাময়িক সাফল্য আনতে পারে, কিন্তু অচিরেই তা মুখ থুবড়ে পড়বে। বামপন্থার দাবি গণতান্ত্রিক সমন্বয়ের প্রশ্ন। গণতন্ত্র ও বামপন্থার মিলন ছাড়া বামপন্থা টিকবে না, টিকবে না সমাজতন্ত্র। তাই 'শুদ্ধিকরণ' মানে কেবল কিছু বুড়ো নেতার বিতাড়ন নয়, দৃষ্টিভঙ্গির 'শুদ্ধিকরণ'। আমাদের বামপন্থী নেতা-কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি এই সত্য বোঝেন, ততই মঙ্গল।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

চিকিৎসা, কাজের খোঁজে পারাপার করা 'অনুপ্রবেশকারী' বন্দি প্রত্যর্পণ নিয়ে তালিকা তৈরি করবে ভারত-বাংলাদেশ

অলকাভ নিয়োগী, বারাসত

'অনুপ্রবেশকারী তকমা' নিয়ে ভারতের বিভিন্ন সংশোধনাগার এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হোমে মহিলা, শিশুসহ শতশত বাংলাদেশি নাগরিক বন্দি রয়েছে। যাদের অনেকেই চিকিৎসার প্রয়োজনে কিংবা কাজের খোঁজে কাঁটাতারের আন্তর্জাতিক সীমান্ত টপকাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংশোধনাগার এবং হোমে ওই ধরনের বহু ভারতীয়ও বন্দি। যারা ওই দেশে 'অনুপ্রবেশকারী'। দুই দেশের এই ধরনের বন্দিদের নিজের দেশে ফেরানোর জন্য এবার বিশেষ উদ্যোগী হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ সরকার। সম্প্রতি, দুই দেশের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের বৈঠকে এ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ভারতে কতজন বাংলাদেশি বন্দি রয়েছে এবং বাংলাদেশে কতজন ভারতীয় বন্দি রয়েছে, দুই দেশের প্রশাসন শীঘ্রই তার তালিকা তৈরির কাজ শুরু করতে চলেছে।

ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাচার বন্ধ, দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা সহ একগুচ্ছ বিষয়ে গত ২৮, ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর, এই তিনদিন ধরে বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। সেখানে সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক মনমিত নন্দার নেতৃত্বে জেলার পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরি সহ একটি সরকারি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে গিয়েছিল। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের যশোর, ঝিনাইদহ এবং সাতক্ষীরা জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররাও উপস্থিত ছিলেন। খুলনার ডিভিশনাল কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দুই দেশের বন্দিদের নিজেদের দেশে ফেরানোর জন্য আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, গত বছর এদেশে ২১ নভেম্বর এই ধরনের একটি বৈঠক হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশের প্রশাসনের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা এসেছিলেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনিভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হলেই অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বহুসংখ্যক ধৃত অনুপ্রবেশকারী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়। চিকিৎসার জন্য, মাছ ধরতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাতে মহিলা যেমন রয়েছেন, তেমনই বহু শিশুও রয়েছে। যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওই নাবালক-নাবালিকাদের সংশোধনাগারে রাখা যায়নি। আদালতের নির্দেশে রাখতে হয়েছে হোমে। অর্থাৎ অন্য দেশে বন্দি হওয়ার পাশাপাশি বাবা- মা থেকেও আলাদা হয়ে গিয়েছে ওইসব শিশুরা। দুই দেশের ক্ষেত্রেই এই উদাহরণ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মূলত তাদের জন্যই এই উদ্যোগ। নিয়ম মেনেই কীভাবে নিজ নিজ দেশে ফেরানো যায় তার আলোচনাও হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, দুই দেশ বন্দিদের তালিকা তৈরি করবে। তালিকায় সব ধরনের বন্দিদেরই নাম থাকবে। দুই দেশ একে অপরের হাতে ওই তালিকা তুলে দেবে। তারপর নিয়ম মেনে প্রশাসনিক উদ্যোগ শুরু হবে। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, এই উদ্যোগের ফলে দুই দেশের অনেকেই নিজের দেশে ফেরার সুযোগ পাবেন।

অন্যদিকে, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাচার রুখতে এরআগে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। তাই ওই বৈঠকে পাচার নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে প্রায়ই এদেশে জালনোট ঢুকছে। তাই এদেশের প্রশাসনের পক্ষ থেকে জালনোট নিয়ে বাংলাদেশের প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশও এদেশের প্রশাসনকে জানিয়েছে, ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিল সিরাপ বাংলাদেশে ঢুকছে। তা বন্ধ করার জন্য ও পাচার বন্ধ করার জন্য দুই দেশ সমন্বয় রেখে কাজ করবে। দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমানার বহু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। যেখানে ছিল সেইসব জায়গায় পিলার ভেঙে কাঁটাতার ছিঁড়ে গিয়েছে। তাই পাচারকারীদের রুখতে সমস্ত সীমান্তে নতুন করে পিলার বসিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার জন্য দুই দেশের প্রশাসন যুগ্ম সমীক্ষা করবে। তারপর দুই দেশের পক্ষ থেকেই বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হবে। খুব শীঘ্রই ওই সমীক্ষার কাজ শুরু হবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক মনমিত নন্দা বলেন, বৈঠকে অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের 'অনুপ্রবেশকারী' বন্দিদের দেশে ফেরানোর কথাও আলোচনা হয়েছে। আমরা বন্দিদের তালিকা তৈরি করব। বাংলাদেশও তৈরি করবে। তিনি বলেন, পাচার, নিরাপত্তা, সীমান্তে বেড়া প্রভৃতি বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বলা ভালো, ওই বৈঠক সফল হয়েছে।

—সৌজন্যে বর্তমান

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সিদ্ধান্ত নেবে সংসদ, মত সুপ্রিম কোর্টের

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে নির্দেশ দেওয়াটা সুপ্রিম কোর্টের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আদালত শুধু আশা করতে পারে যে, সংসদে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। দিল্লির এক বিজেপি নেতার জনস্বার্থ মামলার আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলল শীর্ষ আদালত। এ ধরনের আবেদন করলে আদালত কড়া ব্যবস্থা নেবে বলেও সতর্ক করেছে প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম। দেশজুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছিলেন ওই বিজেপি নেতা। প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর, বিচারপতি এ কে সিক্রি এবং বিচারপতি আর ভানুমতীর বেঞ্চ ওই আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলে, 'এ ধরনের আবেদন এলে কিন্তু আমাদের এ বার কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছে, এ বিষয়ে সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে। আপনারাই বলুন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিল আনার জন্য সংসদকে কী ভাবে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে? আমরা আশা করতে পারি যে, বিষয়টি সংসদে আলোচনা হবে। কিন্তু এটা কোর্টের এলাকায় পড়ে না।' অশ্বিনী উপাধ্যায়ের তরফে আবেদনে বলা হয়েছিল, মুসলিম মহিলাদের প্রতি বৈষম্যের ইতি টানতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া জরুরি। কিন্তু শীর্ষ আদালতে প্রশ্ন তুলেছে, 'যে সম্প্রদায় বৈষম্যের শিকার, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কি এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন?

প্রসঙ্গত, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সরকারের উপর এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে চাপও আসছে। দিন কয়েক আগেই সংসদে এ বিষয়ে লিখিত বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু। সেই বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব পেয়েছেন তাঁরা। তবে তা এখনই চালু করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের তরফে যুক্তি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হওয়া যে জরুরি, সে বিষয়ে সরকারের কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিষয়টি কিছুটা স্পর্শকাতর। তাই সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করেই চালু করা যাবেনা।

—সৌজন্যে এই সময়

আই আই ই এস টি-র মূষিক প্রসব

স্নেহাশিস নিয়োগী

অনেক কিছুই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি প্রায় কিছুই। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু)-র নামটা শুধু বদলে হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)।

শুধু নাম বদল নয়। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ার পর মানেরও বদল হওয়ার কথা। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের প্রতিষ্ঠানটি নিজের অতীতেরই সমতুল হতে পারেনি। উন্নতি তো দূরের কথা। যতদিন না শিবপুর আইআইইএসটি-র নতুন বিধি তৈরি হচ্ছে, ততদিন এর প্রশাসনিক কাঠামো বেসুর মতোই হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা হয়নি। উল্টে আইআইটি-র অনুকরণে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। আশা ছিল, পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে দেশি-বিদেশি নানা সংস্থার ঢল নামবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ক্যাম্পাসিংয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ঢের পিছিয়ে প্রতিষ্ঠানটি।

কেন্দ্রীয় নির্দেশে এক ধাক্কায় পড়ুয়ার সংখ্যা ৪৮০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩৫। কিন্তু শিক্ষক বাড়েননি একজনও। সম্প্রসারিত হয়নি শ্রেণিকক্ষও। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা ছাড়া উপায় নেই। ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও রাসায়নিক কেনার পর্যাপ্ত অর্থ নেই। গবেষণার মানও তলানিতে। অবশ্য চাপাচাপি চলছে সেন্টার ফর গ্রিন এনার্জি ও সেন্টার ফর হেল্থ কেয়ার সায়েন্সকে পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপান্তর করার। বর্তমানে দু'টি সেন্টারেই স্থায়ী কোনও শিক্ষক নেই। অথচ বেসু থেকে আইআইইএসটি-তে উত্তীর্ণকরণের সময়ই ৭০ জন শিক্ষকের ঘাটতি ছিল। পড়ুয়ার সংখ্যা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় এখন ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। একই অবস্থা বাকি ১০টি স্কুল ও গুচ্ছ সেন্টারের। সেগুলি চালাতে ভরসা আপাতত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও কর্মীরা।

এমনিতে তো হাঁড়ির হাল, তার উপর আইআইইএসটি শিবপুরে ২০০ শয্যার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির চেষ্টা চলছে। যেখানে নাকি ১০০ জন পড়ুয়া প্রতি বছরে ভর্তি হবে। কিন্তু জমি কোথায়? তাই রাজ্য সরকারের কাছে হাত পাতার ভাবনা। যদিও ১৮ নভেম্বরের সেনেট বৈঠকে শিক্ষক প্রতিনিধিরা বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছেন। মাইনিং বিভাগে বছর তিনেক আগে চালু হয়েছিল জিও ইনফরমেটিক্স-এ স্নাতকোত্তর। এই কোর্সে চলতি বছরে স্নাতকোত্তর কেন্দ্রীয় ভাবে (সিসিএমটি) ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও অমিল ছিল পড়ুয়া। তাই সেনেট বিশেষ বিবেচনায় স্থানীয় ভাবে পড়ুয়া ভর্তির আবেদনপত্র চায়। নেই স্থায়ী শিক্ষক। যদিও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হচ্ছে অগুন্তি। সেক্ষেত্রে খরচেও লাগাম নেই। প্লেসমেন্ট নিয়ে সমস্যা আরও তীব্র। শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব শিকদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হওয়ার পর আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা পূরণ হয়নি। লক্ষ্যে পৌঁছনোর রাস্তা কঠিন হয়েছে। সঠিক হাতে পড়লেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।'

সব ছাত্রছাত্রীর হস্টেলে থাকার ঠাঁই নেই। ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণের অবস্থা তথৈবচ। এরই মধ্যে আবার সেমেস্টার পিছু ৫০ জন পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে। যদিও স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং রিসার্চ স্কলাররা নানা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের তকমা পাওয়ায় গত বছর থেকে ভিন্‌ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়লেও খাবারে বৈচিত্র্য নেই। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই রাজ্য সরকারের সরাসরি কিছু করার নেই। তবে প্রতিষ্ঠান ও রাজ্যের স্বার্থে কেউ আমাদের সহযোগিতা চাইলে অবশ্যই পাশে দাঁড়াব।'

আইআইইএসটি কর্তৃপক্ষের অবশ্য ব্যাখ্যা, পাঁচ বছরে আমাদের ৫৯২কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রের। বছরে প্রায় ১২০ কোটি টাকা। কিন্তু ২০ মাসে পাওয়া গিয়েছে ১০৬ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে এমএইচআরডি-র কাছ থেকে ৫১ কোটি টাকা মিলেছে। অথচ বার্ষিক খরচ এর কয়েকগুণ বেশি। শুধু শিক্ষক, আধিকারিক এবং কর্মীদের বেতন খাতে খরচ ৬০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল আরও ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে বছরে দু'কোটি টাকা গুনতে হয়। আইআইইএসটি-র বোর্ড অব গভর্নর্সে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধির গরহাজিরাও চোখে পড়ার মতো। একাধিকবার ফোন করা হলেও ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অজয়কুমার রায় ফোন ধরেননি।

রেজিস্ট্রার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।

—সৌজন্যে এই সময়

কলেজ ভবন তৈরিতে শিক্ষিকার ৩০ লক্ষ টাকা দান

প্রত্যন্ত জেলারনারী শিক্ষার জন্য নিজের কর্মজীবনের শেষেঅবসরকালীন প্রাপ্ত ভান্ডার সবটাই দান করে দিলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। গৌরী অধিকারী বিশ্বাস ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়েকর্মজীবন শুরু করেন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা হিসাবে। ২০০৯ সালে ৩০ এপ্রিল কর্মজীবন শেষ করার পর বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের কথা ভুলে যাননি। ভুলে যাননি সেই সমস্ত দরিদ্র ছাত্রীদের কথা, যাদের জন্য একসময় তিনি তাঁর বেতনের টাকা থেকে পরীক্ষা ও কলেজের ফি বাবদ টাকা মেটাতেন। এমনকি নিজের বেতনেরটাকা থেকে অনেকেরবইও কিনে দিয়েছেন তিনি অনেক ছাত্রীকে। একজন দক্ষ অধ্যাপিকা হিসাবে জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। ছাত্রীদের ভালোবাসাতেই বারবার ছুটে এসেছেন কলেজে। সেইসাথে জীবনেরকথা চিন্তা না করে তাঁর জমানো অর্থেই প্রায় সবটাই তুলে দিলেন বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে। তাঁর ইচ্ছে ছিল প্রত্যন্ত এই জেলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি হোক। হার বাড়ুক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করার। সেই স্বপ্নকে সার্থক করতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের একমাত্র মহিলা কলেজের বিজ্ঞান ভবন তৈরির জন্য। এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা তুলে দিলেন তিনি। তাঁর সহাস্য বক্তব্য, তিনি খুব খুশি। তাঁর আজকের খুশি টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যাবেনা। ভবিষ্যতে দুঃস্থ ছাত্রীদের প্রয়োজনে আবারও তাঁর সঞ্চিত অর্থ দান করবেন। কারণ সমস্ত অভাবী মানুষেরজন্য মন কাঁদে তাঁর। তাঁর বিশ্বাস শিক্ষায় পারে সমস্তরকম প্রতিকূলতাকে জয়করতে। এই আর্থিক সাহায্য বা অনুদান নয়, শিক্ষার বিস্তারে মাধ্যমেইসমস্যার সমাধানে তাঁর এই প্রয়াস। সোমবার সকাল থেকেইবালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রিয় অধ্যাপিকাকে দেখতে ভিড় জমান অনেক প্রাক্তনী অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কেউ বা সংসারকেই বেছে নিয়েছেন। তবুও ভুলে যাননি পুরনো অধ্যাপিকাকে। কলেজের অধ্যক্ষ বিমান চক্রবর্তীর বক্তব্য, কর্মজীবনে অনেকেই অর্থ উপার্জন করেন অনেক, কিন্তু শিক্ষার বিস্তারের জন্য গৌরীদেবীর এই অবদান অনুকরণীয়। জেলার একমাত্র মহিলা কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গত আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বিজ্ঞান বিভাগ তৈরি হয়েছিল, মাত্র তিনটি ঘরে পঠন পাঠনের সমস্যা হচ্ছিল। গৌরীদেবীর কাছে এই খবর পৌঁছাতেই তিনি বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় তল নির্মাণের প্রস্তাব দেন। ৩০ লক্ষটাকা ব্যয় করে বিজ্ঞান ভবনের দ্বিতীয় তলে মোট চারটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। তিনটিতে ক্লাস ও একটি জিমনাসিয়াম বিভাগ খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামীদিনেও এই কলেজকে আর্থিকভাবে আরও সাহায্য করা হবে বলে জানিয়েছেন গৌরীদেবী। সোমবার কলেজে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর। এছড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার তিন বিধায়ক বাচ্চু হাঁসদা, মাহামুদা বেগম, ও সত্যেন রায়। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরাও। এদিন এইউদ্যোগী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েরাজ্যের সমবায় মন্ত্রী জ্যোতির্ময় করবলেন, এমন একটিঅনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করছেন। পাশাপাশি এইউদ্যোগের যিনি মূল কারিগর বাং কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপিকা গৌরীদেবীকে তাঁর কাজের প্রশংসা করে দেবী দুর্গা বলে সম্বোধন করেছেন। প্রত্যন্ত এলাকায় মহিলা শিক্ষার জন্য তাঁর চাকরি জীবনের সব সঞ্চয় কলেজের উন্নয়নে দান করেছেন তা দৃষ্টান্ত হিসাবে থাকবে।

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজরে পাক হাইকমিশন

ভারতে পাক হাইকমিশনের অফিস এখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরবন্দি—সম্প্রতি একটি রিপোর্টে এমনই তথ্য প্রকাশ হয়েছে। দেশ জুড়ে আইএসআই এজেন্টদের সক্রিয় অস্তিত্বের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হাইকমিশনের কার্যপদ্ধতির নজরদারি শুরু করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। আইএসআই'র মদতপুষ্ট হ্যান্ডলাররা ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার করছে। এক্ষেত্রে পাক হাইকমিশনের ভূমিকার ওপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে। ভারতে আইএসআই র‍্যাকেট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ভারতে পাক হাইকমিশনের কয়েকজন অফিসার। দিল্লি পুলিশ দাবি করেছে, তারা গুপ্তচরদের দলটিকে ধরতে পেরেছে। গুপ্তচরবৃত্তি ও ভারতীয় সেনার গোপন তথ্য পাকিস্তানকে দেওয়ার চার্জে বিএসএফের একজন অফিসারসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা জানা গেছে, আইএসআই হ্যান্ডলার কফিয়াতুল্লা খান বিএসএফকে নির্বাচিত হয়েছিল তাই নয়, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশেও নির্বাচিত হয়েছিল, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে কোনওবাহিনীতে সে যোগ দেয়নি। ভারতীয় সেনা ও ভারতীয় বায়ুসেনার জওয়ানদের কখন এবং কোথায় মোতায়েন করা হচ্ছে, সেইতথ্য দশবছর ধরে পাকিস্তানকে সরবরাহ করার চার্জে খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার পরই সন্দেহকরা হচ্ছে, ভারতীয় সেনা বাহিনীতেও কোনও পদস্থ জওয়ানের সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশেরঅপরাধ দমন শাখা জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের থেকে কাফাইতুল্লার জীবনপঞ্জি চেয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বাগিতে সেনার ৩১তম সাঁজোয়া বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে ধৃতদের নিকট তথ্য ছিল। ধৃত বিএসএফ কনস্টেবল আব্দুল রশিদ ও কাফাউতুল্লা সম্পর্কে আত্মীয়। রশিদই কাফাউতুল্লার প্রধান তথ্য প্রেরক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরথেকে ধৃতদের দিল্লিতে এনে আদালতে পেশ করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজ্জু বলেন, 'বিএসএফ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আইন নিজের পথেই চলবে।' কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। টাস্ক ফোর্সের পুলিশ ইরশাদ আনসারি নামে ৫২ বছরের ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। দাবি, আনসারি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। সে আইএসআইকে তথ্য, মানচিত্র, ভারতীয় নৌ যানের ছবি, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ছবি সরবরাহ করত। আনসারি কলকাতা বন্দরে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক। ধৃত দু'জনের নাম হল আসফক আনসারি সম্পর্কে ইরশাদের ছেলে ও মহম্মদ জাহাঙ্গির, সম্পর্কে আসফাকের মামা। সেজাল পাসপোর্ট তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ১২১ নং ধারা, ১২০ বি ও ৪৮৯ সি ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি মিরাট থেকে ধৃত মহম্মদ ইজাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এদের কথা জানতে পারে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সরকারি কর্মচারির ছেলে ২০১৩ সালে ইসলামাবাদ থেকে বাংলাদেশ হয়ে বশিরহাট ধরে ভারতে ঢুকে পড়ে। জাহাঙ্গির তাকে জাল ভোটার পরিচয় পত্র ও পাসপোর্ট দেয়।

কয়েক সপ্তাহ আগে দুই ভাই আখতার ও জাফর খানকে আইএসআই এজেন্ট সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে।

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

পাঠক– পাঠিকা ও বিজ্ঞাপনদাতাদের সংবাদ বিচিত্রার পক্ষ থেকে বড়দিনের শুভেচ্ছা।
MERRY CHRISTMAS

মার্কিন 'আইটি' ভিসার খরচ বেড়ে দ্বিগুণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাশ হওয়া নয়া আইনের জেরে এইচ-ওয়ান-বি ও এল-ওয়ান ভিসাকে কেন্দ্র করে আর্থিক চাপের মুখে পড়তে হবে ভারতের অধিকাংশ তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) কোম্পানিগুলিকে। সে দেশে কর্মচারি পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট এক-একটি ভিসা পাওয়ার জন্য কোম্পানিগুলিকে এ বার থেকে ৮০১০ হাজার ডলার (৫.৩-৬.৬৩ লক্ষ টাকা), অর্থাৎ আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ খরচ করতে হবে। ২০১৬ সালের ১ মার্চ থেকে নয়া মাশুল কার্যকরী হবে।

মার্কিন কংগ্রেসে পেশ হওয়া 'কনসোলিডেটেড অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস বিল ২০১৬'-তে সই করে ইতিমধ্যেই সেটিকে আইনে পরিণত করেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তাতে এইচ-ওয়ান-বি এবং এল-ওয়ান ভিসার উপর যথাক্রমে অতিরিক্ত ৪ হাজার ডলার (২.৬৫ লক্ষ টাকা) এবং সাড়ে ৪ হাজার ডলার (২.৯৮ লক্ষ টাকা) বোঝা চেপেছে। মজার কথা হল, সংশ্লিষ্ট মার্কিন আইনে কোথাও আলাদা করে 'ভারতীয়' কোম্পানিগুলির কথা উল্লেখ করা নেই। কিন্তু আইনটি এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে বেশির ভাগ বড় ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলিই এর আওতায় পড়ে যাবে। দক্ষ কর্মচারীদের মার্কিন দেশে পাঠিয়ে ব্যবসা সামলানোর জন্য এই কোম্পানিগুলিকে সংশ্লিষ্ট ভিসাগুলির জন্য এমনিতেই লক্ষ-লক্ষডলার খরচ করতে হয়। তাই এই নয়া মাশুল বৃদ্ধিকে প্রচণ্ডভাবে 'বৈষম্যমূলক' এবং এক অর্থে 'শাস্তিমূলক' বলেই মনে করছে ভারতীয় আইটি শিল্পমহলের একাংশ। আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতীয় কোম্পানিগুলি এগিয়ে থাকায়, এইচ-ওয়ান-বি ও এল-ওয়ান ভিসার উপর তাদের অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয়।

মার্কিন কংগ্রেসের বক্তব্য, এটা 'সাময়িক' পদক্ষেপ, যেহেতু আগামী ১০ বছরের জন্য এই বর্ধিত ভিসা মাশুল ধার্য করা হয়েছে। এর আগের দেওয়া (২০১০-১৫ সালের) সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে। নয়া আইনে, যে কোম্পানির ৫০ জনের বেশি কর্মচারী রয়েছে এবং ৫০ শতাংশের বেশি কর্মচারি এইচ-ওয়ান-বি ভিসার আওতায় রয়েছে, তাদের সেই প্রতিটি ভিসা বাবদ অতিরিক্ত ৪ হাজার ডলার বিশেষ মাশুল হিসেবে দিতে হবে। একইভাবে এল-ওয়ান ভিসার ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অঙ্কটি সাড়ে ৪ হাজার ডলার। মার্কিন কংগ্রেসের বক্তব্য, এর ফলে সরকারী কোষে প্রায় বছরে প্রায় ১০০ কোটি ডলার জমা হবে, যা বায়োমেট্রিক 'এন্ট্রি অ্যান্ড এগজিট' চিহ্নিতকরণ ও ৯/১১ বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীদের স্বাস্থ্য পরিষেবার খাতে খরচ করা হবে।

আগে এইচ-ওয়ান-বি ভিসার মাশুল ছিল মাত্র ৩২৫ ডলার (২১ হাজার ৫৫১ টাকা)। কিন্তু গত এক দশকে মার্কিন সরকারের চাপানো বিভিন্ন মাশুলের জেরে তা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে গিয়েছে। যেমন, ২০০৫-এর মার্চে 'প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন ফি' হিসেবে অতিরিক্ত ৫০০ ডলার (৩৩ হাজার ১৫৬ টাকা) যুক্ত হয়। তারপর রয়েছে ২৫ জনের বেশি কর্মচারী থাকা সংস্থারজন্য 'এমপ্লয়ার স্পনসরশিপ ফি' অর্থাৎ ভিসা পিছু আরও দেড় হাজার ডলার (৯৯ হাজার ৪৭০ টাকা)। কর্মচারীরসংখ্যা ২৫জন বা তারকম হলে ওই ফি-র অর্ধেক, অর্থাৎ ৭৫০ ডলার (৪৯,৭৩৫ টাকা)। এই টাকা মার্কিন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার হওয়ার কথা। অন্য দিকে, এল-ওয়ান ভিসার ক্ষেত্রে 'প্রিমিয়াম প্রসেসিং ফি' হিসেবে ১ হাজার ২২৫ ডলার (৮১ হাজার ২৩৩ টাকা) নেওয়া হয়। যখন আবেদনের ১৫ দিনের (বিজনেসডে) মধ্যে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংক্রান্ত পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রয়োজন থাকে, তখনই এই প্রিমিয়াম প্রসেসিংয়ের সাহায্য নিতে হয়। আর ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলিকে প্রায়ই অত্যন্ত কম দিনের নোটিশে কর্মচারিদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে হয়। তাই হামেশাই প্রিমিয়াম প্রসেসিং ফি পকেট থেকে দিতে হয় তাদের। পাশাপাশি, ভিসার আবেদনের সময় অ্যাটর্নিদেরও ভিসা পিছু ১-২ হাজার ডলার (৬৬-১৩২ হাজার টাকা) দেয় অধিকাংশ ভারতীয় কোম্পানি।

এইচ-ওয়ান-বি ভিসার আবেদন মাশুল ফেরত-যোগ্য নয়। সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতেও 'পে-রোল'-এর অংশ হিসেবে টাকা দেন এইচ-ওয়ান-বি ও এল-ওয়ান ভিসা নিয়ে মার্কিন দেশে আসা ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা। হিসেব বলছে, শুধুমাত্র এই খাতেই বছরে ১০০ কোটি ডলারের বেশি জমা হয় মার্কিন কোষাগারে। মজার কথা হল, খাতায় কলমে বলা রয়েছে, মার্কিন দেশ ছাড়ার পরও ওই ভারতীয় কর্মীরা সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য, যদি তাঁরা ১০ বছর ধরে সোশ্যাল সিকিউরিটি পে-রোল ট্যাক্স জমা দেন। কিন্তু ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা ৬ বছরের বেশি থাকেন না। তাই গোটা ব্যাপারটাই বাস্তব ক্ষেত্রে কথার কথা হয়েই থেকে যায়।

এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বহুদিন ধরেই আলোচনা চালাচ্ছে ভারত সরকার। সম্প্রতি ওবামাকে ভারতীয় আইটি শিল্প ও কর্মচারীদের 'উদ্বেগগুলি' নিয়ে ভেবে দেখার অনুরোধ করেছিলেন মোদি। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনও লাভ হয়নি, তা দেখাই যাচ্ছে।

—সৌজন্যে এই সময়

চতুষ্কোণ ছুঁয়ে ১৬ হাজার কিমি দৌড় দম্পতির

কমলেশ চৌধুরী

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী বললে অত্যুক্তি হয় না। কম বলা হয়। বাইক চেপে ভারতভ্রমণ লিখলে পুরোটা খোলসা হয় না। অধরা থেকে যায় ওঁদের কীর্তি।

ওঁরা দুজন দম্পতি। সঙ্গে দু'চাকা সামনে 'চতুষ্কোণ'। ১৬ হাজার কিলোমিটার পথ।

কেরালার কোভালাম থেকে অক্টোবরের পয়লা দিন যাত্রা শুরু হয়েছিল। রাজস্থানের মরুভূমি, মেঘে ঢাকা পাহাড়, উত্তর-পূর্বের জঙ্গল — দেশের তিন কোণ ছুঁয়ে ওঁরা এখন কলকাতায়। ১৩ হাজার কিলোমিটার সারা। এবার পূর্ব উপকূল ধরে দক্ষিণের শেষ বিন্দু। তার পর ঘরে ফেরা।

ওঁরা অবশ্য কীর্তিস্থাপন করতে রাস্তায় নামেননি। কোনও রেকর্ড নেই, স্পনসর নেই। স্রেফ দেশের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ শুষে নিতে লম্বা বাইক সফর। তা-ও গল্পের ছলে গড়ে ওঠা এক পরিকল্পনা থেকে।

রিশ জন অর্জ। টিনা রিশ। দুজনেই কনসালট্যান্ট। একজন ট্যাক্সের পরামর্শ দেন, অন্য জন ফিটনেসের। গত বছর সেপ্টেম্বরে দুজনের বিয়ে হয়। ছোট থেকে বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়ানো রিশ নতুন বৌকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন রামেশ্বরম। বুলেটে চাপিয়ে। সেই শুরু। তখনও জানেন না পরের বছর কী হতে চলেছে। পার্ক স্ট্রিটের এক ক্যাফেতে বসে বছর তেত্রিশের রিশ বলছিলেন, 'এর মধ্যে টিনার বোন অনিয়া কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়তে চলে আসে। কথায় কথায় বলেছিলাম, বাইক নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। ইচ্ছে পূরণে আসার সেই ইচ্ছেই শেষে হয়ে দাঁড়াল ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া।'

পরিকল্পনার শুরুতেই বাধা এল পরিবার থেকে। বৌকে বাইকে বসিয়ে ছেলে গোটা দেশ ঘুরে বেড়াবে, মানতে চায়নি রিশের পরিবার। টিনার বাড়ি থেকেও আপত্তি আসে। শেষমেশ ওঁদের বোঝানো সম্ভব হয়। এর পর বাহনের চিন্তা। বুলেটে চেপে দুজনে মিলে এতটা পথ পেরোনো কঠিন। কেনা হয় নতুন বাইক। দুজনের সারা জীবনের জমানো টাকা, আত্মীয়দের উপহার মিলিয়ে কেনা হয় ১৬ লাখি বাইক। সরঞ্জাম মিলিয়ে আরও দেড় লাখ। এর সঙ্গে তেলের খরচ। আর দিনপ্রতি রাহা খরচ অন্তত দু'হাজার টাকা। দেড় মাসে ১৯টি রাজ্য পেরিয়ে ওঁদের অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য। রিশের কথায়, 'বৌকে নিয়ে বাইকে চেপে ঘুরতে বেরিয়েছি শুনে লোকজন অবাক হয়ে আমাদের কাছে টেনে নিয়েছে। কেউ খাবারের দাম নেয়নি, কেউ সবটাই ফ্রিতে দিয়ে দিয়েছে। ফেসবুক থেকে জেনে মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক তরুণ নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব আপ্যায়ন করেছে আমাদের।' ভালো অভিজ্ঞতা আরও আছে। রিশ বলেন, 'দুটো চিন্তা ছিল। এক, টিনার সুরক্ষা। দুই, টয়লেট। মোবাইল টয়লেট নিয়ে বেরিয়েছিলাম সঙ্গে। কিন্তু কোনও সমস্যা হয়নি। বরং, বলতে পারি আমাদের দেশের রাস্তা অনেক নিরাপদ। চাইলে মেয়েরাও রাস্তায় নামতে পারে। ভয়ের কিছু নেই।'

সবটাই যে ভালো তা নয়, এতটা পথে সঙ্গী হয়েছে খারাপ অভিজ্ঞতাও। 'ডিমাপুরে এমন হোটেলে ঢুকে পড়েছিলাম, যেখানে প্রায় খুল্লামখুল্লা দেহব্যবসা চলে। অরুণাচলে গিয়ে শুনতে হয়েছে, ইন্ডিয়া থেকে এসেছে।' জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে বেরোনো দম্পতিকে ব্যথা দিয়েছে সেই ঘটনা। নাগাল্যান্ডে প্রায় গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন দুজন। আর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় আসার পথে ক্লান্তি ধরিয়েছে খারাপ রাস্তা। তবে সর্বাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়েছিল লে-মানালির রাস্তায়। রিশের কথায়, 'লে থেকে মানালি যাব, সকালে উঠে দেখি তুষারপাত হচ্ছে। তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। রাস্তাও খারাপ। গোটা পথে তিনটি পাস পেরোতে হয়। কোথাও কোনও থাকার জায়গা নেই। একটা সময় টিনা বলেই ফেলেছিল, চলো লে ফিরে ফ্লাইট ধরে বেরিয়ে যাই।'

কিন্তু বাইক থামেনি। সকাল ছ'টায় জার্নি শুরু করে রাত ৮টাতেও মানালি পৌঁছতে পারেননি। থেকে গিয়েছিলেন কেলংয়ে। পর দিন আবার ছুটেছে বাইক। হিমাচল থেকে উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, শিলিগুড়ি হয়ে উত্তর-পূর্ব ঘুরে কলকাতা।

জেভিয়ার্সের পাশেই হোটেলে উঠেছেন দুজনে। বোনের সঙ্গে দেখা হয়ে দারুণ খুশি টিনা। বলছেন, 'এটাই ট্যুরের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।' আর কোনও প্রাপ্তি নেই? বছর চব্বিশের মুখচোরা তরুণী খুবই কম কথা বলেন। অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন, কিন্তু এ ভাবে দু'মাস কাটাতে হবে, কখনও কল্পনাও করেননি। কথায় কথায় বলেন, 'আমি কেরালার বাইরে কখনও যাইনি। তাই শুরুতে যখন ও এই প্রস্তাবটা পাড়ল, তখন বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এখন আর ভয় নেই। দারুণ অভিজ্ঞতা তো বটেই, ওকেও নতুন করে চিনলাম। খুবই সাপোর্টিভ, কেয়ারিং। আমার খারাপ সময়েও পাশে ছিল। আমাদের বন্ডিংটা আরও গভীর হয়েছে।'

'চতুষ্কোণ' জয়ের পথে আরও কিছুটা রাস্তা বাকি। এর মধ্যেই ভবিষ্যতের প্ল্যান ছকে ফেলেছেন দুজনে — ভিসার সমস্যা না-হলে এশিয়ান হাইওয়ে ১ ধরে বাংলাদেশ-মায়ানমার হয়ে সোজা থাইল্যান্ড।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার — ঠিক এর বাইরেই যেন ওঁদের পৃথিবী।

—সৌজন্যে এই সময়

অধিকাংশ রাজ্যের গ্রামীণ মানুষই পাচ্ছেন না বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রথম সারিতে বাংলা

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নয়াদিল্লি

বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন না রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলির প্রায় ৯১ লক্ষ মানুষ। শুধু তাই নয়, দেশের অন্যান্য যে সব রাজ্যে এই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে, সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ একেবারে প্রথম সারিতেই রয়েছে। আজ লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জল এবং শৌচালয় মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামকৃপাল যাদব লিখিত ভাবে এই তথ্য দিয়েছেন। আজ বিভিন্ন দলের ১৯ জন এমপির করা এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি থেকে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি গ্রামীণ এলাকাকে এই বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, তার ১০ শতাংশ জায়গায়ও ঠিক মতো পৌঁছচ্ছেই না।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পেশ করা লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিরিখে ত্রিপুরায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে সবথেকে বেশি। সেখানে প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকাতেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। তার পরেই দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে রাজস্থান এবং পাঞ্জাব। রাজস্থানের ১৮ শতাংশ গ্রামীণ এলাকার মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন না। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এর হার প্রায় ১২ শতাংশ। চতুর্থ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম। আজ লোকসভায় পেশ করা রিপোর্টে মন্ত্রী রামকৃপাল যাদব উল্লেখ করেছেন, বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের মোট ১ লক্ষ ৪ হাজার ৮২৬টি গ্রামীণ বসতিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের ১০ হাজার ৯২২টি গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়নি। যার প্রভাব পড়ছে ওইসব এলাকার প্রায় ৯১ লক্ষ বাসিন্দার উপর। লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের উল্লিখিত গ্রামীণ বসতিগুলির প্রায় ৭ কোটি ৪৪ লক্ষ মানুষকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। যদিও তার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। আর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের ৪৬ হাজার ৪৫৪টি গ্রামীণ এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা কিয়দংশে পূরণ করা গিয়েছে।

মন্ত্রীর দেওয়া রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার, হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছাড়া প্রায় সব গ্রামীণ এলাকাতেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে। এমপি-দের করা প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং শৌচালয়মন্ত্রী অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আওতাভুক্ত। 'ন্যাশনাল রুরাল ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোগ্রাম' (এনআরডিডব্লুপি)-এর মাধ্যমে কেন্দ্র শুধুমাত্র এই ইস্যুতে রাজ্যগুলিকে আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে কেন্দ্র পরপর চারটি অর্থবর্ষে কত টাকা করে বরাদ্দ করেছে, তারও একটি রাজ্যওয়াড়ি রিপোর্ট পেশ করেছেন রামকৃপাল। সেই তথ্য মোতাবেক, ২০১২-'১৩ সালে এই খাতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৫০২ কোটি টাকা। ২০১৩-'১৪ সালে ৪৮৫ কোটি টাকা এবং ২০১৪-'১৫ সালে ৪৩১ কোটি টাকা। ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে এই খাতে এখনও পর্যন্ত রাজ্য পেয়েছে ১২৮ কোটি টাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের থেকে বেশি টাকা খরচ করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় কেন বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায়নি, সেই প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলির বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অবশ্য আলাদা করে কোনও তথ্য দেননি মন্ত্রী। তবে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি এমপি অজয় মিশ্র টেনির করা অন্য একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে আজ মন্ত্রী রামকৃপাল জানিয়েছেন, সারা দেশের যতগুলি গ্রামীণ জনপদকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, তার মধ্যে ৬৩ হাজার ৭৬৪টি গ্রামীণ এলাকার মানুষ জলে আর্সেনিক, ফ্লুওরাইডের মতো রাসায়নিকের উপস্থিতির কারণে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছে না। তাছাড়া মাটির নিচের জলস্তর ক্রমশ কমতে থাকার কারণেও সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা মেটাতে উপযুক্ত পদক্ষেপও করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

—সৌজন্যে বর্তমান

হুবহু নকল নোট বাজারে, চেনা যাবে ৩ মাস পর

প্রথম পাতার পর

রয়েছে, সেইসব রক্ষাকবচ সবই রাখা হচ্ছে। সাধারণ জাল নোটের ক্ষেত্রে যে কাগজ ব্যবহার করা হয়, এই নোটের ক্ষেত্রে তা একেবারে ভিন্ন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাগজে ছাপা হচ্ছে সেই নোট। ওই কাগজ স্মার্ট এবং কড়কড়ে। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসা নতুন নোট যেমন হয়, একেবারে সেই রকম। গোয়েন্দাদের অনুমান, সম্ভবত, ওই ভালো জাতের কাগজ বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত দামি, সাধারণ জাল নোটের কারবারিরা এরকম কাগজ ব্যবহার করতে পারে না। সে কারণেই এর পিছনে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলির চক্রান্তের সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে গোয়েন্দাদের। তাই চক্র ধরার পাশাপাশি জঙ্গি যোগ নিয়েও চরম চাপে রয়েছেন তাঁরা।

গোয়েন্দাদের কথায়, তবে এই নোটগুলির মেয়াদ মাত্র তিনমাস। অর্থাৎ, ৯১ দিনের পর থেকে অদ্ভুতভাবে ওই নোটের নকল রূপ বেরিয়ে পড়বে। তখন হাতে নিলেই বোঝা যাবে নোটটি জাল। কিন্তু, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনমাস পর্যন্ত জাল নোট একেবারে আসল থাকছে, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। গোয়েন্দা দপ্তরের এক অফিসার বলেন, এগুলি জাল বলে প্রথম তিনমাস বোঝাই যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে জঙ্গি যোগের খবর রয়েছে। তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিছু খবরাখবর এসেছে। আশা করছি শীঘ্রই এই রকম একটি 'ছদ্মবেশী' জাল নোট চক্রকে পাকড়াও করা যাবে।

—সৌজন্যে বর্তমান

Please send all articles
and enquiries about
Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive#2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for
Membership or
Advertisement dues,
Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি
আছে কিনা জানতে
চাইছেন? আপনার নাম
ঠিকানা লেখা লেবেলে
(প্রথম পাতায়) একবার
চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is
published semi-monthly by Cultural Association of Bengal
from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

হুঁশিয়ারিতে কান দেয়নি রাজ্য সরকার

সারদা গোষ্ঠী যে বেআইনি ভাবে টাকা তুলছে, সে বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সতর্ক করেছিল। সেটা ২০১২ সাল। কিন্তু তার পরে এ বিষয়ে আর কোনও সাড়াশব্দই হয়নি। অর্থ মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে এমনটাই জানিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

সারদা-রোজ ভ্যালির মতো রাজ্যের অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই যেন তৎপর হয়ে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শঙ্কুদেব পাণ্ডা সিবিআইকে জেরার মুখে জানিয়েছেন, তিনি সারদা ও রোজ ভ্যালির থেকে নেওয়া টাকার একাংশ দলের কাজেই লাগিয়েছেন। শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েই তা করেছেন। ঠিক এই সময় আজ স্থায়ী কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতে নতুন করে অস্বস্তিতে তৃণমূল শিবির।

কী রয়েছে সেই রিপোর্টে?

স্থায়ী কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে জানতে চেয়েছিল, তারা কেন সারদা ও এই ধরনের সংস্থার বেআইনি প্রকল্প ও কাণ্ড বুঝতে পারেনি? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার উত্তরে বলেছে, 'সারদা যে টাকা তুলেছিল, তাকে আমানত বলা যায় না। সারদা গোষ্ঠী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত না হয়েও যে 'কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম'-এ টাকা তুলছে, তা জানিয়ে ২০১২-র ২১ সেপ্টেম্বর রাজ্য পুলিশের আর্থিক অপরাধ দমন শাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এর পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আর কিছুই জানানো হয়নি। কলকাতায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির রাজ্য স্তরের সমন্বয় বৈঠকেও এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।' রাজ্য সরকারও ওই সমন্বয় কমিটির অংশ।

সারদার মতো একের পর এক সংস্থার হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হওয়ার পর এই অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণে বর্তমান আইনগুলি কতখানি কার্যকর, তা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় অর্থ মন্ত্রকের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কংগ্রেসের বীরাপ্পা মইলির নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিতে রয়েছেন তৃণমূলের সৌগত রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আজ স্থায়ী কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে তার মূল বক্তব্য হল, বিভিন্ন রকমের অর্থ জমা প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন রকমের আইন এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা রয়েছে এর সুযোগেই নানা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়েছে সারদা-রোজ ভ্যালির মতো সংস্থা। তারা সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেআইনি ব্যবসা চালিয়েছে। সেবি-রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কোম্পানি নিবন্ধক রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক নিজেদের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলিতেই ব্যস্ত থেকেছে।

এই প্রেক্ষিতে কমিটির সুপারিশ, নানা রকম অর্থ জমা প্রকল্পের জন্য এখন এক ডজন আইন রয়েছে। তার বদলে একটি 'মডেল' কেন্দ্রীয় আইন তৈরি করা হোক। সব রকম অর্থ জমা প্রকল্পকে তারই আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ওই আইনে বিভিন্ন রকমের অর্থ জমা প্রকল্পের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকবে। একই সঙ্গে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির কাজকর্মকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। কমিটির সুপারিশ, বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে ওই আইনে। ব্যবস্থা থাকবে অপরাধীদের জামিন অযোগ্য ধারায় কড়া শাস্তির। পরে পৃথক একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কথাও ভাবা যেতে পারে।

সারদা-রোজ ভ্যালির মতো সংস্থাগুলির দৌরাত্ম্য বন্ধ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই সরকারেরই দায়িত্ব রয়েছে বলেই রায় দিয়েছে স্থায়ী কমিটি। তাদের মতে, কোনও সংস্থা বেআইনি ভাবে বাজার থেকে টাকা তুললে রাজ্য প্রশাসনকেই সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজে লাগানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারী ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করাটাও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। একইভাবে এখন বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার কাজকারবার বন্ধ করতে যে দুটি আইন রয়েছে, (প্রাইজ চিট ও মানি সার্কুলেশন প্রকল্প নিষেধাজ্ঞা আইন ও চিট ফান্ড আইন), সেই দুটিই অর্থ মন্ত্রকের তৈরি। সেগুলি কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই আইন কার্যকর হচ্ছে না দেখেও অর্থ মন্ত্রক 'নীরব দর্শক' হয়ে থেকেছে। আইনের ফাঁকফোকর পূরণ করতেও উদ্যোগী হয়নি তারা। বেআইনি লগ্নি সংস্থাগুলির কাজকর্মের সময়কাল থেকে স্পষ্ট, ইউপিএ জমানার দীর্ঘ সময় ধরে এই ভূমিকা নিয়েছে অর্থ মন্ত্রক।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পাশাপাশি সেবি-র কাছেও জানতে চাওয়া হয়েছিল, সারদা রিয়েলটি-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি হল কেন?

সেবি জানিয়েছে, তাদের হাত পড়ার আগেই সারদা অর্থলগ্নির ব্যবসা শুরু করে। ২০১১-র ডিসেম্বরে আইন ভেঙে কাজ করার জন্য সারদাকে শো-কজ করা হয়। অভিযোগ অস্বীকার করে সারদা। কিন্তু নথি হাজির করে তাদের ব্যবসার বিষয়টি যাচাই করানোর কাজ সারদা বার বার এড়িয়ে যায়। ২০১৩-র সারদা রিয়েলটিকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে তিন মাসের মধ্যে লগ্নিকারীদের অর্থ ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই ভাবে রোজ ভ্যালি ও এমপিএস গ্রিনারির বিরুদ্ধেও নির্দেশ জারি হয়েছিল। কিন্তু দুটি সংস্থাই সেবির রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে যায়। এই সব সংস্থাগুলির সম্পর্কে সাবধান করে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা আবার পাল্টা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার চালিয়েছে। এই যুক্তিতে অবশ্য স্থায়ী কমিটি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। সংসদীয় কমিটির মতে, সেবি-র আরও তৎপর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

মানি অর্ডার নির্ভর গ্রামে টাকা দেরিতে পৌঁছানোর অভিযোগে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নয়াদিল্লি

একটা সময় ছিল, যখন মাস শেষের দুপুরগুলিতে একটি সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত সুলতা, ফতেমারা। একদিন ঠিক শোনা যেত সেই আওয়াজ, আর বাড়ির বন্ধ দরজার ওপার থেকে ভেসে উঠত পোস্ট ম্যানের আত্মপ্রত্যয়ে ভরা কণ্ঠস্বর, 'মানি অর্ডার'। কর্মসূত্রে প্রবাসে থাকা বাড়ির ছেলে পাঠিয়েছে মাসকাবারির টাকা। এবারে কেনার পালা সারা মাসের চাল, ডাল এবং সুলতাদের শখের চুলের ক্লিপ, লাল টিপ। কালের নিয়মে শহরবাসী আরও শহুরে হয়ে ওঠার তাড়নায় দূরে সরিয়েছে মানি অর্ডার করে টাকা পাঠানোর 'আদ্দিকাল'-এর ব্যবস্থাকে। পরিবর্তে বেছে নিয়েছে অনলাইন মানি ট্রান্সফার সিস্টেমের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে। শহরবাসী মানি অর্ডারকে দূরে সরালেও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর বহু মানুষ এখনও মাসের শেষে প্রবলভাবে এই আদ্দিকালের ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু সেই মানি অর্ডারই সময়মতো হাতে পাচ্ছেন না গ্রামবাংলার মানুষ। ফলে অভিযোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরোত্তর। আজ লোকসভায় লিখিতভাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

লোকসভায় জানালেন মন্ত্রী

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে এমপি এস রাজেন্দ্রনের প্রশ্ন ছিল, মানি অর্ডার না পৌঁছানো এবং দেরিতে পৌঁছনো নিয়ে সরকার কি কোনও অভিযোগ পাচ্ছে? সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সেই সব অভিযোগের পরিমাণ ঠিক কী? রবিশঙ্করকে গত তিনটি আর্থিক বছরের রাজ্যওয়াড়ি রিপোর্ট দেওয়ারও অনুরোধ জানান তামিলনাড়ুর ওই এমপি। তারই লিখিত জবাবে আজ মন্ত্রী স্বীকার করেছেন, সত্যিই প্রাপকের হাতে মানি অর্ডার না পৌঁছনো এবং দেরিতে পৌঁছনো নিয়ে অনেক অভিযোগ জমা পড়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর রাজ্যভিত্তিক হিসাব পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর পেশ করা রিপোর্ট থেকেই জানা যাচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের একটি বড় অংশই সময়মতো মানি অর্ডারের টাকা হাতে পাচ্ছেন না। ফলে এই সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রামবাংলা থেকেই জমা পড়ছে সবথেকে বেশি। আজ দুটি ক্ষেত্রেই ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের হিসাব দিয়েছেন মন্ত্রী। তাতে অবশ্য গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহর এলাকার হিসাবও আলাদা করে পেশ করেছেন রবিশঙ্কর।

তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-১৫ সালে সারা দেশে সময়মতো মানি অর্ডারের টাকা না পৌঁছনোর যতগুলি অভিযোগ জমা পড়েছে, তার রাজ্যওয়াড়ি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান একেবারে প্রথমে রয়েছে। এই রাজ্যের গ্রামবাংলা এবং শহরাঞ্চল মিলিয়ে ২০১৪-১৫ সালে এই সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। তার পরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান। আবার ২০১৩-১৪ সালের হিসাব মোতাবেক, সময়মতো মানি অর্ডারের টাকা না পৌঁছনোর অভিযোগের সংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। তার আগে ও পরে রয়েছে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র। তবে শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের হিসাব যদি দেখা যায়, তাহলে ২০১৪-'১৫ তো বটেই, ২০১৩-'১৪ সালেও সময়মতো মানি অর্ডার না পৌঁছনোর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানেই রয়েছে। যদিও ২০১২-'১৩ সালে এক্ষেত্রে রাজ্যের পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। তবে মানি অর্ডারের টাকা প্রাপকের হাতে একেবারে না পৌঁছনোর 'কেস'-এ পশ্চিমবঙ্গের স্থান মন্দের ভালো। ২০১৪-'১৫ সালে এক্ষেত্রে রাজ্য থেকে মাত্র খান ত্রিশেক অভিযোগ জমা পড়েছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

রবিশঙ্কর আজ লিখিতভাবে জানিয়েছেন, ঠিক কী কারণে সময়মতো মানি অর্ডারের টাকা পৌঁছচ্ছে না, তা জানার জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। তবে এর পিছনে টাকা ডেলিভারি হওয়ার সময় প্রাপকের অনুপস্থিতি, ভুল ঠিকানাসহ প্রযুক্তিগত নানা কারণ দায়ী হতে পারে। পাশাপাশি বন্ধ, হরতাল, পরিবহণ ধর্মঘটের মতো নানা নাগরিক সমস্যাকেও এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে। মন্ত্রী আজ জানিয়েছেন, সঠিক কারণ খোঁজার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে তদন্ত যেমন চলছে, তেমনই সংশ্লিষ্ট মহলের কোনও আধিকারিক দোষী প্রমাণিত হলে, তাঁর শাস্তির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে সময়ে মানি অর্ডারের টাকা না পৌঁছনোর অভিযোগ সবথেকে বেশি থাকলেও এখানে মাত্র একবার তদন্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পেশ করা রিপোর্ট স্পষ্টভাবে না দেখে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল অরুন্ধতী ঘোষ।

—সৌজন্যে বর্তমান

সহমতের ভিত্তিতে রামমন্দির নির্মাণের বার্তা দিলেন মোহন ভাগবত

কোনও রাজনৈতিক জমায়েত কিংবা ধর্মীয় সমাবেশ নয়, তবুও পঁচিশ বছর আগে রামমন্দির নির্মাণের জন্য প্রাণদান করা দুই তরুণের রাম-শরদ কোঠারীর স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে গেল সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম। জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠল কয়েক হাজার কণ্ঠে। এই শহরে এদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর চালক মোহনরাও ভাগবত এমনকী ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় ও অন্যান্যরা।

মোহনরাও ভাগবত এদিন রাম ও শরদ কোঠারীর আত্মদানের কথার সূত্র ধরে জানালেন রাম মন্দির নির্মাণই মাতৃভূমির উত্থানের রাস্তা। তবে এই মন্দির নির্মাণ কাউকে আক্রমণের জন্য অবশ্যই নয়। একই সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দেশের ধর্ম কখনও 'এক্সট্রিমিজম'কে সমর্থন করে না। কাউকে ভয় দেখিয়ে নয়, সহমতের ভিত্তিতেই রাম মন্দির নির্মাণ করতে হবে। ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে মোহন ভাগবত বলেন, ব্রিটিশদের সময়ে একাধিকবার সোমনাথ মন্দির ভাঙা হয়েছিল। তবে ভারতীয় ধর্ম যে সত্য, অহিংসার কথাই বলে, সেকথার উল্লেখ করেছেন মোহন ভাগবত।

এদিনের সভায় ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় বক্তব্য রাখেন। তিনিও ১৯৯০ সালে রামমন্দির নির্মাণ করতে প্রাণ দেওয়া কলকাতার দুই যুবক রাম ও শরদের আত্মত্যাগের কথা বলেন। এদিন আরএসএস প্রধানের সভায় তথাগতের আগমন নিয়ে বিরোধীদের মনে প্রশ্ন ওঠে। একটি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হয়ে তিনি কী করে এমন এক সভায় উপস্থিত হন, যেখান থেকে রামমন্দির নির্মাণের বার্তা দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাম ও শরদ কোঠারী মা সুমিত্রা কোঠারীকে সম্মান জানানো হয়। স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন দীনদয়াল গুপ্ত (সামাজিক ও সেবাক্ষেত্র), ডা. তরুণ ব্যানার্জি (চিকিৎসা ক্ষেত্র) ও ড. মোহিত রায় (শিক্ষা ক্ষেত্র)। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাম শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ।

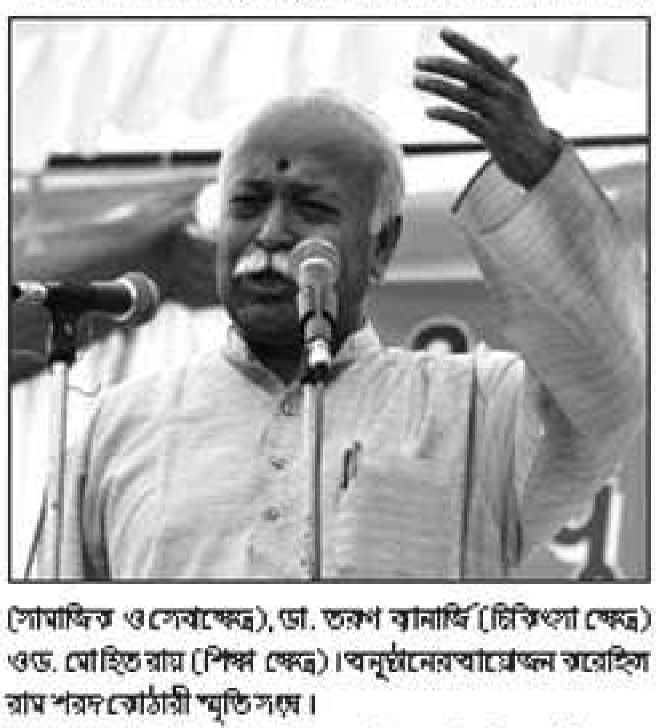

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

ভাবমূর্তি ফেরাতে 'নীলদর্পণ' হাতিয়ার এনআরএস ছাত্রদের

মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য

খারাপ 'ইমেজ' শোধরাতে আগ্রহী এনআরএসের ডাক্তারি পড়ুয়াদের হাতিয়ার 'নীলদর্পণ'। প্রতিষ্ঠানের ১৫২ বছরে এই প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে নীলরতন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। সংবাদমাধ্যম থেকে চিকিৎসক নিগ্রহ সবেতেই অকপট হয় চিকিৎসকদের কলম।

গত বছর নভেম্বরের মাঝামাঝি এক ভোরে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হোস্টেল থেকে উদ্ধার হয় মালবাজারি কোরপান শার নিথর দেহ। চোর সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত হন দশ জনেরও বেশি ডাক্তারি পড়ুয়া। গ্রেফতারও হন বেশ কয়েকজন। ঘটনায় তীব্র নিন্দার মুখে পড়েন এনআরএসের সমস্ত ডাক্তারি পড়ুয়া এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

চলতি বছর এপ্রিলে খোদ পুলিশকেই নিগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা। এলাকার এক ভবঘুরেকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে এসেছিলেন মানিকতলা থানার পুলিশ কর্মীরা। অভিযোগ, দুস্থ ভবঘুরেকে ভর্তি নেওয়ার বদলে জুনিয়র ডাক্তারদের হাতেই প্রহৃত হতে হয় মহিলা এবং পুরুষ পুলিশকর্মীদের।

গত এক বছরে এ রকম একাধিক ঘটনায় শিরোনামে এসেছেন এই মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ারা। ক্ষুণ্ণ হয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন হাসপাতালের গরিমা। প্রশ্নের মুখে পড়েছে ডাক্তারি পেশায় নাম লেখানো ছেলেমেয়েদের সহিষ্ণুতাও। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই কি 'দর্পণ'-এর সাহায্য নেওয়া? অধ্যক্ষ তথা 'নীলদর্পণ' ম্যাগাজিনের বোর্ড কমিটির প্যাট্রন-ইন-চিফ দেবাশিস ভট্টাচার্যের কথায়, 'অস্বীকারের জায়গা নেই, বিগত দিনের কিছু ঘটনায় আমাদের ইমেজ কলঙ্কিত হয়েছে। তা ফেরাতে আমরা কর্তৃপক্ষের তরফে যেমন চেষ্টা করছি, তেমন ছাত্রছাত্রীদেরও পক্ষ নেওয়া দরকার। তাই এই উদ্যোগ বলতে পারেন।'

কর্তৃপক্ষ না হয় বললেন এ রকম কিছু, ছাত্রছাত্রীরা কী মনে করছেন? ম্যাগাজিনের এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য সপ্তর্ষী পালের কথায়, 'নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে 'নীল'টা নিয়েছি আমরা। আর আমাদের মনের কথা প্রতিফলিত করতেই 'দর্পণ' যোগ করা হয়েছে।' আক্ষরিক অর্থেই যেন ডাক্তারি পড়ুয়াদের মনের দর্পণের রূপ নিয়েছে ম্যাগাজিনটি। গল্প, কবিতা, আঁকা ছবি, নিজেদের ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে হালকা চালের কার্টুন— ছত্রে ছত্রে বোঝানোর চেষ্টা, কোরপান শা হত্যা কিংবা পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিই একমাত্র পরিচয় নয় এখনকার ডাক্তারি পড়ুয়াদের। কোনও লেখায় উঠে এসেছে নিত্যযাত্রী হিসেবে অভিজ্ঞতা। কোথাও আবার মৌখিক পরীক্ষার আগের কিছু মুহূর্ত কলমের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কোথাও ঝরে পড়ে অভিমান।

'সাদা অ্যাপ্রন' নামে লেখা কবিতায় তৃতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া বলেছে, '৯৯টি সঠিক আর আর একটি বিচ্যুতি, খবরের শিরোনামে আসে ডাক্তারের গাফিলতি। ভালো কাজের প্রশংসা কদাচিৎ কেউ করে। কিন্তু ভাতে পা ডাক্তারের কোন স্টেটাসের ছাগলেও মারে।' আবার প্রতিবাদও, 'মুমূর্ষুর তরে মোরা, খাটি মরি, খেতে পারছি না মার / সাদা অ্যাপ্রনে কালি ছেটাতে নেই কোনও হুড় আর।' ম্যাগাজিন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন সপ্তর্ষীও, 'আমাদের, মানে ডাক্তারি পড়ুয়াদের সম্পর্কে সমাজের কোথাও একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এনআরএসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সেটা হয়তো একটু বেশিই। কিন্তু, সে পরিচয়ের বাইরেও যে আমাদের মধ্যে কিছু ট্যালেন্ট আছে, সেটা জানাতেই আমাদের এই অভিনব পদক্ষেপ।'

'দুষ্টু' তকমার ছেলেদের ভালো প্রয়াসটা এখন সাধারণের চোখে পড়ে কিনা সেটাই দেখার।

জমি, গয়না বিক্রি করে, চড়া সুদে ধার নিয়ে

আরব দুনিয়ায় পাড়ি দেওয়া যুবকরা কি জঙ্গি-জালে, সন্দেহে পুলিশ

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা যাঁদের, সেই সব গরিব ঘরের যুবকদের মোটা টাকা বেতনের চাকরির টোপ দিয়ে আরব দেশগুলিতে নিয়ে যাওয়ার একটি বড় চক্র সক্রিয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এই চক্রের হাত ধরে আরব দুনিয়ায় কাজ করতে যাওয়া যুবকদের কেউ কেউ না কি আইএস জঙ্গিদলের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হিসাবে এখনও পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাজের জন্য আরব দুনিয়ায় যাওয়া প্রায় ২৫ জন যুবক সিরিয়াতে, আইএস জঙ্গিদলের হয়ে যুদ্ধ করছে এই সংখ্যাটি আরও বেশি হতে পারে কারণ, পশ্চিমবঙ্গ-সহ কোনও রাজ্য থেকে এ নিয়ে কতজন, বাইরে কাজে গিয়েছে, রাজ্যওয়াড়ি কোনও রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পায়নি।

তবে এ জেলা থেকে আরব দেশগুলিতে চাকরির জন্য বহু ছেলে যে গিয়েছে, সে সম্পর্কে রাজ্য ও গোয়েন্দারা স্পষ্ট জানে। তবে জেলার বেশ কয়েকজন দুবাইয়ে চাকরির জন্য যাওয়ার পর সেখান থেকে সিরিয়াতে গিয়েছে বলে গোপন সূত্রে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। স্বাভাবিকভাবে এ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন পুলিশের কর্তারাও। উদ্বেগ আরও বেড়েছে কারণ, এ জেলা থেকে কতজন এ পর্যন্ত আরব দেশগুলিতে গিয়েছে, তার কোনও সঠিক তথ্য পুলিশের হাতে নেই। সম্প্রতি প্যারিসে আইএসের আত্মঘাতী হামলা ও বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যুমিছিল এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সতর্কবার্তার পর সেই তথ্য-তল্লাশে নজর দিয়েছে গোয়েন্দারা। প্রকৃতপক্ষে এ জেলা থেকে কতজন গিয়েছেন, তাঁদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ করা হচ্ছে। কতদিন ধরে এইসব যুবক সেখানে রয়েছেন, কোন কোন কোম্পানিতে কী কী কাজ করছেন, তাঁদের বেতন কত, কীভাবে কোন ব্যাংকের মাধ্যমে কত টাকা এখানে আসে— তার বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করছেন গোয়েন্দারা।

বাস্তবে তেলের দেশে চাকরি দেওয়ার নামে একাধিক চক্র এই জেলাতে সক্রিয়, তাদের বিস্তার মূলত বিষ্ণুপুর এবং মগরাহাট এলাকা জুড়ে। এই দুটি জায়গা থেকে এই চক্রের মাতব্বররা যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে থাকে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে দুবাই ও আরব দেশগুলির একাধিক কোম্পানির। সেখানে গরমের প্রকোপের জন্য সারাক্ষণ এসি চলে। এজন্য সেখানে এসি মেশিন খারাপ হয় বেশি। এসি'র কাজ জানা ইলেকট্রিশিয়ান দরকার হয়। শুধু তাই নয়, পাইপলাইন ও ফিটিংয়ের কাজ জানা লোকের প্রয়োজন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এ ধরনের কাজ জানা প্রচুর বেকার যুবক রয়েছেন। এইসব বেকার যুবকদের বিদেশে চাকরি ও মোটা অঙ্কের টাকার টোপ দিয়ে টেনে আনার জন্য প্রতিটি ব্লকে এজেন্ট রয়েছে।

তাদের সঙ্গে মাতব্বরদের অলিখিত চুক্তি হয়, পার্টি ধরে দিতে পারলে মাথাপিছু ২০-২৫ শতাংশ কমিশন দেওয়া হবে। কীভাবে এই রোজগার হবে তারও উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের কারও কারও কাছ থেকে কোন পদে কাজ দেওয়া হবে, সেই অনুসারে আগাম এক লাখ বা কারও কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা নেওয়া হয়। সেই টাকার ২৫ শতাংশ এজেন্ট নেবে। বাকিটা নেবে ওই চক্র। এছাড়াও রয়েছে পাসপোর্ট তৈরির জন্য মাথাপিছু ছয় থেকে সাত হাজার টাকার আলাদা খরচ, তাও দিতে হবে কর্মপ্রার্থীকে। অধিকাংশ বেকার যুবকরা বাড়ির জমি বন্ধক রেখে, কেউ মায়ের সোনা বিক্রি করে কেউ চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এজেন্টদের কাছে চাকরি পাওয়ার আশায় পাতা ফাঁদে পা দেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়।

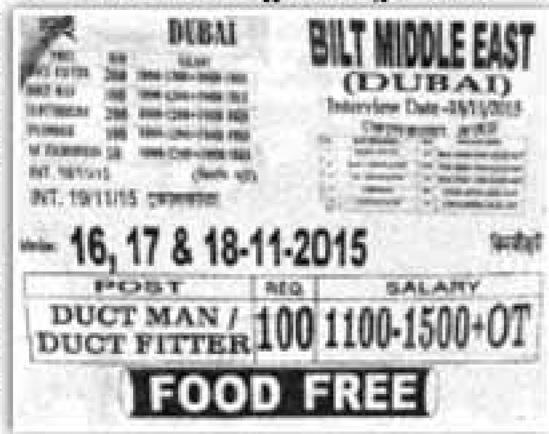
DUBAI

BILT MIDDLE EAST (DUBAI)

INT. 19/11/15

16, 17 & 18-11-2015

POST	REQ	SALARY
DUCT MAN / DUCT FITTER	100	1100-1500+OT

FOOD FREE

চাকরির প্রলোভনের বিজ্ঞাপন

ডায়মন্ডহারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আমতলায় নামলে রাস্তার উভয় দিকের দেওয়াল এবং অলিগলিতে অকাতরে দেখা যাবে অসংখ্য হ্যান্ডবিল সাঁটা রয়েছে। তাতে নিয়োগকারী হিসাবে একাধিক কোম্পানির নাম, যোগাযোগের ঠিকানা রয়েছে। কোনওটা আমতলার পানহাটি, কোনওটাতে মগরাহাটের কিনকিরহাট। কোনও কোনও পোস্টারে কোম্পানির নাম আলাদা হলেও ঠিকানা লেখা কিনকিরহাট। সেখানে লেখা রয়েছে কলকাতা থেকে বিমানে নিয়ে যাওয়া হবে দুবাই। কোন কোন পদে চাকরি, শূন্য পদ কত, কবে ইন্টারভিউ সেই তারিখ লেখা রয়েছে। প্রতিটি পদের পাশে কত টাকা বেতন তাও উল্লেখ রয়েছে। বেশিরভাগই চাকরির ক্ষেত্রে দুবাই।

আমতলা থেকে বারুইপুর রোড ধরে গেলে এমন হ্যান্ডবিলে দু দিক ভরে গিয়েছে।

—সৌহৃদ্য বর্ধমান

পড়েই আছে ২০০ কোটির তহবিল

শিল্পোদ্যোগী খুঁজতে ৩ কোটির রিয়েলিটি শো

বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী, কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাইক ফুঁকে বলছেন, তাঁর হাতে টাকা নেই। অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলেও সরকারি কর্মচারীদের মাইনে বাড়াতে পারছেন না। এদিকে তাঁর হাতে থাকা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পদপ্তর যে রিয়েলিটি শো আনতে চলেছে টিভির পর্দায়, তার জন্য খরচ হচ্ছে তিন কোটি টাকারও বেশি। অথচ যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে তার যথার্থতা নিয়ে। কারণ, সরকার বলছে, নতুন উদ্যোগপতি বা ব্যবসায়ী তৈরি করাই অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। যিনি ওই রিয়েলিটি শো'য়ে বিজেতা হবেন, তাঁকে সরকার নিজের ঘর থেকে টাকা এনে দেবে ব্যবসা করার জন্য। এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল। দেখা যাচ্ছে অভিনব চিন্তাভাবনা নিয়ে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দেওয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরি করে রেখে দিয়েছে। চলতি বছরের গোড়ায় সেই টাকা রাখা হলেও এখনও পর্যন্ত তা কোনও উদ্যোগপতি পাননি। যেখানে সরকার নিজেই সেই টাকা দেওয়ার জন্য বসে আছে, সেখানে আলাদা করে টিভি শো করার কী দরকার, সেই প্রশ্নই উঠছে রাজনৈতিক মহলে। মজার বিষয়, ওই রিয়েলিটি শো প্রযোজনার দায়িত্ব কাঁচা করে মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ প্রযোজনা সংস্থা ভেঙ্কটেশ ফিল্মসকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ব্যবসা করার জন্য ভালো 'আইডিয়া' মাথায় ঘুরছে, অথচ কোনওভাবে তার জন্য টাকা জোগাড় করা যাচ্ছে না, এমন ব্যবসায়ী অনেকেই আছেন। অনেক সময় সরকার নিজেই সেই ব্যবসাকে বাস্তবে রূপ দিতে টাকা ঢালে। এর বদলে ওই ব্যবসার অংশীদার হয় সরকার। ওই সরকারি টাকার পোশাকি নাম ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা উদ্যোগ-পুঁজি। রাজ্য সরকার তেমনই ২০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গড়েছিল চলতি বছরের গোড়াতেই। ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের কর্তাদের দাবি, সেই তহবিল গড়া হলেও নানা প্রশাসনিক নিয়মকানুনের গেরোয় তা এখনও কাউকে দেওয়া যায়নি। সম্প্রতি এই বিষয়ে পাঁচজনের আবেদন খতিয়ে দেখবে দপ্তর। সেই অপেক্ষায় আছে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা।

অন্যদিকে, ব্যবসা সংক্রান্ত নয়া চিন্তাভাবনা মাথায় ঘুরছে, এমন ব্যক্তিদের নিয়েই একটি রিয়েলিটি শো আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে তা একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে দেখানো হবে। 'এগিয়ে বাংলা' নামে ওই রিয়েলিটি শো'য়ের সঞ্চালনা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দপ্তর সূত্রে খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কত টাকা পারিশ্রমিক নেবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। হয়নি সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তিও। দপ্তরের এক কর্তা বলেন, চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করার আগে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। মজার বিষয়, কিছুই যেখানে চূড়ান্ত হয়নি, সেখানে গেম শো'য়ের শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ শ্রীকান্ত মোহতার স্টুডিওয়। কোন জাদুকাঠিতে এমন হচ্ছে, তার অবশ্য কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে জানার জন্য দপ্তরের প্রধান সচিব রাজীব সিনহাকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি তা ধরেননি।

দপ্তর সূত্রে খবর, ওই গেম শো'য়ের বিজেতাকে দেওয়া হবে পাঁচ কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। প্রশ্ন উঠছে এখানেই। যেখানে উদ্যোগ তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার জন্য দপ্তরের নির্দিষ্ট পরিকাঠামো আছে এবং ফান্ড থেকে একাধিক ব্যক্তি টাকা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, সেখানে আলাদা করে কেন কোটি কোটি টাকা খরচ করার দরকার পড়ল সরকারের? নুন আনতে পান্তা ফুরানো সরকার কি তবে এখানেও পাইয়ে দেওয়ার খেলায় মেতেছে? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

—সৌহৃদ্য বর্ধমান

FLAT FOR SALE IN SANTOSHPUR, MODERN PARK

ALL FOR ONLY 50 LACS
2 BHK Apartment
5 West Street Roda, Near Star Club, Modern Park, Santoshpur, Kolkata
₹ 50.0 Lacs
Shortlist

BUILT-UP AREA ABOUT 1000 SQ. FT ON FIRST FLOOR

NORTH EAST OPEN, 2 BEDROOMS, 2 BATHROOMS INCLUDING COVERED SHOWER (ONE ATTACHED WITH ONE BEDROOM), BALCONY, CERAMIC TILE FLOORS AND MORE

PLEASE VISIT: WWW.HOUSING.COM/IN/BUY/PAGE/138708 :
CONTACT: KOLKATA – P.K.SENGUPTA, 94 7724 0336 & 70 5993 4717
USA: JOYSRI SARKAR, 504-246-4017 & 504-701-5724

মনি নাগ

মনিদা প্রথম থেকে বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের আজীবন সদস্য ছিলেন। উনার আত্মার শান্তি কামনা করি।

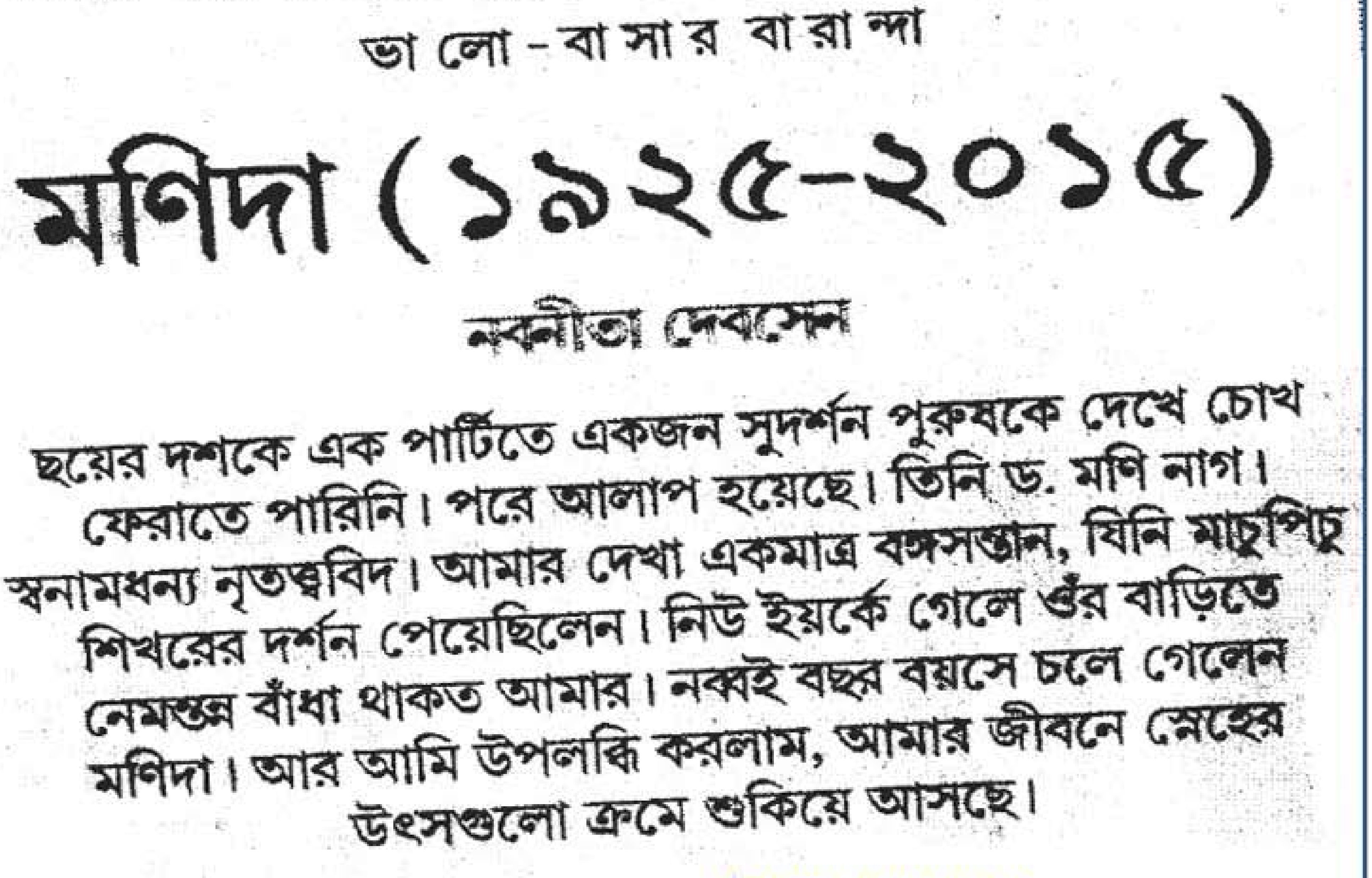

ভালো-বাসার বারান্দা

মণিদা (১৯২৫-২০১৫)

নবনীতা দেবসেন

ছয়ের দশকে এক পার্টিতে একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখে চোখ ফেরাতে পারিনি। পরে আলাপ হয়েছে। তিনি ড. মণি নাগ। স্বনামধন্য নৃতত্ত্ববিদ। আমার দেখা একমাত্র বঙ্গসন্তান, যিনি মাচুপিচু শিখরের দর্শন পেয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কে গেলে ওঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন বাঁধা থাকত আমার। নব্বই বছর বয়সে চলে গেলেন মণিদা। আর আমি উপলব্ধি করলাম, আমার জীবনে স্নেহের উৎসগুলো ক্রমে শুকিয়ে আসছে।

Dr. Moni Nag is an Adjunct Professor of Anthropology at Columbia University, New York. Born in India, he received Master's degree in Statistics from the University of Calcutta in 1946 and Ph.D. in Anthropology from Yale University. Starting his career in the Indian Statistical Institute, he worked for a few years in Anthropological Survey of India and joined the Department of Anthropology at Columbia university in 1966.

Dr. Nag is well known for his studies in human sexuality and has published several books on the subject.

36th North American Bengali Conference 2016

in the Theater at Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

REGISTRATION FORM - STANDARD

Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*
Address Line 1*			
Address Line 2			
City*	State*	Zip*	Country
Phone*	Email*		
Did you attend NABC before? ☐ Yes ☐ No	Organization that requested you to register		

A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

With Sunday Superstar Program @ MSG ☐			Without Sunday Superstar Program @ MSG ☐		
☐ Student $130,	☐ Individual $150,	☐ Couple $275,	☐ Student $100,	☐ Individual $125,	☐ Couple $220,
☐ Family with 1 child $310,	☐ Family with 2 child $330,	☐ Family with 3 child $350	☐ Family with 1 child $250,	☐ Family with 2 child $260,	☐ Family with 3 child $270

B. Family Information

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name
First Child Name	Age	Second Child Name	Age
Third Child Name	Age		

C. Extended Family Information (Add individual rate for each) Number of additonal adult

First Individual Name	Age	Second Individual Name	Age
Third Individual Name	Age	Fourth Individual Name	Age

Payment Method (Select one payment method) (sum of boxes A + C) Total Amount $

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard

Mail the Registration to:
Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:

Account Number:____________________ ccv:________ Exp. Date:____/____

Account Holder Name:____________________

☐ I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card

Authorized Signature: Date:

Terms and Conditions *

1) All children over 4 years must register with parents. 2) Children registering with parents should be 21 years of age or under. 3) Individuals who have registered as students, must show their student badges when checking in at the conference. 4) There will be a $35 charge for Returned Check. 5) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2016 with a 25% administration fee, refunds cannot be processed after 1st May, 2016. 6) Higher rates for "walk-in" Registration. 7) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: Date:

Official Use Only - **Confirmation Number:** **Processed By:** **Date:**

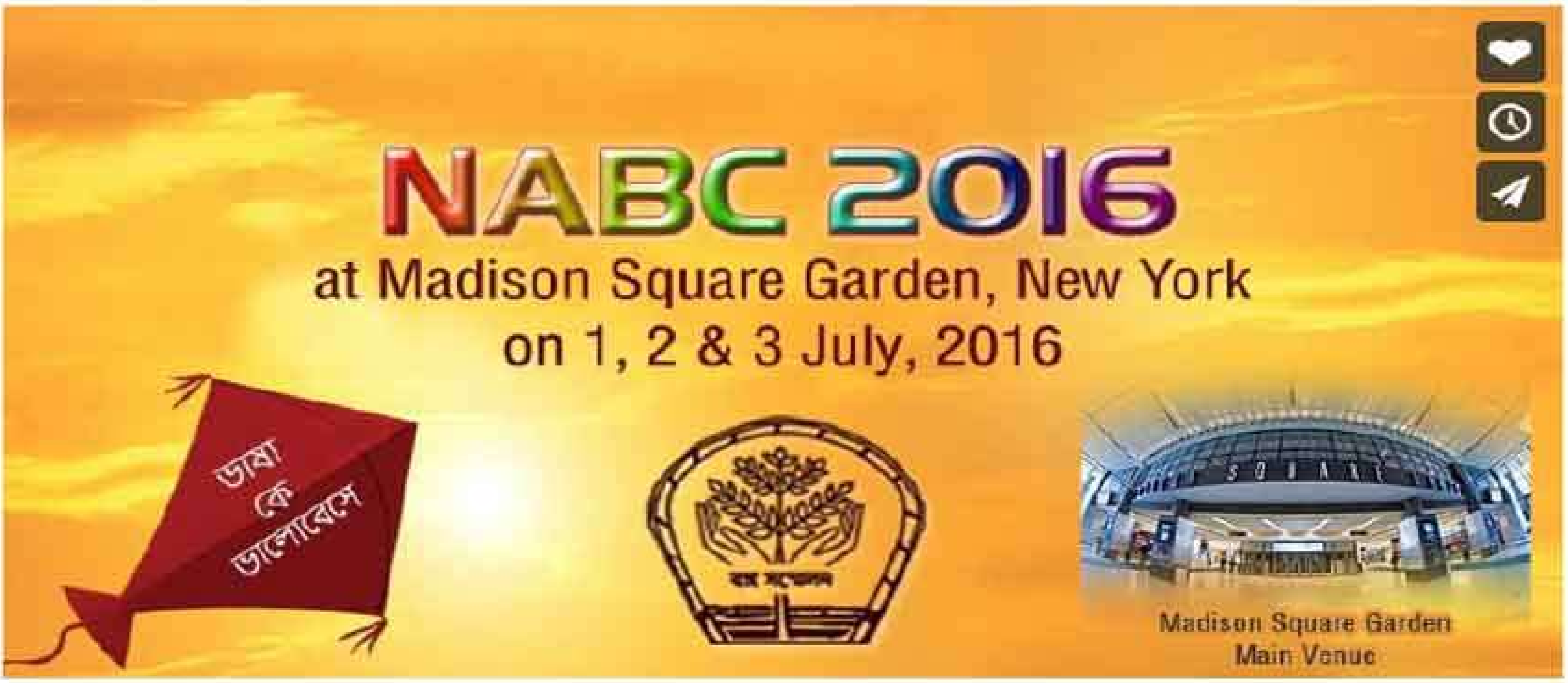
NABC 2016
at Madison Square Garden, New York
on 1, 2 & 3 July, 2016
ভাষা কে ভালোবেসে
বঙ্গ সম্মেলন
Madison Square Garden
Main Venue

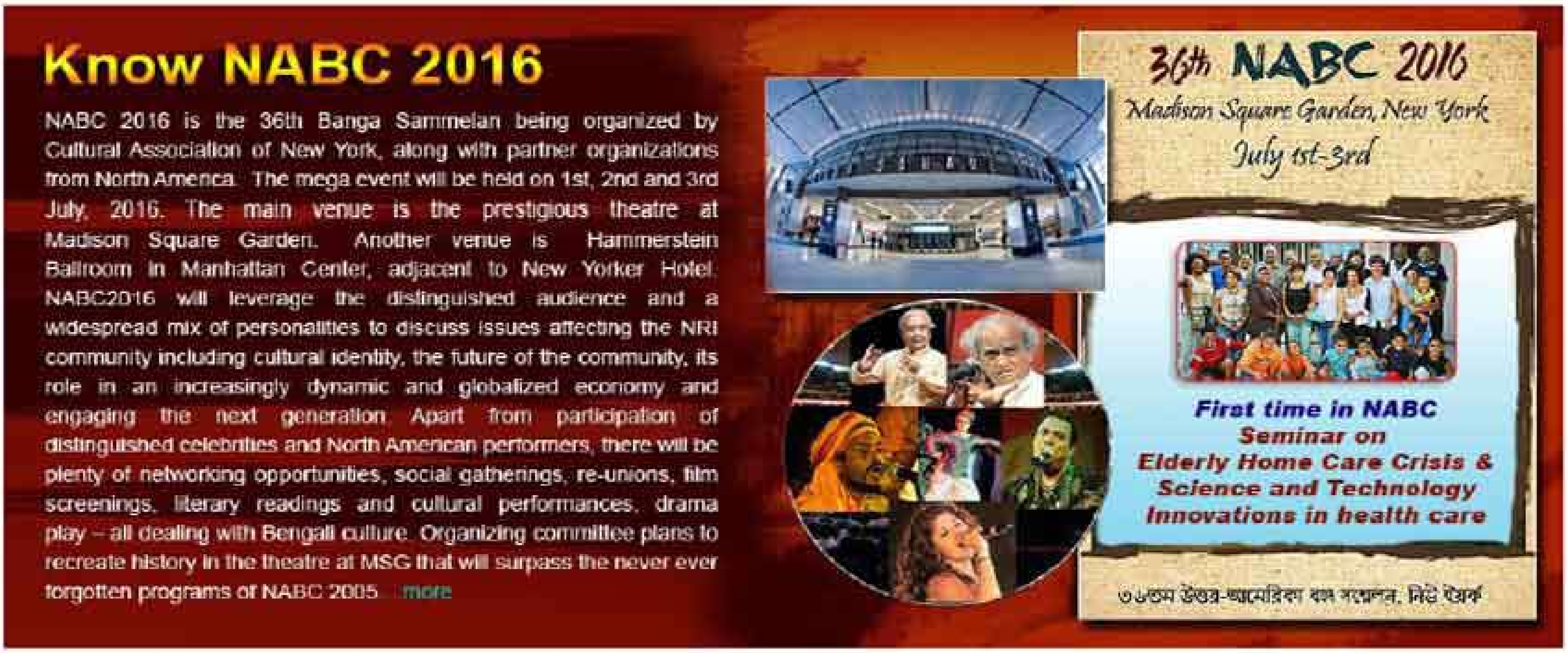

Know NABC 2016

NABC 2016 is the 36th Banga Sammelan being organized by Cultural Association of New York, along with partner organizations from North America. The mega event will be held on 1st, 2nd and 3rd July, 2016. The main venue is the prestigious theatre at Madison Square Garden. Another venue is Hammerstein Ballroom in Manhattan Center, adjacent to New Yorker Hotel. NABC2016 will leverage the distinguished audience and a widespread mix of personalities to discuss issues affecting the NRI community including cultural identity, the future of the community, its role in an increasingly dynamic and globalized economy and engaging the next generation. Apart from participation of distinguished celebrities and North American performers, there will be plenty of networking opportunities, social gatherings, re-unions, film screenings, literary readings and cultural performances, drama play – all dealing with Bengali culture. Organizing committee plans to recreate history in the theatre at MSG that will surpass the never ever forgotten programs of NABC 2005... more

36th NABC 2016
Madison Square Garden, New York
July 1st-3rd
First time in NABC
Seminar on
Elderly Home Care Crisis &
Science and Technology
Innovations in health care
৩৬তম উত্তর-আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন, নিউ ইয়র্ক

Sunidhi Chauhan's Message to NABC 2016 fans
Visit website: www.NABC2016.com

36th
Banga Sammelan

NABC 2016

Theater at the Madison Square Garden, New York, July 1- 3, 2016

৩৬ তম উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন, নিউ ইয়র্ক

Raya Bhattacharya
Earnie Watts
Manoj Mitra
Dohar Bangla Band
Kavita Krishnamurthy
Dr. L Subhramaniam
Arnab Banerjee
Soumili Biswas
Deborshee Bhattachajee
Kaushiki Chakrabarty
Shreya Guhathakurata
Ambi Subhramaniam
Pandit Birju Maharaj
Kartik Das Baul
Raghab Chatterjee
Sutapa Bandyopadhyay
Somlata
Laisa Ahmed Lisa
Sandipta Sen
Alokananda Roy
Special Appearance
Sunidhi Chauhan
Pandit Ulhas Kashalkar
Purbayan Chatterjee
Indrani Halder
Sukalyan Bhattacharya
Sujoy Prosad Chatterjee
Supratik Das

and Sa Re Ga Ma Pa 2015 – Singers and Musicians
and many more.....

SPECIAL ATTRACTIONS

DANCE DRAMA, DANCE THEATRE, PLAYS, FASHION SHOW, FILM FESTIVAL, LITERARY SEMINAR, NABC IDOL, ART EXHIBITIONS, ADDA & REUNION, BUSINESS FORUM, TRADE FAIR, NORTH AMERICAN PERFORMANCES

।। ভাষার জন্য ভালোবাসা ।।

www.nabc2016.com

www.facebook.com/northamericanbengaliconference

36th North American Bengali Conference 2016

Madison Square Garden, New York
1, 2 & 3 July, 2016
Organized by **Cultural Association of Bengal**
along with Partner Organizations
www.nabc2016.com

REGISTRATION FORM - DONOR

Personal Information (* fields are required) **PLEASE PRINT IN CAPITAL**

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*

Address Line 1*

Address Line 2

City*	State*	Zip*	Country

Phone*	Email*	Organization that requested you to register

A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

☐ **With Sunday Superstar Program @MSG - $2,000**

- Donor Badges (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- 3 nights Complimentary hotel
- Reserved Area Seating

☐ **Without Sunday Superstar Program @MSG - $1,800**

- Donor Badges (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- 3 nights Complimentary hotel
- Reserved Area Seating

B. Family Information

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name

First Child Name	Age	Second Child Name	Age

Payment Method (Select one payment method)

Total Amount $

☐ Check (payable to: Cultural Association of Bengal)

☐ Visa

☐ Mastercard

Hotel Selection: Check-In ___/___/ 2016 Check-Out ___/___/ 2016

Number of Rooms: __________ Total number of Guests: __________

☐ The New Yorker ☐ Affinia

Note: Hotel charges will be charged separately from Registration amount.

Mail the Registration to:

Chitta Saha
4 Entrance Way
Purdys, NY 10578
914-519-8171
chittasaha1943@gmail.com

Checks payable to : Cultural Association of Bengal
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:

Account Number:______________________ ccv:________ Exp. Date:____/____

Account Holder Name:______________________________________

I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card

Authorized Signature: Date:

Terms and Conditions *

1) No forms will be accepted unless signed and dated. 2) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2016 (less $35 admin charge). No refunds request will be accepted after 1st May, 2016. 3) There will be a $35 charge for Returned Check. 4) For all registration questions please email to: nabc.reg.indiv@gmail.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: Date:

Official Use Only - **Confirmation Number:** **Processed By:** **Date:**

অন্যরকম ফেরিওয়ালা

বিশেষ নিবন্ধ

হারাধন চৌধুরী

কোন মা রত্নগর্ভা বা তাঁর ছেলে বা মেয়ের আপাত সফল জীবন দেখে বিচার করাটা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়— আরও একবার তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এক 'তুচ্ছ' ব্যক্তি তাঁর অসামান্য এক অবদানের মাধ্যমে। তিনি সুধীরচন্দ্র কোরা, পূর্ব মেদিনীপুরে সুতাহাটার অখ্যাত গ্রাম জয়নগরের বাসিন্দা। তাঁকে 'সামান্য' মানুষের তালিকায় রাখতেও এই সমাজের অনেকের আপত্তি হতে পারে কারণ, সুধীরবাবুর পেশা নানাবিধ জিনিসপত্র ফেরি করে বিক্রি করা। তিনি এই দেশের অগণিত ফেরিওয়ালার একজন। যাঁদের সম্মান করে কথা বলাটি এই সমাজের মজ্জায় নেই বরং, এইসব লোককে নিয়ে এই সমাজ যথেষ্ট বিরক্ত। প্রমাণ, জীবিকার তাগিদে ট্রেনে বাসে রাস্তায় এঁদের বিচরণ অনেক ভদ্রসন্তানের কাছে যেন সুস্বাদু খাবারের ভিতরে অবস্থিত হাড় বিশেষ। স্থান ও কাল বিশেষে এঁদেরকে ছিঁচকে সন্দেহের চোখেও দেখা হয়। গুজবের মরশুমে এঁরা 'ছেলেধরা' কিংবা অন্যকিছু অপবাদে 'সিকিউরিটি থ্রেট' হিসাবেও বিবেচিত হন।

সুধীরবাবু এমনই মানুষের একজন।

মানুষটি শুধু ফেরিওয়ালা হলে অবশ্য অন্যকথা ছিল। যেমন ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ি, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা স্বপ্নের ঝাঁকা মাথায় আজ দিগ্বিদিক পরিভ্রমণে ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ফেরি করে কার্যোদ্ধারটাই এঁদের মোক্ষ। কী ফেরি হল আর মানুষ কী পেল শেষমেশ— তার তুলনামূলক বিচার এঁদের স্পর্শ করে না। কারণ, এঁদের টানাটানি করার জন্য কোনও ক্রেতা সুরক্ষা আদালত নেই। তাই গরিবি হটাও না গরিব হটাও, ফিল গুড কে করল, মেরা ভারত কোন দিক দিয়ে মহান হল, আচ্ছে দিন আসবে কাদের জন্য আসছে, পশ্চিম বাংলায় বদলটা বাস্তবে কাদের হচ্ছে — এসব গাদাগুচ্ছের প্রশ্নের জবাব শুধু ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে পাওয়াই গেল না। ভবিষ্যতেও যে পাওয়া যাবে — এমন দুরাশা কেউ করেন না।

কিন্তু, কী এমন কাজ সুধীরচন্দ্র কোরা করেছেন, যার জন্য সেটিকে 'অসামান্য অবদান' গণ্য করতে হচ্ছে? আর কেনই বা 'রত্নগর্ভা' মানতে হচ্ছে এমন একজন ফেরিওয়ালার মাকে! এখানে নতুন কোনও তথ্য নেই। 'বর্তমান' সহ একাধিক সংবাদপত্রের পাঠক ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন — সুধীরবাবু তাঁর সারা জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় সম্প্রতি এক মহৎ কর্মে দান করে যার-পর-নাই তৃপ্ত হয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর জীবনের বিরাট স্বপ্নপূরণ হয়েছে বলেও বলছেন তিনি। 'মাননীয়' ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর তফাতটা হল— তিনি জীবনভর ফেরি করেছেন কিছু পার্থিব বস্তু, আর দেখে গিয়েছেন বিরাট স্বপ্ন তাঁর স্বপ্ন অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের উদরপূর্তি কিংবা নিজের কেরিয়ার গড়া নয়। তাঁর স্বপ্ন সর্বদিক থেকে বঞ্চিত কিছু মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। ফেরি করে যে দু-পয়সা তাঁর উপায় হয়, তার থেকে কিছুটা এক জায়গায় করেই তিনি সেই স্বপ্নপূরণের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন নীরবে।

সুধীরবাবু আড়াই লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন সুতাহাটার চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ মহারাজের হাতে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুশো প্রতিবন্ধী ছেলে পড়াশুনো করে। তাদের সকলেই দৃষ্টিশক্তিহীন। সুধীরবাবু চান, তাঁর এই দান থেকে এই বিদ্যায়তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কিছু অর্থ ব্যয়িত হবে অনাথ গরিব শিশুদের শিক্ষার জন্য আর সেটি করা হবে তাঁর স্বর্গত পিতৃদেব শশিভূষণ কোরা ও মাতৃদেবী কিরণময়ী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থে। এজন্য কোনও ব্যাংকে ওই আড়াই লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে রেখে একটি তহবিল গড়া হবে। তার উপর সারা বছরে যে সুদ অর্জিত হবে, ব্যয় করা হবে সেটাই।

ভেবে দেখার মতো বিষয় হল, আজকের বাজারদরেও টাকার অঙ্কটি হেলাফেলার নয়। কোনও কোটিপতিও এতগুলি টাকা 'জলে ফেলে দিতে' হঠাৎ রাজি হবে না। সেখানে টাকাগুলি এমন একজনের কাছ থেকে এসেছে— যাঁকে প্রতিটি কানাকড়িও জোগাড় করতে হয়েছে মাথার ঘাম ফেলে, কত 'ভদ্রলোকের' গালমন্দ উপেক্ষা সহ্য করে। তার উপর রয়েছে গরিবদের প্রতি চির উদাসীন ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে মোকাবিলা করে তিলে তিলে এতগুলি টাকা এক জায়গায় করার সাহস সংযম ও ধৈর্য।

সঞ্চয় না হয় হল। দান করার জন্য নিজের মনও না হয় প্রস্তুত। তাই বলে এতগুলি টাকা দান করে দেওয়াটা মোটেই সহজ কর্ম নয়। সংসারের জাঁতাকলে পড়ে জীবনের বেশিরভাগ শখ আহ্লাদই তাঁর অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। বিয়ে হলে পরেই আমরা কাউকে 'সংসারী' হয়েছে বলে সার্টিফিকেট দিই। সুধীরবাবু সেই অর্থে সংসারী হতে পারেননি। অথচ সংসারের জন্য তাঁকে অনেক কিছুই করতে হয়েছে। স্ত্রী সন্তানাদি ছাড়াই ওইসব দায় দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে পালন করেছেন বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু, সংসারের নিয়ম হল, কেউ কিছু পেতে অভ্যস্ত হলে প্রাপ্তিতেই তার অধিকার জন্মে যায়। আর যিনি মুখ বুজে দিতে থাকেন, হারিয়ে যায় কোনও এক সময়েও তাঁর না-দেওয়ার অধিকারটুকু। সম্ভবত, সুধীরবাবুকেও এই অপ্রিয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তাঁর এই দানে সুধীরবাবুর বাড়ির সদস্যদের কোনও সমর্থন ছিল না। এতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অনুমান করা যায়, আশাহতও হয়েছেন কেউ কেউ।

অর্থাৎ, সুধীরবাবু জিতেছেন ঘরে বাইরে এক সাংঘাতিক লড়াই করে। আর এমন এক যুদ্ধ তিনি করেছেন, ৯৩ বছর বয়সে এসে! ভাবা যায়! মানুষটি আসলে কী— এই ধাঁধার উত্তর জানার জন্য এই সমাজকে তিনি সময় দিয়েছেন ৯৩ বছর! তাঁর মাতৃদেবী কিরণময়ী দেবী কতকাল আগে গত হয়েছেন জানা নেই। সেই নারী সত্যিই মহীয়সী; তিনি আক্ষরিক অর্থেই রত্নগর্ভা— এর প্রমাণ পেতেও দেরি হয়েছে। তাঁর পিতৃদেব শশিভূষণবাবুও একজন পুণ্যাত্মা পুরুষ, তিনি অবশ্যই এক সার্থক পিতা।

ব্যাপারটি মানতে যদি কারও কষ্ট হয়, তবে হাতে গরম কয়েকটি চরিত্রের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ঘোরাতে অনুরোধ করব— যেমন 'মহাপুরুষ' সারদা, রোজভ্যালি, আইকোর, এমপিএস, টাওয়ার প্রভৃতি কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে শ্রীঘর আলোকিত করেছেন। তার আগে ত্রিফলা বাতি, স্কুল শিক্ষক নিয়োগ, গোহাচুর, বীজ, আলু, রেশন, কেরোসিন ল্যাম্প, আলিপুর ট্রেজারি, ভুসি কত যে কেলেঙ্কারি হয়েছে—ছোট ছোট মাথায় তার হিসাব কে রাখে! দেশের অন্য সকল রাজ্য এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের সরকার বাহাদুর যে দুর্গন্ধ ছেড়েছেন — তা সবচেয়ে দামি বিলাসি সুগন্ধি প্রয়োগেও দেশবাসীর গা থেকে দূর করা যায়নি।

অথচ এসব ঘটনায় নয়ছয় হয়েছে দেশবাসীরই মেহনতের অর্থ। তাতে শ্রীঘরের কোনও পুরানো বাসিন্দা কিংবা হবু বাসিন্দার কোনও দাবি থাকার কথা নয়। তবু, তাঁরা দেশবাসীর টাকায় বাবুয়ানা বিবিয়ানি করেছেন, পুত্র কন্যা নাতি নাতনি এবং তস্য তস্যদের ভবিষ্যৎ গড়ার পরিকল্পনা করেছেন আপন খেয়ালে। একবার ভাবুন তো, ওইসব 'মহাত্মা'দের বাবা-মায়ের মনের অবস্থাটা! তাঁরা কি একবারও ভাবছেন না — কী কুক্ষণেই জন্ম দিয়েছিলাম; কী মরতে যে পেটে ধরেছিলাম! এইসব সন্তানকে দিয়ে কোনও [illegible] পূর্ণ হতে পারে না — তাতে 'মা' শব্দটি যত জোরেই শোনাক।

সুধীরচন্দ্র কোরা সংখ্যালঘু অবশ্যই। কিন্তু, কোনওভাবেই একা নন। কমবেশি তাঁর মতো নজির এই সমাজ অতীতেও কিছু পেয়েছে। এই সব আত্মত্যাগ স্বার্থগন্ধশূন্য দানধ্যানের ঘটনার কিয়দংশ সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিতও হয়েছে। তবু সেসবের প্রভাব সমাজের বিশেষ একটা পড়েনি। তাছাড়া, এইরকম নীরব সেবকদের কাঁধে জয়ঢাক দূরে থাক, হাতে একটি ক্লিং ক্লিং বেল-ও যে দুর্লভ। ফলে, তাঁরা কখনওই 'বিশিষ্ট সমাজসেবী' হয়ে উঠতে পারেন না— যেমনটি হয়ে থাকেন ভোট-ডাকাতরা।

'বিশিষ্ট সমাজসেবী'রা যদি একটি বারও এঁদের দানের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারতেন— তবে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তোলার এত রকমারি আয়োজন করতেন না। যেমন বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরি গাদা গাদা হোর্ডিংয়ে রাজ্য ছেয়ে গিয়েছে— মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, অমুক বিধায়ক কিংবা কাউন্সিলারের উদ্যোগে এই বাতি স্তম্ভটি নির্মিত হল। অথবা, মাননীয় বিধায়ক / সাংসদ শ্রী অমুকের বিধায়ক / সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে এই অ্যাম্বুলেন্সটি প্রদত্ত হল।

এই সমস্ত দাবির কথায় চোখ রাখলে প্রথমেই বিভ্রান্ত হতে হয় যে — সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলার, এমএলএ কিংবা এমপি তাঁদের রক্ত জল করা টাকা অকাতরে দান করে চলেছেন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের ব্রত নিয়ে। চেপে যাওয়া হয় আসলটা। টাকাগুলির উৎস যে দেশবাসী তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ থাকে কি বিন্দুমাত্র? না। রাজনীতির ফড়েরা মনোনিবেশ করেছেন দেশবাসীর টাকায় ফোকটে যেচে সেলাম নেওয়ার মহোৎসবে। এই গোত্রের কিছু মানুষের জন্যই 'সমাজসেবা' কথাটি এখন প্রায়শ বিপরীতার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুধীরবাবুদের দেহ মন প্রাণ কোন ধাতুতে গড়া — তা একটিবারও উপলব্ধি করতে পারলে এই বঙ্গদেশ কিংবা ভারতকে এত কলঙ্কচিহ্ন বয়ে বেড়াতে হত না। আমাদের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত হতে পারত— 'মেরা ভারত মহান' কিংবা 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' বাক্যগুলি।

—সৌজন্যে বর্তমান

মন্ত্রীর সেই 'ভাল ছেলে'ই এখন গুপ্তচর

শুভাশিস ঘটক

মাস পাঁচেক আগের কথা। গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল তখন চরমে। বিরোধ মেটাতে খিদিরপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে আসতে হয়েছিল রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীকে। সেই সভাতেই সবার সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী এক গোষ্ঠীর নেতার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ''আমি একে চিনি। ও খুব ভাল ছেলে।''

মন্ত্রীর প্রশংসা পেয়ে এলাকায় ছাত্র রাজনীতির মাথা হয়ে ওঠা সেই 'ভাল ছেলে' আসফাক আনসারির বিরুদ্ধেই দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বহু গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পাক গুপ্তচর সন্দেহে তাকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। শুধু আসফাক নয়, পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তার বাবা তথা এলাকার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের অন্যতম নেতা ইরশাদ এবং মামা মহম্মদ জাহাঙ্গিরকেও। আর এই গ্রেফতারের পর থেকেই তৃণমূলের ছোট-বড় সব নেতা এই পরিবারটির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন! সে দিন আসফাকের কাঁধে হাত রেখে যে মন্ত্রী তাকে 'ভাল ছেলে'র তকমা দিয়েছিলেন, তিনি এখন এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্যই করতে চাইছেন না!

একইভাবে আসফাককে নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি অশোক রুদ্রও। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাংশ জানিয়েছেন, আসফাক হরিমোহন ঘোষ কলেজে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অশোকবাবুর যথেষ্ট কাছের লোক বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু আসফাক গ্রেফতার হওয়ার পরেই দেখা গেল, তাকে রাতারাতি দল থেকে বহিষ্কৃত বলে দেগে দিয়েছেন অশোকবাবু! শুধু অশোকবাবু নন, আসফাককে 'বহিষ্কৃত' বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সহ-সভাপতি তথা ১৫ নম্বর বরো চেয়ারম্যান রঞ্জিত শীলও। কিন্তু এই 'বহিষ্কার' নিয়েই এ দিন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার তৃণমূল নেতাদের একাংশ। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ''দলের মধ্যে থেকেও আমরা কখনও জানতে পারিনি যে আসফাককে বহিষ্কার করা হয়েছে! ছাত্র তৃণমূলের নেতা হিসেবে রোজই কলেজে যেত আসফাক। বসত ছাত্র সংসদের ঘরেই। এখন দায়ে পড়ে বলা হচ্ছে দু'মাস আগে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে!''

দলের একাংশের এই অভিযোগ নিয়ে এ দিন প্রশ্ন করা হলে অশোকবাবু বলেন, ''দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েও তো ও কলেজে আসতেই পারে। কলেজের ছাত্র কলেজে আসবে না!'' অর্থাৎ, অশোকবাবুর বক্তব্য, কলেজে আসফাক আসত পড়াশোনা করতে। কিন্তু এ দিন কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল আচার্য জানিয়েছেন, গত অক্টোবর মাসেই আসফাক চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, বাবা অসুস্থ বলে সে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। নির্মলবাবু বলেন, ''আমি ওর চিঠি গ্রহণ করেছিলাম। তৃতীয় বর্ষে একদিনও ক্লাস করেনি ওই ছেলেটি।'' কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এক ছোট মাপের নেতার কথায়, ''ইউনিয়নের ঘরে বসেই দাদাগিরি চালাত আসফাক! কোনও দিন ক্লাস করত না!''

স্থানীয় সূত্রের খবর, এই 'দাদাগিরি' করেই হরিমোহন ঘোষ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মাথা হয়ে উঠেছিল আসফাক। মাস দশেক আগে ওই কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আসফাক এবং স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ইস্তাক আনসারি ওরফে বাপ্পার দাপটে বিরোধী দলের কেউ মনোনয়নপত্রই জমা দিতে পারেননি! বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে প্রথমে ওই ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন বাপ্পা। কিন্তু আসফাকের দাপটে বেশি দিন সেই পদে থাকতে পারেননি তিনি। রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর কাছের লোক এবং 'ভাল ছেলে'র তকমা পেয়ে মাস পাঁচেক আগে আসফাকই হয়ে ওঠে ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। এলাকার এক তৃণমূল নেতার কথায়, ''রাজ্যের এক বড় মন্ত্রী কাঁধে হাত রেখে 'ভাল ছেলে'র সার্টিফিকেট দিচ্ছে, এটা দেখা পরেও আসফাকের বিরোধিতা করবে, এমন সাহস কার আছে! এর পর থেকে ও আরও বেপরোয়া হয়ে উঠে ও।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা কত ভয়ংকর তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ

বিশেষ নিবন্ধ

হিমাংশু সিংহ

গেরুয়া শিবির কোনওদিন এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসেনি। অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যপাট দখলের কোনও আশাও তাদের নেই। বিগত '৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি সৌধ ধ্বংস হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে কিংবা ১৮ মাস আগের ঐতিহাসিক লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মোদি হাওয়ায় গেরুয়া পার্টির ভোট কয়েক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র তার বেশি এ রাজ্যে বিজেপি খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। ওইটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাজপেয়ি-আদবানির উত্তরসূরিদের। ফলে, নিন্দুকেরা যাই বলুক, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রকোপ তেমন করে গ্রাস করতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গকে। উগ্রপন্থীরা দূর থেকেই তির শানিয়েছে, কোনও দিন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আজ যখন গোটা দেশ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত তখন পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, শাসক ও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের মারামারি, সংঘর্ষ নিয়ে কেউ তেমন করে মুখ খুলছে না কেন?

যদি প্রশ্ন করি, বিগত চার দশক কিংবা তারও আগের রাজ্য-রাজনীতি কি পুরোপুরি অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত ছিল? সিপিএমের আমলে প্রত্যন্ত গ্রামগুলি ছিল লাল পার্টির মুক্তাঞ্চল। সেখানে মাছি গলাতেও স্থানীয় পার্টি অফিসের অনুমতি লাগত। পুলিশ ও প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ছড়ি ঘোরাত স্থানীয় নেতারা। দিনের পর দিন রিগিং, বুথ দখল, হার্মাদের দৌলতে ক্ষমতায় টিকে থাকাটাকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল বাম নেতারা। আর আজ তৃণমূল শাসনের সাড়ে চারবছর পর দিকে দিকে বিরোধীদের একইভাবে কোণঠাসা হতে দেখে সেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই আজ আবার খুব বড় হয়ে সামনে আসছে, এ রাজ্যে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার এই ভয়ঙ্কর রূপ কেন প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে আমাদের। বিগত সাড়ে তিন দশকের হার্মাদবাজ, বাইক বাহিনীর একচেটিয়া সন্ত্রাস কায়েম করা সিপিএম আজ নিজেই গ্রামে গ্রামে দলের ক্ষীয়মাণ অস্তিত্বের জানান দিতে গিয়ে পদে পদে শাসক দলের অসহিষ্ণুতা ও আগ্রাসী মনোভাবের শিকার। জাঠা কর্মসূচির নামে নারায়ণগড়ে কয়েকদিন আগে বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর মিছিল করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়া কিংবা একদা বামেদের গড় ময়ূরেশ্বরে প্রাক্তন বিধায়ক ধীরেন লেটকে মেরে রক্তাক্ত করে কান ধরিয়ে সিপিএম না করার শপথ নিতে বাধ্য করা কোন রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার লক্ষণ? কিংবা, তারকেশ্বরে জোনাল অফিসে হামলা করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া কি কোনও সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ? এই রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতারই বা শেষ কোথায়?

আসলে সাড়ে তিন দশক ধরে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট অত্যন্ত সুচারুরূপে মাথা খাটিয়ে অর্থাৎ ভদ্রতার মোড়কে এই রাজ্যকে বারে বারে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতিকেই উপহার দিয়েছে। যার অক্ষম অনুসরণ করছে তৃণমূলের নিচুতলার কর্মী-নেতারা। ফলে, রাজ্যের দিকে দিকে বিরোধীরা সাড়ে চার বছর পর যেই একটু মাথা তোলার চেষ্টা করছে অমনি তাদের ওপর একইভাবে অসহিষ্ণুতার খাঁড়া নামিয়ে আনছে শাসক তৃণমূল। সিপিএম আমলে বিরোধী দল করলেই আরামবাগ, তারকেশ্বর, গোঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকা এমনকী উত্তর ২৪ পরগনারও বহু অঞ্চলে বিরোধীদের কপালে জুটত মার, পরিবারের ওপর নেমে আসত অকথ্য অত্যাচার, বাড়ি-ঘর ভাঙচুর হত নির্বিবাদে। এমনকী ধানের গোলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া, হাতের কবজি কেটে নেওয়া, এসবই ছিল সেদিন দস্তুর। সিপিএমের সেইসব নেতা-কর্মী, যাদের নামে একদিন বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত, এখন যখন ক্ষীয়মাণ শক্তি নিয়ে পরিবর্তনের জমানায় মিছিলে হাঁটছে, তখন একইভাবে আজকের শাসকের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে আসছে। আজকের শাসকও ভুলে যাচ্ছে পাঁচ বছর আগে বা পরে তাকেও একদিন ক্ষমতা হারিয়ে সাধারণ এলেবেলে হয়ে যেতে হবে। বেঁচে থাকলে ওই ধাপেই থাকতে হবে। আর এই উপলব্ধিটা নেই বলেই ক্রমাগত রাজ্য-রাজনীতি, প্রতিহিংসা ও পালটা মারের নোংরা খেলায় নষ্ট হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এরকম চললে শিল্পায়ন, উন্নয়ন সবই যে কথার কথা হয়েই থাকবে, রাজ্যটা যে অন্ধকারে ডুবে যাবে তা বলাই বাহুল্য। অম্বিকেশ মহাপাত্র বা শিলাদিত্য চৌধুরি এই আমলের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতারই অন্য নাম। সিপিএমের আমলেও এমন ভূরি ভূরি অসহিষ্ণুতার নিদর্শন ছিল। তাই আজ যখন নারায়ণগড় থেকে ময়ূরেশ্বর কিংবা তারকেশ্বরে সিপিএমের নেতা-কর্মী-প্রাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদের রক্তাক্ত হওয়ার, কান মোলার টাটকা ছবি সংবাদ-মাধ্যমে ছাপা হচ্ছে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে সহানুভূতির কোথাও যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছে। ওই সহানুভূতি ও জনসমর্থন অর্জন করতে বাম দলগুলিকে আরও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতেই হবে।

আপাতত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু বুঝে গিয়েছেন যে, বিহার ভোটের পর জাতীয় স্তরে এই মুহূর্তে সার্বিক ফলপ্রসূ একটি মোদি বিরোধী জোটগড়ার জন্য সমস্ত অবিজেপি দলগুলি মরিয়া। তাই তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আরও বেশি করে লালু, নীতীশ, কেজরিওয়াল ও সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেসকে পাশে পেতে চাইছেন। একথা ঠিক আগামী ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে যদি সমস্ত তৃণমূল বিরোধী দল একজোট হতে পারে তাহলে, শতাংশের হিসেবেই শাসক দলের একটা বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনও অঙ্কেই কি তা হওয়া সম্ভব? মনে রাখতে হবে বিহারে মহাজোটে বামদলগুলি কিন্তু অংশ নেয়নি। আলাদা লড়েছে। তাই আজ বামেদের প্রয়োজনে লালু, নীতীশ বা কংগ্রেস কতটা উদার হবে তা একটা বড় প্রশ্ন। ইউপিএ থেকে কারাতদের সমর্থন তুলে নেওয়া ও সোমনাথবাবুকে অসম্মান করার স্মৃতিও ভোলার নয়। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে তৃণমূল বিরোধী প্রধান তিন শক্তি সিপিএম তথা বামফ্রন্ট, বিজেপি এবং কংগ্রেসকে বিভক্ত রাখতে পারলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেল্লা ফতে। তৃণমূল বিরোধী ভোট তিন ভাগ হবে। কোনওরকম রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া চতুর্মুখী লড়াইয়ে আগামী ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের জয়লাভ যে সুনিশ্চিত তা বোধকরি সিপিএম ও বিজেপি'র অতি বড় সমর্থকরাও আজ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। সেই কারণেই পাটনায় নীতীশ কুমারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যেমন মুখ্যমন্ত্রী ছুটে যাচ্ছেন, তেমনি আগামী জানুয়ারি মাসে রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে কলকাতায় যে বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানেও লালু-নীতীশ-কেজরিওয়ালসহ এক ঝাঁক মোদি-বিরোধী অ-বিজেপি দলের নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেডারেল ফ্রন্টের আড়ালে একটি সার্বিক জোট গড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে যাত্রায় তাঁর সেই উদ্যোগ খুব বেশি দাগ কাটতে পারেনি। ১৮ মাস আগের সেই লোকসভা নির্বাচনে মোদি-ঝড়ে দেশের সব প্রান্তের আঞ্চলিক দলগুলি যখন মুখ থুবড়ে পড়ে তখন একই সঙ্গে জোট রাজনীতিরও শেষের করুণ বাজনা বেজে ওঠে। আজ ১৮ মাস পর নানা কারণে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির জনপ্রিয়তা কোথায় যেন একটু টাল খেয়ে গিয়েছে। অর্থনীতির পাল্লা যত ভারী হচ্ছে ততই মোদি ম্যাজিকও দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর এ রাজ্যে রাহুল সিনহা ও বিজেপি'র অন্য নেতাদের মধ্যে নেতৃত্বের টানাপোড়েনে গেরুয়া হাওয়া ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছে। বহু বিজেপি নেতাকর্মী দল ছেড়ে ফের কংগ্রেস বা তৃণমূলে ফেরার অপেক্ষায়। এমনও শোনা যাচ্ছে, অনেকে মুকুল রায়ের প্রস্তাবিত নতুন দলে যোগদানের জন্য অপেক্ষা করছেন।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এ রাজ্যে বিজেপি'র পক্ষে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বড় কোনও ঝড় তোলা প্রায় অসম্ভব। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সিপিএম তথা বামফ্রন্টই এ রাজ্যে ফের প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিগত লোকসভা নির্বাচনেরআগের ব্রিগেডের ভরা জনসভা থেকে শিক্ষা নিয়ে সিপিএম এইটুকু বুঝেছে শুধু একটা বড় জনসভা করে আর নেতাদের নামিয়ে সংগঠনকে পুনরায় শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। একথা সম্যক উপলব্ধি করেই সূর্যকান্ত মিশ্র রাজ্যের গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র জাঠা তথা ঐক্যবদ্ধ মিছিল ও জনসভা করার ডাক দেন। এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, এখনও পর্যন্ত জাঠা কর্মসূচিতে ভালো সাড়াই পেয়েছেন বাম নেতৃত্ব। মার তো জুটেছে, কিন্তু তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা দীর্ঘদিন পর আবার নন্দীগ্রাম, কেশপুরের মতো জায়গাতেও সিপিএমের মিছিল। নুয়ে-পড়া সংগঠন ফের আড় ভাঙছে। তবে এই অভিনব কর্মসূচি বাম দলগুলিকে সত্যি ঘুরে দাঁড়ানোর অক্সিজেন জোগাতে সক্ষম হয় কি না তা সময়ই বলবে। তবে সিপিএম যাতে কোনওভাবেই কংগ্রেস বা অন্য কোনও বড় দলের সঙ্গে জোট বেঁধে শাসক তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে না পারে তা সুনিশ্চিত করাই এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাজ।

এজন্যই মোদি-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ার আড়ালে তিনি সুকৌশলে কংগ্রেসকে তার নিজের দিকে টানার পরিকল্পনা করছেন। আর কংগ্রেসের সামনেও যে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে ২০১৯ এর লোকসভা ভোট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা কে না জানে। মমতাকে পর্যুদস্ত করার চেয়েআগামী ২০১৯-এ দেশব্যাপী একটা সার্বিক জোট গড়ে তুলে নরেন্দ্র মোদিকে পালটা চ্যালেঞ্জ দেওয়াই যদি রাহুল-সোনিয়ার লক্ষ্য হয়, তাহলে মমতাকে চটাতে এখনই খুব বেশি রাজি হবেন না ১০ জনপথের বাসিন্দারা। তাই অধীর চৌধুরি, মানস ভুঁইএঁরা যতই গলার শিরা ফুলিয়ে মমতাকে বিরোধিতা করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গ মমতার দখলে থাকলে এবং লালু-নীতীশ-মমতা-মুলায়ম-মায়াবতীকে বিজেপি শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাভ যে হবেই সে হিসাব সোনিয়া-রাহুলের অজানা নয়। সেক্ষেত্রে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এ রাজ্যে বামেদের জোটবদ্ধ লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি অচিরেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। জাঠার নামে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দাঁড়িয়ে মমতা ও তাঁর তৃণমূলকে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা তাই আগামী এপ্রিল-মে মাসের ভোটে খুব একটা বড় ঝড় তুলতে পারবে বলে মনে হয় না। সেই কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত আপাতত বামেদের এই নয়া জাঠা-অ্যাডভেঞ্চারকে খুব একটা আমল না দিয়ে নীচের তলার কর্মী-নেতাদের উপর রাশ টানা। কারণ তৃণমূল বড় কোনও প্ররোচনায় পা না দিলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বড় ব্যবধানে মমতার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তবে যেই ক্ষমতায় আসুক, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার এই ধারাবাহিক সর্বনাশা ছায়া রাজ্যবাসীর কাছে মোটেই সুখকর হওয়ার নয়।

—সৌজন্যে বর্তমান

'বাংলায়' হানার ছক আইএসের

প্রথম পাতার পর

বিচারককে খুন করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সে দেশের আদালত জেএমবির প্রধান শেখ আবদুর রহমানসহ ছজনকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। জেএমবি প্রধানের ওই পাঁচ সহযোগীর মধ্যে ছিল জঙ্গি সংগঠনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাই। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে এনআইএ আধিকারিকরা জেনেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের লালগোলায় জেএমবি তার প্রথম যে শাখাটি তৈরি করেছিল, তার নেপথ্যে ছিল শেখ আবদুর রহমান। আর ২০০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে মুর্শিদাবাদে এসে টানা তিনমাস জেএমবির জঙ্গি-জেহাদি শিবির পরিচালনা করে গিয়েছিল বাংলাভাইও। এহেন আবদুর রহমানসহ তার সহযোগীদের ভূয়সী প্রশংসা করে আইএস বলছে, শরিয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বাংলার মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করার প্রশংসনীয় কাজ করছে জেএমবি।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের ঘুম ছুটেছে আইএস-এর এই বক্তব্যেই। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের যে চার্জশিট পেশ করেছিল এনআইএ, তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের কিছু অংশকে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের পরিকল্পনা নিয়েই খাগড়াগড়সহ অন্যত্র সংগঠিত হয়েছিল জেএমবি জঙ্গিরা। এখন বিশ্বত্রাস জঙ্গি সংগঠন আইএস তার অনলাইন ম্যাগাজিনে জেএমবি-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে একই দাবি করায় চিন্তা বেড়েছে গোয়েন্দাদের। তাঁরা বলছেন, জেএমবি প্রধান আবদুর রহমান ও তার যে সহযোগীদের ভূয়সী প্রশংসা করছে আইএস, তার মধ্যে রয়েছে সালাউদ্দিন ওরফে সালেহীন এবং জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমা মিজানও। জেএমবি-এর কুখ্যাত এই দুই জঙ্গিই খাগড়াগড়-কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। গোয়েন্দারা বলছেন, খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ও ধৃতদের জবানবন্দি থেকে স্পষ্ট হয়েছিল, শরিয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনই জেএমবি-এর অভীষ্ট লক্ষ্য। সিরিয়া ও ইরাক থেকে ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জেহাদের নামে যে অস্থিরতা তৈরি করেছে আইএস, তাতেও সেই লক্ষ্যেই কাজ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে খুন হয়েছেন এক ইতালিয় নাগরিক এবং এক জাপানি নাগরিক। হামলায় নিহত হয়েছেন এক পুলিশ কর্মী এবং জখম হয়েছেন এক ইতালিয় যাজক। এমনকী মহরমের মিছিল চলাকালীন ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু ও বেশ কয়েকজন জখমও হয়েছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল আইএস। বাংলাদেশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, তাদের দেশে আইএস-এর কোনও অস্তিত্ব নেই। ঢাকার সেই দাবিকে নস্যাৎ করে আইএস তাদের অনলাইন ম্যাগাজিনে আওয়ামি লিগ পরিচালিত বাংলাদেশ সরকারকে 'মুরতাদ' (ইসলাম থেকে সরে আসা) আখ্যা দিয়ে জানিয়েছে, একের পর এক সফল অভিযান সত্ত্বেও, আইএস সম্পর্কে এহেন মিথ্যা কথা বলে চলেছে তারা। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সরকার বুঝতে পারবে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওদেশে কতদূর পর্যন্ত শিকড় বিস্তৃত হয়েছে আমাদের। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত জেএমবি এবং সমমনোভাবাপন্ন মুজাহিদদের কুর্নিশ করছে আইএস।

—সৌজন্যে বর্তমান

সবিনয় নিবেদন

বুদ্ধিজীবী, না দুর্বুদ্ধিজীবী?

প্রদীপ্ত চ্যাটার্জি, কলকাতা

ইদানিং সংবাদপত্রগুলো খুললেই পড়তে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির মাত্র দেড় বছরের শাসনকালেই সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি শাসক দলের অত্যাচারে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কদর্য হস্তক্ষেপে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের নির্মম আক্রমণে আমাদের সাধের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদ নাকি চূড়ান্তভাবে আক্রান্ত। দেশের বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মতে এমন ঘোরতর অন্যায় ভারতবর্ষের বুকে অভূতপূর্ব। এইসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালের ভাগ্নি বিশিষ্ট সাহিত্যিক নয়নতারা সেহগালের দেখানো পথে শুরু হয়েছে লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্রকারদের পদক ফেরত দেওয়ার হিড়িক। নিজেদের শত শত হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও বিরোধীপক্ষের রাজনীতিকরা তো সামান্য সুযোগ পেলেই রাজনৈতিক ফায়দার লক্ষ্যে হৈ-হট্টগোল করবেন। কিন্তু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদেরও এই কুনাট্যে জড়িয়ে পড়াটা খুবই দুর্ভাগ্য।

নয়নতারাদেবী সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁর বোনপো রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের আমলে ১৯৮৬ সালে। এই কংগ্রেস সরকারের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনীর হাতে তার মাত্র বছর দুয়েক আগে ১ নভেম্বর ১৯৮৪-তে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় শুধুমাত্র দিল্লিতেই খুন হয়েছিলেন নিরপরাধ শিখ সম্প্রদায়ের তিন হাজার মানুষ। এমন চরম বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে তখনই তো তাঁর মতো অত্যন্ত প্রগতিশীল ও মানবদরদী লেখিকার পুরস্কার গ্রহণে নারাজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। আর নিলেনই যদি তাহলে হঠাৎ এতদিন পরে সেটা ফেরত দিলেনই বা কেন? প্রশ্ন জাগে, এটা বিহার নির্বাচনের একটা গেমপ্ল্যান নয় তো!

খবরে প্রকাশ, গত দেড় বছরে মুসলমান হত্যাসমেত দেশে যে ভয়াবহ অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে রোমিলা থাপার, কে এন পানিক্কর, ইরফান হাবিব, মৃদুলা মুখোপাধ্যায় সহ দেশের অতি বিশিষ্ট ৫৩ জন ইতিহাসবিদ এবং শর্মিলা ঠাকুর, শাহরুখ খান, শাবানা আজমি, জাভেদ আখতার সমেত চলচ্চিত্র জগতের বরেণ্য বিজ্ঞজনেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলি, উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে গোমাংস মজুত রাখার মিথ্যা অপবাদে মহম্মদ আখলাককে হত্যা করা যেমন অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা, তার থেকে কোনও অংশেই কম লজ্জাজনক নয় বেআইনি কসাইখানা বন্ধের দাবিতে আন্দোলনরত প্রশান্ত পূজারী ও বামন পূজারীর ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে খুন হওয়া— এই সরলসত্যটা যখন এই প্রগতিশীল মানবদরদী বুদ্ধিজীবীদের অতি উন্নতমানের মস্তিষ্কে কিছুতেই ঢোকে না তখনই তাঁদের উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ জাগে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে যেমন প্রত্যেক মানুষ নিজস্ব রুচি অনুযায়ী খাদ্যগ্রহণ করার অধিকারী ঠিক তেমনই মুসলমানপ্রধান মহল্লাতেও মানুষের সেই একই অধিকার থাকাটাই তো অতি যুক্তিসঙ্গত। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের গোমাংস ভক্ষণে কোনও বাধার সৃষ্টি হলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অতি জ্ঞানবান প্রগতিশীল মানুষজন প্রতিবাদে নেমে পড়েন যদিও গোমাংসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মহামান্য আদালত অথচ যখন মুসলমান প্রধান কাশ্মীরে 'বিশেষ নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মরত নাগা কর্মীরা তাদের অতি প্রিয় খাদ্য কুকুরের মাংস ভক্ষণ করায়, এটা মুসলমানদের কাছে 'হারাম' এই অজুহাতে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর উপত্যকা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলে এই প্রগতিশীল বুদ্ধিবাদীরা এই ব্যাপারে মৌন থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। সম্প্রতি ঘটে চলা নানান কর্মকাণ্ড দেখে সন্দেহ হয় গোমাংস নিয়ে এত ধুন্ধুমারকাণ্ডটিও বিহার নির্বাচনের রণচাতুর্যের অংশ নয় তো! যে রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা অনুষ্ঠান করে গোমাংস খেয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করছেন তাঁরা ধর্মতলার ওই একই জায়গায় অনুষ্ঠান করে শুয়োরের মাংস খেয়ে নিজেদের প্রগতিশীলতার একটু পরিচয় দিন দেখি! অনুষ্ঠানটি যেন ওই একই জায়গায় অর্থাৎ টিপু সুলতান মসজিদের সামনে উদযাপিত হয়।

সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলি, ১৭ মার্চ ১৯৭০ বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে [illegible] খুন হয়েছিলেন দুই ভাই মলয় সাঁই ও প্রণব সাঁই আর তাঁদের বাড়ির শিক্ষক জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় কারণ তাঁরা সিপিএমের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই ঘটনাটা মহামান্য থাপার আখতার বা আমজাদ আলি খানদের বিচারে তেমন অসহিষ্ণুতা বলে মনে হয়নি তাই প্রতিবাদও করেননি।

১৬ মে ১৯৭৯ সিপিএম সরকারের পরিচালনায় মরিচঝাঁপি নিরীহ শিশু-বৃদ্ধবৃদ্ধাসমেত উদ্বাস্তুদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল সেটাও এই মানবিক প্রগতিবাদীদের বিচারে এমন কোনও প্রতিবাদযোগ্য অসহিষ্ণুতার ঘটনা ছিল না, তাই তাঁরা কোনও প্রতিবাদও করেননি।

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ কলকাতার মহানগরীর সদাব্যস্ত বিজন সেতুতে প্রকাশ্য দিবালোকে আনন্দমার্গের ১৬ জন সন্ন্যাসী ও একজন সন্ন্যাসিনীকে ছেলেধরার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চোখে অ্যাসিড ঢেলে, পিটিয়ে, পুড়িয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছিল সিপিএমের এক গুণধর এমএলএ-র সুদক্ষ পরিচালনায় সিপিএমের হার্মাদবাহিনী। তখনও কিন্তু মানবতাবাদী প্রগতিশীলদের কণ্ঠে কোনও প্রতিবাদের স্বর শোনা যায়নি।

২১ নভেম্বর ২০০৭ তসলিমা নাসরিনকে দেশ থেকে বিতাড়নের দাবিতে মৌলবাদী মুসলমান যুবকেরা প্রশাসনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোদ কলকাতার বুকে যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছিল সেটাও এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বিচারে জোরালো প্রতিবাদযোগ্য ঘটনা ছিল না। এরপরেও যখন অন্যায়ভাবে সিপিএম সরকার তাঁর বই নিষিদ্ধ করল ও পরবর্তী সরকারের আমলে কলকাতা পুস্তক মেলায় তাঁর বই প্রকাশ করতে দেওয়া হল না, এমনকী তাঁর রচিত কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত টিভি সিরিয়ালের প্রদর্শন মুসলিম মৌলবাদীদের অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে বাতিল করা হল। তখন ও এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা কোনও প্রতিবাদ করেননি।

২৬ মার্চ ২০১৫ মেটিয়াবুরুজের একটি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতারকে তাঁর স্কুলের ভেতর পুলিশের উপস্থিতিতে লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড পিটিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছিল মুসলিম মৌলবাদী যুবকেরা। তাঁর অপরাধ—তিনি প্রকৃত সুশিক্ষা দিয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মুক্তমনা ও দেশভক্ত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চান এবং এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যে ধরনের যুক্তিপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ লেখালেখি করেন সেগুলিও এই মুসলিম মৌলবাদীদের না পসন্দ। এই ঘটনাটাও এমন মারাত্মক কোনও অসহিষ্ণুতার ঘটনা নয় বলেই এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা কোনও প্রতিবাদ করেননি।

এবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে বলি, ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় দৈনিক 'দি ইনডিপেনডেন্ট' থেকে নেওয়া যোহান হ্যারির একটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ প্রতিবেদন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ প্রকাশিত হলে দলে দলে মৌলবাদী মুসলিম যুবকেরা প্রশাসনের বিনা বাধায় এই প্রগতিশীল পত্রিকার কলকাতা অফিস কয়েক দিন ধরে ঘিরে রেখে যে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে কোনও অপরাধ না করেও পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে অন্যায় স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ প্রকাশে স্বাধীনতার হস্তক্ষেপে আমাদের মতো অতি সাধারণ নাগরিকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেও অতি বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীদের তো কোনও প্রতিবাদ করতে দেখিনি।

১১ মার্চ ২০১৪ 'খবর ৩৬৫' দৈনিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হলে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী মুসলমান যুবকেরা রাস্তার পর রাস্তা অবরোধ করে সীমাহীন অসভ্যতা শুরু করলে ওই সংবাদপত্রের দুই নির্দোষ সাংবাদিককে পুলিশ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে মৌলবাদীদের শান্ত করে।

এই ঘটনাতেও যুক্তিবাদী প্রগতিশীলরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আক্রমণ বলে মনে করেননি, তাই কোনও প্রতিবাদও করেননি।

একটি রাজনৈতিক দলের একটু বিচ্যুতি দেখলেই ক্ষোভে ফেটে পড়া আর অন্য দলগুলির শত অপরাধের কোনও প্রতিবাদ না করা, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনও অন্যায় দেখলেই কড়া ভাষায় তার নিন্দা করা আর আরেকটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শত শত অপকর্মে মৌন থাকা—এমন অদ্ভুত বুদ্ধি যাদের তো বলে দুর্বুদ্ধিজীবী।

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানাঃ

email : dcha42@aol.com or
DILIP CHAKRABARTI
200 WINSTON DRIVE # 2920
CLIFFSIDE PARK, NJ - 07010

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়

INDIAN born, Americal citizen, 34 yrs/5'6", Christian male seeks alliance, Works in finance, pursuing CPA. Email biodata with recent photo : doss4200@yahoo.com

HANDSOME, charming, 37/6 ft, Jatt Sikh, ambitious educate (BA/LLB/LLM) down to earth, NY Attorney seeks attractive, slim, family orientated woman for life partner (Sikh/Hindu 28-39), responses must include pic. admin@southasianmillionairesclub.com Phone : (604) 765-4389

HINDU parent seek alliance for their son, 30 yrs.6'. MS in Computers, lives in Boston, warm and smart, looking for US born and raised. Send profile with photos to :

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)
FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact : JAYANTA GUHA

ইসলামি জঙ্গি সন্ত্রাসই এখন বিশ্বের প্রধান বিপদ, বিপন্ন মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি

শামসুল আলম

আইএস (দায়েশ) জিহাদি জঙ্গিরা বর্বরোচিত ১৩/১১ প্যারিস হামলা ঘটিয়ে ১৩০ জন আনন্দমুখর মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পর আবার একবার প্রমাণ হল যে, আজকের বিশ্বের প্রধান বিপদ হল ইসলামির জঙ্গি সন্ত্রাস যা মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বিশ্ব ইসলামি রাষ্ট্র (খিলাফত) গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। ১৩/১১ জিহাদি বিস্ফোরণ হল এক ধরনের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া। ১৩/১১ প্যারিস হত্যালীলার পথপ্রদর্শক ছিল আল কায়দা। সে তার ইয়েমেনি জঙ্গিদের নিয়ে ১/৭ হামলা চালিয়েছিল সেই প্যারিসের চার্লি এবদো ব্যঙ্গ পত্রিকা অফিসে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল ১২ জন যুক্তিবাদী সাংবাদিককে যারা নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে হজরত মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিল। এবার ৮জন আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা চালায় প্যারিসের চারটি জনবহুল উপর। বিপ্লব, প্রেম ও শিল্পের শহর প্যারিসে ওইদিন রাত ৯টাতে চারটি জায়গাতেই শত শত মানুষ ছিলেন প্রাণচঞ্চল ও আনন্দমুখর। কিন্তু বর্বর জিহাদিদের চোখে প্যারিস হল কাফের ও বেহায়া মানুষদের শহর। তাই ওই বর্বররা শুধু বাটাক্লাঁ হলঘরে হামলা চালিয়ে ৮৯ জন মানুষকে খতম করে দিল। যাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে শুনছিলেন 'ঈগলস অব ডেথ মেটালের' কনসার্টে সুর আর গিটারের ঝংকার। দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত সাংবাদিক দাউদ হায়দারের ভাষায়, এই নারকীয় হামলার অন্যতম নাম হল 'সুরের জলসায় অসুরের দাপট'।

এই আইএস ঘাতকরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পরিভাষা ছেড়ে 'আল্লাহু আকবর' (আল্লা মহান) রণধ্বনি দিয়ে বলেছিল যে, এটা সিরিয়ার বদলা। অর্থাৎ ফরাসি রাষ্ট্রপতি ওলাঁদ আইএস-এর বিরুদ্ধে সিরিয়ায় বায়ুসেনা হানার হুমকি দিয়েছিলেন বলেই এটা তার প্রতিশোধমূলক জিহাদি হানা। এটা জানা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ জঙ্গি জিহাদি জন আইএস স্বঘোষিত রাষ্ট্রে মার্কিন হামলায় নিহত হওয়ার বদলা ছিল এটা। তৃতীয় ব্যাপারটি হল, আইএস খলিফাতন্ত্রের সঙ্গে লাদেন-সৃষ্ট আল কায়দার বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল এটা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিহাদি জন ২০১৪ সালের আগস্ট থেকে ২০১৫ জানুয়ারি অবধি আইএস বধ্যভূমিতে নিরীহদের তরবারি চালিয়ে ছয়জনের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল। তাঁরা হলেন মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফলি ও স্টিভেন সটলফ, ব্রিটিশ পণবন্দি ডেভিড হেনস, ব্রিটিশ ট্যাক্সিচালক হেনিং, মার্কিন সমাজকর্মী কাসিগ এবং জাপানি পণবন্দি গোটো। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে, ২০১৩ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ২০১৫ সালের শরৎকাল পর্যন্ত আইএস ৩৫০০ মানুষের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়েছে। ৯/১১, ২৬/১১, ৭/১ এবং ১৩/১১ জিহাদি হানার খলনায়ক হল যথাক্রমে ওসামা বিন লাদেন, খালিদ শেখ, আল জাওয়াহিরি এবং আবুবকর আল বাগদাদি।

লাদেন থেকে আল বাগদাদি সবাই ওয়াহাবি সালাফি সুন্নি শরিয়তি মতবাদের ধ্বজাধারী। মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূখণ্ডে (ইরাক-সিরিয়া) আইএস-কে প্রতিহত করতে পারলেই যে জিহাদি বর্বরতাকে ধ্বংস করা হয়ে যাবে তা নয়। এটা সঠিক যে, আইএস জিহাদি নেটওয়ার্ক বিশ্বের প্রধান জিহাদি বিপদ কিন্তু তার পাশাপাশি আল কায়দা, আল নুসরা, আহরার আল শাম, আকিম, বোকো হারাম, আল শাবাব প্রমুখদের বিপদকে তুচ্ছ করা হবে মারাত্মক ভুল। কারণ এরা সবাই একই গর্তের শেয়াল। দ্বিতীয় যে বিচ্যুতি চোখে পড়ে তা হল, এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের জিহাদিরাই শুধু বিপদ। কারণ দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, রাশিয়াসহ ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন মহাদেশে এবং সর্বোপরি আফ্রিকাতে জিহাদিরা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আফ্রিকার ইসলামি জিহাদি কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্যের জিহাদি ব্যাপকতার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক প্রথম সারির জিহাদিগণ তাণ্ডব কেমন বিস্তার লাভ করছে। পয়লা নম্বর জিহাদি পাণ্ডা আইএস আল কায়দা থেকে বেরিয়ে এসে ২০১৪-র জুনে ঘোষণা করল আবুবকর আল বাগদাদির নেতৃত্বে তথাকথিত খিলাফত যা ইরাক-সিরিয়াকে ভিত্তিভূমি করে সারা বিশ্বে ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়। এটা অষ্টাদশ শতকের অটোমান তুর্কি খিলাফতের জিহাদি সংস্করণ। শরিয়া অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে আইএস বা দায়েশ ফতোয়া জারি করল যে, অ-ইসলামি সমস্ত ধর্মই হল কাফের ধর্ম। এমনকী অসুন্নি বেনামাজিরাও কাফের। তাই কাফের তথা আল্লায় অবিশ্বাসীদের খতম করো এবং তাদের রাষ্ট্রগুলিকে বিনাশ করে ওরা চাইল বিশ্ব শরিয়তি স্বৈরতন্ত্রী খিলাফত। সিরিয়ার রাক্কা শহর এখন ওদের প্রধান রাজধানী এবং ইরাকের মসুল হল দ্বিতীয় রাজধানী। সিরিয়া ও ইরাকের বাইরে এরা হামলা চালিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, লিবিয়া, মিশর, কুয়েত, টিউনিশিয়া, ইয়েমেন, বেলজিয়াম, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে। ওদের জিহাদি তাণ্ডবের সাম্প্রতিক কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হচ্ছে। ২০১৪ নভেম্বরে ওরা মিশরের উত্তর সিনাইয়ের হোটেলে একজন বিচারপতিসহ ৭ জনকে হত্যা করল। তার আগে সিনাই উপদ্বীপে তারা রুশ পর্যটন বিমানের ২২৪ জনকে হত্যা করল নাশকতা ঘটিয়ে এবং সদর্পে বলল, ''ইনশাল্লা, আমরা উচিত কাজ করেছি।'' ওদের জঙ্গিরা গত মাসেই টিউনিশিয়ার রাষ্ট্রপতির সিকিউরিটি বাসে হামলা চালিয়ে ১২জন নিরাপত্তারক্ষীকে আত্মঘাতী বোমায় খতম করল। ২০১৫ মার্চে তারা টিউনিস বারদো জাদুঘর আক্রমণ করে তার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং ২১ জন পর্যটককে হত্যা করে। গত জুন মাসে টিউনিস সমুদ্রসৈকতের হোটেলে হানা দিয়ে ৩৮ জন বিদেশি পর্যটককে তারা খুন করে। তারা ৩০ জন ইথিয়োপীয় খ্রিস্টান এবং ২১ জন মিশরীয় কপ্টিক খ্রিস্টানকে হত্যা করে।

ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে আইএস মুখপত্র দাবিক মারাত্মক মন্তব্য করেছে। দাবিক বলছে, 'ইউরোপীয় উপনিবেশ এবং হিন্দু সংস্কৃতির চাপে যে ভূখণ্ড শত শত বছর শেরেক ও কুফরে ডুবে ছিল, সেখানকার মুসলিমরা এখন আশার আলো দেখছে।' আইএস স্বীকার করল যে, বাংলাদেশে শিয়া মিছিলে এবং শিয়া মসজিদে হানা দিয়ে তিনজনকে তারাই হত্যা করেছিল। এছাড়া চারজন যুক্তিবাদী ব্লগার এবং দুজন বিদেশিকে খতম করেছে তারাই। হাসিনা সরকার অবশ্য এসব জিহাদি হত্যাকাণ্ডের দায় চাপিয়েছে জেএমবি, জামাত এবং আনসারউল্লার উপর। সে যাই হোক, আইএস সদর্পে ঘোষণা করল যে, ওরা টিউনিশিয়া থেকে বাংলা অবধি নিজেদের দখলে আনতে চলেছে। পাকিস্তান-আফগানিস্তান-বাংলাদেশের তালিবান-মুজাহিদিন, হিজবুল গোষ্ঠী এবং মুসলিম মৌলবাদীরা সেই আঁতাতকে মদত দেবে।

এবার দেখে নেওয়া যাক আইএস-এর বাইরে জিহাদি গোষ্ঠীগুলি কেমন সক্রিয়। আল কায়দা মালির রাজধানী বামাকোতে পরপর দুটো আঘাত হেনেছে। পণবন্দিদের ওরা বলেছে, যারা কোরানের আয়াত বলতে পারবে তাদের ওরা মুক্তি দেবে। মালি তো আজকের ঘটনা। আফ্রিকাতে লাদেনের প্রবেশ ঘটে ১৯৯০ সালে। লাদেনের আল কায়দার যাত্রা শুরু সুদান থেকে। ১৯৯৮ সালে নাইরোবি ও দারএস সালামে মার্কিন দূতাবাসকে উড়িয়ে দেয় লাদেন। তাঁর আশীর্বাদ পুষ্ট আল কায়দা ইন মগরিব (AQIM) বিস্তারলাভ করল আলজেরিয়ায়। ২০০৬ সালে সালাফি ওয়াহাবি বাহিনী আকিমের সঙ্গে মিশে গেল। এদের বিস্তৃতি ঘটেছে মালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, টিউনিশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকায়। মালিকে কেন্দ্র করে ২০১৫ সালে গড়ে উঠেছে নতুন জিহাদি নেটওয়ার্ক যার নাম মাসিনা লিবারেশন ফ্রন্ট যার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আকিম, আনসার দিনে, আল কায়দা এবং আইএস।

এদের বাইরে আফ্রিকার দুটি বড় বিপদ হল আল শাবাব এবং বোকো হারাম। ২০০৮ সালে আল শাবাবের জন্ম হয় সোমালিয়ায় যার দৈত্য কাজ ছিল ভারত মহাসাগরে নৌ দস্যুবৃত্তি এবং খ্রিস্টানসহ কাফেরদের নিকেশ করা। ২০১২ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে কাফের নিধনের নামে বীভৎস গণহত্যা চালিয়েছিল শপিং মলে। ২০১৪ সালে কেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে মুসলিম ছাত্রদের সরিয়ে দিয়ে বেছে বেছে ১৪৭ জন খ্রিস্টান ছাত্রকে হত্যা করল। অন্যদিকে নাইজেরিয়ার বোকো হারাম হল আফ্রিকার সর্বাধিক হিংস্র এবং নারীঘাতী বাহিনী। ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিলে একটি স্কুল থেকে বোকো বাহিনী ২৭৬ জন মেয়েকে অপহরণ করে তাদের যৌনদাসীতে পরিণত করে। সর্বশেষ বোকো জিহাদি হানার দৃষ্টান্ত হল, ১৭ নভেম্বর ২০১৫-তে ইয়োলো শহরে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ওরা হত্যা করল ৩২ জন শিয়াকে এবং ২৭ নভেম্বর শিয়াদের ইসলামি মুভমেন্ট মিছিলে হানা দিয়ে ২১ জন শিয়াকে খতম করল।

আফ্রিকার আল কায়দা সহ সবরকম জিহাদি নেটওয়ার্কের পণবন্দি থেকে মুক্তিপণে আয় হয়েছে কোটি কোটি ডলার। কেবল ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ওদের হাতে ১২৫ মিলিয়ন ডলার তুলে দিয়েছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ। সুতরাং সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে, আইএস বিপদের পাশাপাশি আফ্রিকার আল কায়দা নেটওয়ার্কের বিপদ কোনও অংশে কম নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার সবরকমের জিহাদি নেটওয়ার্ক যুক্ত হয়ে ইউরোপ-আমেরিকা তথা বিশ্বে ভয়াবহ জিহাদি যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। ধূর্ত আল কায়দা সম্প্রতি সমস্ত জিহাদিদের ঐক্য গড়ার ডাক দিয়েছে।

এটা সুবিদিত যে, পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালিবান, লস্কর, জামাত-উদ-দাওয়া, জুনদুল্লা সবাই আইএস-আল কায়দার সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান জঙ্গিরা একদিকে কাশ্মীরে নাশকতা চালাচ্ছে এবং অন্যদিকে শিয়া-আহমেদিয়া-কোচ-উপজাতি-সংখ্যালঘু খ্রিস্টান-হিন্দু কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। পেশোয়ারে স্কুলে হানা দিয়ে ওরা ১৫১ শিশুর প্রাণ কেড়ে নিল। আফগান তালিবানরা মোল্লা ওমরের প্রদর্শিত পথে এবং নিহত লাদেনের সেনা। জোটবদ্ধ হয়ে আফগান সরকারের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। রাশিয়ার চেচনিয়ায় চেচেন জেহাদিরা এক দশক ধরে আজাদির লড়াইয়ের নামে শত শত শিশু, মহিলা ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। চিনের ইউঘুর মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে পূর্ব তুর্কিমেনিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র গড়ার ডাক দিয়ে জিহাদিরা সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করে চলেছে। ফিলিপিন্সের দক্ষিণে জেহাদিরা বিশাল ঘাঁটি গেড়েছে। মালয়েশিয়ায় জিহাদিরা দারুণভাবে সক্রিয়। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জিহাদি বোমা বিস্ফোরণের কথা কেউ ভোলেনি। ইউরোপ-আমেরিকা প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলেও জিহাদিরা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াকেও রেহাই দিচ্ছে না। সুতরাং, ইসলামি জিহাদ আজকে মধ্যপ্রাচ্য-আফ্রিকা কেন্দ্রিক নয়, এটা এখন প্রকৃত অর্থে বিশ্ব ইসলামি (Pan Islamic)। ওদের হত্যালীলার দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে প্যান ইসলামের বীভৎসতা কেমন। মানুষ নিধনের তালিকা আফগান তালিবান ১০ বছরে ১৪৫০০, আইএস দেড় বছরে ১২৫০০, বোকো হারাম ৬ বছরে ১১০০০, আল কায়দা ১৫ বছরে ১৫৫০০, পাক তালিবান ৪ বছরে ৫০০০, আল শাবাব ৭ বছরে ৪২০০, আল নুসরা ফ্রন্ট ৪ বছরে ১৮০০ এবং ফুলানি ৩ বছরে ১৪০০। শুধু সিরিয়ায়

এরপর ২০ পাতায়

The Senator's Walk

Iswar Mukherjee

Cassus awoke to shouting, his wonderful dream cut short. A moment ago, he'd been back in his old room, with a bed all to himself and the pleasant aroma of flowers and grass hovering in the air. He could almost hear the slaves chattering softly and doing the morning chores.

But Cassus opened his eyes on the discolored gray ceiling of the flat his family now called home. Cassus slowly forced himself to rise. Scratchy blankets replaced the soft sheets, and a terrible odor of sweat and grime swept through their flat. It was dark, even in the morning, and sticky.

The thin wall separating him from the hallway wasn't enough to block the jeers and curses from yet another fight by angry tenants. But this time the shouting was louder; the tenants sounded more incensed.

A deeper call echoed through the building. Cassus shuddered at the dreadful voice. It was the voice that everybody in the building despised, but yet were at the mercy of.

"Silence, or everybody's out!" the voice yelled. "It gets mighty cold in wintertime, and you all should be thankful for a roof over your miserable heads."

Cassus imagined the face of his landlord, bright red with rage, sweat glistening on his bald head. He was a cruel man, ruthless and impatient with his tenants.

Opening the door of their flat and looking over the railing, Cassus saw that most tenants had reluctantly dispersed. He surveyed the halls for his mother, and found her talking to their landlord. Cassus ran down the old wooden steps to join his mother.

"Apollo, please, I beg of you," Cassus' mother said. "One more month and my husband will be home. We can pay the rent then."

"Absolutely not, by Caesar's grave. Pay me when the rent is due, or I'll call the sentries to drag you out."

Cassus' mother had no choice but to agree. With a smirk, Apollo disappeared into the darkness of his home. Countless worries ran through Cassus' mind. Glancing at his mother's face, he could see her trying to digest this deadline. Cassus looked around for his older brother, Isaac. After his father left to fight in the war, Cassus had tried to imagine Isaac as the father figure in his life. His mother had done the same, trusting her oldest son to step up and guide the household. Unfortunately, Isaac had proven to be too short-tempered and rebellious to fill the gap in the family. Now, Cassus had no choice but to hope and pray more than ever for his father's safe return.

****A week later, Cassus' mother gathered her sons in the bedroom.

"Isaac, Cassus. We need to talk," she said.

Back in the apartment, Isaac was still sleeping in the bed he and Cassus shared. Sitting on the edge of the bed, their mother gently woke him up. He struggled out of the bed, scowling.

"Your father should have returned by now," Cassus' mother started. "My wages alone cannot support all three of us. We might be able to make it through the month, but I fear us losing our home next month. Isaac, you must find employment if we are to continue to live here. It is time for you to take more responsibility."

"How am I supposed to find a job? Do you think life is easy here in Rome, especially for Jews like us? They had to respect us when we were wealthy, but now we're scorned. There's nothing I can do!" Isaac stormed out.

"I don't know what's gotten into him." His mother wiped her face with her shawl. "If only your father were here, Cassus."

"Father will be back in time," Cassus said.

"Well, I have to go to work." In the doorway, she turned back to Cassus. "Stay home and out of trouble, my dear."

After she was gone, Cassus sat down on the floor and began to tinker with his toy soldier and canon. Today, worries were overriding his ability to think clearly. He played for a little while, and then he stood up. It was time for him to go out into the streets of Rome.

****

Rome was loud and crowded, but the Forum had another level of chaos and noise. Cassus found it overwhelming. He hadn't been there often, but he remembered that his father used to visit the Forum regularly during better times.

The Forum was classified into several divisions. One had slave auctioneers boasting the best, most hard working slaves, while in another section, commoners asked Senators for favors.

Cassus headed to the farthest corner, where boys and young men seeking employment congregated.

Already, slaves examined the long line, looking for strong boys capable of working long hours, and polite boys who wouldn't cause trouble. Cassus stood patiently while half a dozen slaves overlooked or ignored him. Heat beat down on him, and he began to doubt himself.

Suddenly, one man spoke. "You there, what's your name?"

"Cassus, Sir."

"Cassus. No, you will not do. My employer doesn't want impure servants."

"Sir?! What do you mean? I'm a healthy, clea-"

"He doesn't want Jews working for him, you fool." Cassus glared. But he kept his mouth shut and walked back to the line.

"Jew... Jew... Jew," the man taunted taunting between grinning teeth.

Gradually, the sun rose higher and higher, throwing intense heat upon the city. Cassus, already exhausted, began to daydream. He remembered a conversation he had with his father several years ago; "Remember to pray every morning. God is always there for us. Everyone else might look down upon us, but with God, we are the chosen people. We're special, Cassus, and you must know who you are."

Cassus' eyes blurred into focus. As he readjusted to the sights of the Forum, he saw an old man squinting at him. A little startled, Cassus stepped back.

"What's your name, boy?" the man asked.

"Cassus, Sir," he replied unsteadily, remembering the bigot.

"Are you willing to entertain my son for a couple of months? He is your age, I presume."

"I will if the pay is favorable."

"It will be, and you will receive food in addition."

A thousand worries filled Cassus' mind: Would it be safe to go with this man? What would his mother think? How would he find time to pray? But he had no choice; no one else would probably hire him.

"Fine. Should I start tomorrow?"

"Why wait? You'll start right away. I can send a slave to tell your family. Come now, my domus is not far.

****

"This is our home," Cassus' employer said upon entering the courtyard. He turned to a slave, barking: "Crispus! This young fellow will keep Drusus occupied and play with him. Take him to Drusus now."

"Sir, I beg to ask a simple question, please pardon me. How "We're special, much pay shall I earn?" Cassus needed to know if he was going to Cassus and you earn enough to pay his family's rent. must know who "Greedy child, yet somehow I like you," the domine you are. answered, and Cassus released a sigh of relief.

"Well, I need you for a couple of months," the domine said, figuring out how much he wanted to offer. "... so I think 30 coins for three months is generous."

Cassus nodded, too happy to speak. Thirty coins, combined with his mother's pay, would cover the rent. He'd send ten coins home every month, hoping his mother would receive it and be proud of him for stepping up. Cassus also hoped his mother would be able to do without him for that long.

"Now then, go meet Drusus. You are to listen to him, laugh with him, cry with him, play with him, eat with him, but never object him. His word is an order. If Drusus complains, you will no longer work here. Remember that, boy. Oh, and don't leave the property."

"Without a doubt, Sir. I will do my best."

Inside Drusus' room, Cassus looked at the short, plump child whom he was to accompany and serve. Instantly, Drusus cast a look of disgust at Cassus, who returned the look with a hollow smile.

"So, you are charged with entertaining Drusus, and keeping him out of trouble," said the slave, muttering, "may the Gods help you," before slipping away.

As soon as they were left unattended, Drusus said, "Boy, we will swim. I have heard father speak about it, and I am curious to try for myself. Take me now."

"Drusus, we are not to leave the house. Why dont we pla-"

"Oh, please. Let's go," Drusus replied, already halfway out the door. Sighing, Cassus had no choice but to follow him.

Drusus walked surprisingly quickly. Cassus raced to keep up. Soon, Drusus stopped in front of a large house surrounded by swimming a pool filled with fresh, warm water.

Cassus itched to jump in, thinking about how he used to love swimming in the pool outside their former house. Seizing the moment, Drusus grabbed the metal gate and hoisted himself up. He silently motioned Cassus to follow.

"What are you doing?" Cassus hissed. "This is somebody's domus! They'll be home!"

"Relax. I cant believe you get frightened so easily. Some of my courage and bravery better rub off on you. He isn't home now, it's fine."

"Are you sure?"

"Boy, you have no right to object to me! Jump over, now!"

"Fine, I'm coming."

Once he was over the wall, Cassus felt a nagging worry. "Drusus, you do know how to swim, right?"

"Of course, of course," Drusus replied while taking off his undershirt.

Cassus took his tunic off too and jumped into the water. Drusus immediately began struggling to stay afloat.

"You have to kick while performing strokes with your arms," Cassus demonstrated.

"Stop it! I can't swim because you are a bad teacher!" "No, try again. Like this."

Cassus tried to help Drusus, but couldn't shake the feeling that they were being watched. Surveying the garden, Cassus made out a faint shadow behind the trees. He voiced his concerns to Drusus, out of fear for being caught, only to find them dismissed.

"Please, Cassus, I beg you," Drusus replied, in a mocking way to Cassus. "We are safe." But Cassus warily watched the shadow.

"Drusus," he murmured. "Look, it's moving!"

For the first time since Cassus had met him, Drusus looked panic-stricken. A twig crackled, and the bushes swayed. Then came the unmistakable sound of a dog panting, jaws open, slobber dripping from its tongue. Cassus and Drusus splashed

continued to page 23

রাজনীতির আশ্রয়েই চরবৃত্তির বাড়বাড়ন্ত, অপরাধের স্বর্গরাজ্য

১২র পাতার পর

অফিসারের কথায়, "কোনও তল্লাট সাধারণ অপরাধীর পক্ষে নিরাপদ হলে জঙ্গি, ও গুন্ডাদের তো সেটা আশ্রয় স্বর্গই। উত্তরপ্রদেশের মেরঠে পাক চর ইজাজ ধরা পড়ার সূত্রে সেটাই ফের প্রমাণিত হল।" কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) দাবি, ইজাজের জন্য সমস্ত পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়েছিল গার্ডেনরিচের আশফাক। ওই চরবৃত্তির অভিযোগে আশফাক-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ।

২০০৮-এর জুলাই মাসে এসটিএফ গড়ে ওঠার আগে লালবাজারের কাজটা মূলত করত স্পেশাল ব্রাঞ্চের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সেল। তাদের কাজে বাধা দেওয়ার একাধিক অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকটি থানার পুলিশের বিরুদ্ধেও। তবে এসটিএফ গঠিত হওয়ার পরে এই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা কমে আসে। কারণ, এসটিএফের ক্ষমতা অনেক বেশি। স্থানীয় পুলিশের উপরে তাদের নির্ভরতাও নেই। যদিও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চরিত্রে রদবদল বিশেষ ঘটেনি। যেমন ২০১২-র এপ্রিলে মোল্লাবাড়ি মসজিদ তালাওয়ের বিস্ফোরণের ঘটনায় শাসক দলের লোকজন পুলিশকে দীর্ঘক্ষণ ঢুকতেই দেয়নি বলে অভিযোগ।

বন্দরের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যে একটা যোগসূত্র রয়েছে সেটা দীর্ঘদিন ধরেই গোয়েন্দাদের জানা। এ ব্যাপারে বড়সড় প্রমাণ তাঁদের হাতে আসে কন্দহারে বিমান ছিনতাইয়ের তদন্তের সময়। ১৯৯৯-এর ২৪ ডিসেম্বর কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দিল্লিগামী বিমানে যাত্রীর ভেক ধরে উঠেছিল পাক জঙ্গিরা। তারা বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে ভারতে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছিল বেনিয়াপুকুরের হোটেলে। তারপর জাল পাসপোর্ট নিয়ে নেপালে চলে যায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তখন জানিয়েছিলেন, হরকতের স্লিপার সেল-এর এক সদস্যই জাল ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিল। লোকটি ছিল বন্দরের একবালপুরের বাসিন্দা।

২০০৪-এ স্পেশাল ব্রাঞ্চের নজরে পড়ে, একবালপুর, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো প্রচুর বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু কারা টাকা ঢালছে, কারাই বা ফ্ল্যাট কিনছে, সেটা পরিষ্কার নয়। এসবি-র তৎকালীন ডিসি প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় বিস্তারিত ভাবে খোঁজখবর করে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু গোয়েন্দারা দু'-তিনটি জায়গায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পরেই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের কেউ কেউ লালবাজারে অভিযোগ করে বলেন, এসবি যা করছে তাতে এলাকায় অশান্তি হবে। এসবি-র দাবি ছিল, ওই বেআইনি নির্মাণ থেকে থানার অফিসারদের একাংশ নিয়মিত টাকার ভাগ পান। কিন্তু সেই কারণে ব্যাপারটি চেপে যাওয়া হলে ওই সব বহুতল তৈরিতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের টাকা আসছে কি না, সেটা জানা যাবে না। কিন্তু পুলিশ সূত্রের খবর, লালবাজারের কর্তারাই তখন এসবি-কে এগোতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

বছর দশেক আগে গার্ডেনরিচের বিচালিঘাট রোডে এক গয়নার দোকানের মালিক যে পাক মদতে পুষ্ট একটি জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল-এর সদস্য, সে কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে গেলে এক সিপিএম কাউন্সিলর দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ান বলে অভিযোগ। ওই অভিযানে থাকা এক অফিসারের (এখন তিনি ইনস্পেক্টর) কথায়, 'কাউন্সিলর বললেন, 'ওকে নিয়ে যান, কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু কেন নিচ্ছেন, সেটা তো আগে আমাকে দেখাতে হবে।'' ওই ইনস্পেক্টর বলেন, ''ওই লোকটি যে ভারতীয় নয়, তার প্রমাণ কাগজে কলমে আমাদের হাতে ছিল না। বাধ্য হয়ে আমরা পিছু হটি। পরে জানা যায়, কাউন্সিলরের লোকজনই তাকে ভারতীয় পাসপোর্ট, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, রেশন কার্ড তৈরি করে দিয়েছিল!''

আবার ২০০৬-এ ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিটের একটি বস্তিতে এক পাক চরের থাকার কথা ও তার কাছে পাকিস্তান থেকে নিয়মিত সন্দেহজনক লোকজন আসা যাওয়ার বিষয়টি নিয়েও দফায় দফায় রিপোর্ট দিয়েছিলেন ওয়াটগঞ্জ থানায় বহাল এসবি-র এক অফিসার। গোয়েন্দারা ওই বস্তিতে হানা দিলে তাঁদের ঘিরে ফেলে স্থানীয় লোকজন। এসবি-র অভিযোগ ছিল, স্থানীয় থানা সহযোগিতা তো করেইনি। বরং কেন গোয়েন্দারা ওই বস্তিতে হানা দিলেন, তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। শেষমেশ ওই সন্দেহভাজনকে ধরা যায়নি। ওয়াটগঞ্জ থানায় নিযুক্ত এসবি-র ওই অফিসারকে অন্যত্র সরে যেতে হয়।

এটাই বন্দর এলাকার রেওয়াজ। আশির দশকে হাজি সড়ক রোডে খিদিরপুরে খুন হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা শাহজাদা। বহু বছর লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখায় কাজ করা এক অফিসার জানাচ্ছেন, ব্যারিস্টার নামে এক দুষ্কৃতী গুলি চালায় বলে তদন্তে বেরিয়েছিল। তাকে মদত দেওয়ার দায়ে কারাদণ্ড হয় শামসুজ্জামান আনসারি নামে এক ব্যক্তির, এখন যিনি তৃণমূলের মেয়র পারিষদ। "আনসারি অবশ্য সাজা কেটে বেরিয়ে এসে তিন-তিন বার মেয়র পারিষদ হয়ে গেলেন, অথচ তিন দশক পরেও ব্যারিস্টার ধরা পড়ল না। আমাদের খবর অনুযায়ী, সে দিব্যি মেটিয়াবুরুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে," বললেন ওই অফিসার।

সেই ট্র্যাডিশনই চলছে। এখন চর-কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত আসফাক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা বলে জানা যাচ্ছে। খিদিরপুরে ওই ছাত্র সংগঠনের আর এক নেতারও নাম উঠেছে। গত ৫ নভেম্বর তৃণমূলেরই প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়ন তার বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ দায়ের করেছে ওয়াটগঞ্জ থানায়। এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

ইসলামি জঙ্গি সন্ত্রাসই এখন বিশ্বের প্রধান বিপদ, বিপন্ন মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি

১৮ পাতার পর

যুদ্ধে (২০১১-১৫) ২৫০০০০ মানুষ নিহত হয়েছে, ৭৬ লাখ মানুষ দেশের ভিতরে ঘরছাড়া হয়ে আছে এবং শরণার্থী হয়ে দেশ ছেড়েছে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ইউরোপে আশ্রয় নিতে ছুটে চলেছে। শিশু আয়লান কুর্দির মৃত মুখ সবার সামনে ভাসছে। ইউরোপ শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে এখন দ্বিধাগ্রস্ত। চারদিকে উঠছে কাঁটা তারের বেড়া। জার্মানি সব চাইতে সদয় হলেও এই মুহূর্তে শরণার্থী আশ্রয়দানে প্রতিবাদ দেখা দিচ্ছে। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং পূর্ব ইউরোপ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য-আফ্রিকায় শরণার্থীদের জন্য দায়ী হল প্রধানত প্যান ইসলামি জিহাদি নেটওয়ার্ক। জিহাদি পালের গোদা সৌদি আরব। সৌদিসহ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম মৌলবাদীরা (ভারতসহ) মনে করে, যা ঘটছে সবই আল্লার ইচ্ছাতে। এ বছর ১১৫০ হাজি নিহত হলেন, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হল, ১৩/১১ প্যারিস হামলার আতঙ্কদের মধ্যে অন্তত দুজন ছিল শরণার্থী। জিহাদি পাণ্ডাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সৌদি, তুরস্কসহ সমস্ত মুসলিম দেশ এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলিম মৌলবাদীরা জানে, আত্মঘাতী জিহাদিরা বেহেশতে যাবে আল্লার ইচ্ছায় জিহাদিদের হাতে যখন ধর্ষণ হয়, এবং আল্লার ইচ্ছায় নিরাপরাধ মানুষগুলো দেশ ছাড়তে হয়। এটাই হল ইসলামি শরিয়া অনুশাসন নামক বিষবৃক্ষের ফল।

এবার আইএস-এর শরিয়া শাসন কেমন তার একটা রূপরেখা দেওয়া যাক। অপহৃত ইয়েজিদি-কুর্দ-শিয়া মেয়েদের যৌন দাসীতে পরিণত করা হচ্ছে। এবং তাদের নিলামে বিক্রি করা হয়। স্কুল-কলেজ-আদালত সবই বন্ধ। চলছে শুধু জিহাদি মাদ্রাসা। আইএস সুন্নার আইন না মানলে বেত্রাঘাত, পাথর ছুড়ে মৃত্যু অথবা প্রাণদণ্ড। এই শাস্তি থেকে অ-সুন্নি শুধু নয়, সুন্নি বেনামাজিদেরও রেহাই নেই। অ-সুন্নিদের উপর জিজিয়া কর বসানো হয়। মেয়েদের গৃহবন্দি রাখা হচ্ছে। পর্দা না মানলে মেয়েদের চরম নির্যাতন করা হয়। ২২০০০ বিদেশি আইএস-এর জেহাদিদলে যোগ দিলেও তাদের প্রত্যেক পুরুষকে আত্মঘাতী বিস্ফোরক হতে হবে। জিহাদিরা ঢালাও বহুবিবাহ করছে। যারা পালিয়ে আসবে তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। অস্ট্রিয়ার ১৭ বছর বয়সী মেয়ে সাবরা পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে তাকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়।

আইএস-এর শরিয়া শাসন সৌদি স্বৈরাচারী ওহাবি শাসনের আদলে তৈরি হয়েছে। উভয়ের যা বাড়াবাড়ি বা উগ্রতা তা ইসলামি শরিয়া অনুশাসনের কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই সংগঠিত হচ্ছে। সৌদি রাজতন্ত্র সম্প্রতি কবি ও শিল্পী আশরাফ ফৈয়াদকে মৃত্যুদণ্ড দিল এই অজুহাতে যে, তিনি ইসলামত্যাগী। কিন্তু মহিলা ভক্ত জনপ্রিয় অভিনেতা আখিজ আল কাসারের ফটো তুলে ক্যামেরাবন্দি করাতে ওই অভিনেতাকে গ্রেফতার করা হল। সৌদিতে শ্রীলঙ্কার এক পরিচারিকা একজনের প্রেমে পড়ায় সৌদি শাসন কর্তৃপক্ষ ওই মহিলাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার ফতোয়া দিল। এই তিনটি সৌদি নির্যাতন হল হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, ইসলামে পাথর ছুড়ে মারা, হাত কেটে দেওয়া, কলিজা চিবিয়ে খাওয়া, জিহাদি কর্তৃক কাফের বিতাড়ন ও নিধন প্রভৃতির বিধান আছে। স্বৈরাচারী শরিয়া বিধানে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের মতো কঠোরতম নিয়মবিধি আছে যার লঙ্ঘনের মানে বিধর্মী কাফের হওয়া এবং জাহান্নামে (নরক) শাস্তি ভোগ করা।

ভারতসহ বিশ্বের মুসলিম উলেমা, পীর, আলেম সম্প্রদায় এবং তাদের বশংবদ মৌলবাদীরা ইসলামি অনুশাসন এবং সৌদি শরিয়া শাসন নিয়ে মৌনতা অবলম্বন করে থাকে। অথচ নিজেদের মুখরক্ষায় এরা আইএস-এর হামলা ও হত্যাকাণ্ড (প্যারিস ১৩/১১সহ)-কে নিন্দা করছে। ভারত থেকে সমস্ত মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন রাষ্ট্রসংঘে আইএস হামলার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিয়েছে এবং দেখাচ্ছে ইসলামে জিহাদের বিধান নেই। কোরানের শুধু একটি সূরার (তওবা) উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে যথেষ্ট। বলা হয়েছে, ''অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য আল্লার পথনির্দেশ ও ইসলাম সহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছে'' (৯।৩৩)। আরও বলা হচ্ছে, ''যারা ইসলাম অনুসরণ করে না তাদের সাথে জেহাদ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ জিজিয়া কর দেয়'' (৯।২৯)। এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আইএস ইসলামের কাঠামোর মধ্যে নিজেকে রেখে বাড়াবাড়ি করছে। অর্থাৎ, জিহাদি ইসলামের অস্তিত্ব না থাকলে সৌদি শরিয়া স্বৈরতন্ত্র কিংবা আইএস-আলকায়দা-বোকো হারাম কোনওটিরই অস্তিত্ব থাকত না। এরা (মুসলিম মৌলবাদীরা) চেঁচিয়ে নিজেদের সেকুলার দাবি করছে, এরাই শরিয়া অনুশাসন ও সৌদি বর্বর শাসনের তাঁবেদারি করছে। অর্থাৎ এদের চোখে জিহাদি ইসলাম ও জিহাদি সৌদি হল ভাল ও পবিত্র। কিন্তু জিহাদি আইএস বা আলকায়দারা ঘৃণ্য ও অপবিত্র। এটাই হল মৌলবাদী দ্বিচারিতা এবং বকধার্মিকতা যার অপর নাম ভণ্ডামি। ইসলামি জিহাদ তথা আইএস-এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করার পূর্বশর্ত হল শরিয়া জিহাদি অনুশাসন এবং সৌদি ওহাবি সালাফির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। সলমন রুশদি সঠিকভাবে বলেছেন, "ইসলামি বিশ্বে সালাফি আন্দোলনই সব বিপদের উৎস। ইসলামি ধর্মান্ধতা দিয়ে বিশ্ব যুবসমাজের কানে যেভাবে বিষ ঢালা হচ্ছে তাতে বিশ্বের বিপদ ঘনিয়ে আসছে।" সলমন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেসের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে ভারতে এবং তসলিমার, ইবন রুশদ এবং রুশদির যুক্তিবাদকে দিয়ে ইসলামি জেহাদের মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলতে হবে।

আজকের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন দেশবিদেশের রংবেরং-এর সমস্ত জিহাদিদের বিরুদ্ধে যুক্ত মোর্চা গড়ার দায়িত্ব সম্পর্কে জনমতকে জাগ্রত করতে হবে নাগরিক সমাজকে। তেমনি অন্যদিকে ভারতের ক্ষেত্রে ইসলামি মৌলবাদ ও মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার পাশাপাশি গেরুয়া সন্ত্রাসী অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। বলা বাহুল্য, গেরুয়া হিন্দুত্ববাদী অভিযান অব্যাহত থাকলে সেকুলার রাষ্ট্রের ভিত কেঁপে উঠবে। যুক্তিবাদী লেখক দাভোলকর, পানসারে, কালবুর্গি গেরুয়া সন্ত্রাসের বলি হলেন। বাক্যের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে গেরুয়া মৌলবাদ ঢুকে পড়ছে। দ্বৈত মৌলবাদী ফ্যাসিস্ত বিপদ আজকে দোরগোড়ায়।

পরিশেষে, বিশ্ব কূটনীতির দাবাখেলায় আজকে সিরিয়াতে আসাদ এবং আইএস-কে প্রধান শত্রু করতে চেয়ে মার্কিন মিত্রশক্তি (সৌদি ও তুরস্ক সহ) আসাদবিরোধী অন্য জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে রাশিয়া আসাদকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং তাঁর সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলে আইএস সহ সমস্ত জিহাদি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আকাশপথে বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। ১৩/১১ প্যারিস হামলার পর ফরাসি রাষ্ট্রপতি ওলাঁদ সিরিয়ার সমস্ত রকম জেহাদিদের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক মহাজোটের ডাক দিয়েছেন এবং এই জোটে সামিল হতে তিনি ওবামা ও পুতিনের সাহায্য চেয়েছেন। সিরিয়ায় প্রথম পর্বের যুদ্ধ হল আইএসসহ সমস্ত জিহাদিদের নির্মূল করা এবং তাতে বিশ্ব মহাজোট আসাদবাহিনী ও কুর্দ পেশমার্গ বাহিনীর সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলবে বলে আশা রাখা যায়। দ্বিতীয় পর্বে সিরিয়ার জনগণই স্থির করবে তারা কাদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দেবে—আসাদ অথবা আসাদবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে। সময় থাকতে আমেরিকা সতর্ক না হলে আলেপ্পোর নুসরা জঙ্গিবাহিনী লাদেনের মতো ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠবে।

সুতরাং, ১৩/১১ প্যারিস কাণ্ডের পরিবর্তীতে মানবজাতির স্বার্থে একদিকে যেমন ইসলামি শরিয়া অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জিহাদি নেটওয়ার্কের সর্বনাশা সভ্যতা ও স্থাপত্য ধ্বংসকারী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করতে হবে, তেমনি সিরিয়া-ইরাকসহ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জিহাদিদের নির্মূল করার লক্ষ্যে মুসলিম মৌলবাদী দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামিকে চিহ্নিত করতে হবে।

সারা বিশ্বকে জিহাদবিরোধী আন্তর্জাতিক মহাজোটের পাশে বিশ্বজনমতকে দাঁড়াতে হবে। সেকুলার যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক বিশ্ব গড়তে গেলে জিহাদি শরিয়াসহ সমস্ত প্রকার ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে একজোট হতে হবে এবং বিশ্বযুক্ত মোর্চায় সব দেশকে সামিল হতে হবে।

—সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান

মূল স্রোতে থেকেও বঞ্চিত বহির্বঙ্গের দেড় কোটি বাঙালি

যন্তরমন্তরে ধর্না, মোদী-মমতার সরকারের কাছে সহানুভূতির আর্জি উদ্বাস্তু সংগঠনের

প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত

বাঙালি হওয়াটা কি অপরাধ?

নাকি বাঙালিদের মধ্যে একতাবোধ কম?

সম্প্রতি দিল্লির যন্তরমন্তরে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের নানা রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা উদ্বাস্তু বাঙালিদের ধর্নায় এই দুটি প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সংখ্যায় প্রায় দেড় কোটি। কিন্তু নাগরিকত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা ও জীবন জীবিকার সঙ্কটের জেরে এই প্রান্তিক মানুষগুলির শিক্ষা-ভাষা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হারিয়ে যেতে বসেছে বলেই যন্তরমন্তরে ধর্নায় উদ্বাস্তু বাঙালিদের প্রতিনিধিরা সেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

আশঙ্কা যে নেহাত অমূলক নয়, সেটা ধর্নার উদ্যোক্তা নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা সমীক্ষার ফলাফল থেকেই স্পষ্ট। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ৯টি রাজ্যে ৩৪টি লোকসভা কেন্দ্রে বঙ্গভাষী ভোটারদের সংখ্যা গড়ে ৫০ হাজার থেকে ৯ লাখ। এঁদের সিংহভাগই উদ্বাস্তু। ভোটের অঙ্কে নির্ণায়ক শক্তি হলেও, আর্থ সামাজিক সূচকের নিরিখে এই বাঙালিরা বেশির ভাগই পশ্চাৎপদ। রাজ্যওয়াড়ি কয়েকটি খতিয়ান থেকেই বোঝা যায়, উদ্বাস্তু বাঙালিদের জীবন থেকে আঁধার কাটেনি।

যেমন, উত্তরাখণ্ডে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পুনর্বাসন পাওয়া উদ্বাস্তু বাঙালির জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। পুনর্বাসনের প্রাথমিক পর্বে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ৫/৭ একর ও পরে ৩ বা ২ একর করে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও, বহু পরিবারেরই প্রাপ্তিযোগটি ঘটেছে নিতান্ত খাতায় কলমে। মাত্র দু'তিনটি স্কুলে বাংলা ভাষায় সপ্তম শ্রেণি থেকে বর্ণপরিচয়ের সুযোগ মেলে। অথচ পাঞ্জাব থেকে আসা উদ্বাস্তুরা গড়ে ১৫ একর জমি পেয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গড়ে ২০ থেকে ৩০ টি করে পরিবার গঞ্জবাজার থেকে বহুদূরে ছোট ছোট বহু দূরবর্তী গ্রামে ঠাঁই পেয়েছে। জমি পেলেও সেচের সুবিধা নেই। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে নেই জমিতে পুরো অধিকার বা তা হস্তান্তরের অধিকার। ওড়িশাতে পরিস্থিতি কী, তা মালকানগিরি জেলায় দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের অন্তর্গত নবরংপুরের ওমরপুরের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট। পাথুরে জমিতে সেচের বন্দোবস্ত না থাকায় অনেক উদ্বাস্তু বাঙালিই এখান থেকে মরিচঝাঁপিতে পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও বাড়ি ফেরেননি।

ছত্তিশগড়ে মোট ১৯৪টি গ্রামে ৩৮৮টি বাঙালি স্কুলে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হত। পরে সেগুলি হিন্দি মাধ্যম করে দেওয়া হয়। ছিন্দওয়াড়ার গভীর জঙ্গলে উদ্বাস্তুদের ঠাঁই মিলেছে। যাতায়াতের ব্যবস্থা বলতে দিনে দুটি বাস। কাটনিশহরে শিল্পি কলোনির সদস্যরা ৫০ পয়সা দরে এক ফুট জমি কিনতে পারলেও, বাঙালি উদ্বাস্তুদের সেই সুযোগ নেই। আবার, মহারাষ্ট্রে ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সেখানকার বনাঞ্চলে ৫৯টি গ্রামে ট্রাকে করে জঙ্গলের মাঝে তাদের আনা হয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশি অভিযোগে হাজতবাসের দুর্ভোগও পোয়াতে হয় বাঙালি উদ্বাস্তুদের।

নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির সভাপতি সুবোধ বিশ্বাসের কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের ক'জন মানুষ জানেন যে সুদূর দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে রয়েছেন বাঙালি উদ্বাস্তুরা? অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলায় ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ১৬টি গ্রামে বা কর্নাটকের রায়চুরের সিন্ধনুরে ৪টি গ্রামে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছে। আশার কথা, আমাদের ২২ ও ২৩ নভেম্বরের ধর্নায় কৈলাস বিজয়বর্গীয় আশ্বাস দিয়েছেন নাগরিকত্বের সমস্যা মেটাতে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা আবেদন জানিয়েছি বহির্বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সহানুভূতির দৃষ্টি দিতে।

ইতিহাসবিদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসও মনে করেন বাঙালির তুলনায় অন্য প্রদেশের মানুষেরা প্রবাসে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ। যা তাঁদের গোষ্ঠীগত দাবিদাওয়া ও সমস্যার নিরসনে অনুঘটকের কাজ করে। সুরঞ্জনের এই পর্যবেক্ষণই আরও প্রাঞ্জল হয় যখন দিল্লির সি আর পার্কের ইস্টবেঙ্গল ডিসপ্লেসড অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অশোক বসু বলেন, 'একতার সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে এগোতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। যেমন, প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় দিল্লির গ্রেটার কৈলাস কেন্দ্রে বিধানসভা ভোটে দাঁড়িয়ে সি আর পার্কের প্রায় ৫০ হাজার বাঙালি ভোটের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

একই সঙ্গে সুরঞ্জনের বক্তব্য, স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও বহির্বঙ্গে বাঙালি উদ্বাস্তুদের সমস্যা জিইয়ে থাকাটা একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অঙ্গ। তাঁর কথায়, 'আসলে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে তৎকালীন কেন্দ্র যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল, তার ছিটেফোঁটাও মেলেনি বাঙালিদের ভাগে। একই হাল হয়েছিল ৬৫ বা ৭১ সালে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদেরও।'

সমাজতত্ত্ববিদ প্রশান্ত রায় অবশ্য ভিনরাজ্যের বাঙালি উদ্বাস্তুদের শুধু দুর্ভাগ্যের শিকার হিসাবে গণ্য করতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'এই বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই কর্মসংস্থান ও আয়ের অধিক সংস্থানের তাগিদেই ভিন রাজ্যের ঠিকানা বেছে নিয়েছেন। লক্ষণীয়, অনেকেই বাংলায় ফেরেননি। আর যে ধর্নার কথা আমরা শুনছি, তা আর্থ সামাজিক দিক থেকে তাঁদের মধ্যে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

ভারতীয় ছাত্রদের হেনস্থা আমেরিকায়

তিন দিন জেলে রেখে পড়ুয়াদের এফবিআই জেরা ● ভিসা থাকতেও বিমানে উঠতে বাধা

হায়দরাবাদ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরতে হল তিন দিন জেলে কাটিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফেরত আসা একদল ভারতীয় পড়ুয়া জানিয়েছেন, আমেরিকার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই পত্রপাঠ দেশে ফেরত পাঠানো হয় তাঁদের। তার আগে তাঁদের জেরা করে এফবিআই। তিন দিন ধরে আটকে রাখা হয়। এই ভোগান্তির কারণ, যে দু'টি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য তাঁরা গিয়েছিলেন, সেগুলি আমেরিকার কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন এজেন্সির কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে। অন্য দিকে এই পরিস্থিতির কথা জানার পরে আরও একদল ভারতীয় শিক্ষার্থীকে ভিসা থাকা সত্ত্বেও হায়দরাবাদ থেকে সানফ্রান্সিসকোর বিমানে উঠতে দেয়নি এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার দাবি, ওই শিক্ষার্থীদের যাতে বিদেশে গিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। স্যান হোসের সিলিকন ভ্যালি ইউনিভার্সিটি এবং ফ্রেমন্টের নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছনো ১৪ জন ভারতীয় পড়ুয়া সে দেশে নামা মাত্রই তাঁদের ফিরে যেতে বলা হয়। দেশে ফেরত পাঠানোর আগে ১৪-১৫ ঘণ্টা ধরে জেরা করেন এফবিআই গোয়েন্দারা। দিল্লি বিমানবন্দরে এসে নামে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের আর একটি দল। তাঁদেরও একইভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এক পড়ুয়া জানান, আমেরিকায় নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের আটক করা হয়। তার পর তিন দিন ধরে সবাইকে একটিই ঘরে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর মাঝে এক বারের জন্যও বেরোতে দেওয়া হয়নি।

ইতিমধ্যে আমেরিকায় থাকা এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ভারতে ওই সংস্থার কর্তৃপক্ষকে জানায়, ওই দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে গেলে ভারতীয় ছাত্রদের আটকে দেওয়া হচ্ছে এবং দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। সে জন্য যেন নতুন করে কাউকে ভারত থেকে ওই দু'টি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য বিমানে উঠতে দেওয়া না হয়। সেই অনুযায়ী ১৯ জন শিক্ষার্থীর দলটিকে হায়দরাবাদেই আটকে দেয় বিমান সংস্থা। তাদের সমস্ত এজেন্টকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমেরিকা যাওয়ার জন্য যাঁরা উড়ান বুক করতে চাইবেন তাঁদের যেন নতুন করে টিকিট দেওয়া না হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই যাঁদের ফেরত আসতে হয়েছে, সেই সব শিক্ষার্থীদের এই অপমান এবং হয়রানির দায় কার, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। হায়দরাবাদ, দিল্লি ছত্তিশগড় থেকে যে সব পড়ুয়া ক্যালিফোর্নিয়ার ওই দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করেছিলেন, তাঁরা জানাচ্ছেন, আগেই ওই প্রতিষ্ঠানগুলির ওয়েবসাইট দেখেছেন তাঁরা। সেখানে 'ব্ল্যাকলিস্ট সংক্রান্ত কোনও তথ্য তো ছিলই না, বরং লেখা ছিল, সেখানে ভারত থেকে অতীতেও বহু ছাত্র পড়তে গিয়েছেন। পড়ার খরচও ছিল সাধ্যের মধ্যে। সে কারণেই তাঁরা সেগুলি বেছে নিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে। ঘটনার পরে দু'টি প্রতিষ্ঠানের তরফেই ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, এই বিভ্রান্তির কারণ প্যারিসে আইএস হামলার পরবর্তী সময়ে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি। নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির সাইটে লেখা হয়েছে, 'ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন এখন নিয়মের অনেক কড়াকড়ি করেছে। তবে সেটা শুধু এনপিইউ-এর জন্য নয়। আমেরিকায় আসা যে কোনও বিদেশি নাগরিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।' অর্থাৎ, কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেননি। আবার এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে মার্কিন অভিবাসন দফতরের কাছ থেকেই তাঁরা নোটিস পেয়েছিলেন, ওই দু'টি প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য কাউকে টিকিট না দিতে। সে ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক কেন সেই তথ্য জানে না বা তাদের তরফ থেকে কেন কোনও নির্দেশিকা আসেনি, সেটাও পরিষ্কার নয়।

অমীমাংসিত এই প্রশ্ন ও বিতর্কের মধ্যে ফেরত আসা পড়ুয়াদের সঙ্গী শুধু আফসোস আর পাসপোর্টে মার্কিন ভিসার উপর দিয়ে স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া 'রিভোকড' শব্দটি। হায়দরাবাদে এক কৃষকের ছেলে ফারুখ্ বলছেন, 'পড়তে যাব বলে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার স্বপ্ন, বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত উপার্জন, একটা গোটা বছর জলে গেল। আর ২৩ বছরের দীপকের প্রশ্ন, 'আমার পাসপোর্ট থেকে, আমার ভবিষ্যৎ থেকে এই দাগ উঠবে কী করে?'

ঝরা পাতা

অশোক চৌধুরী (নিউইয়র্ক)

আমরা ঝরা পাতার দল।
কর্মক্লান্ত বৎসরের শেষে ঝরে পড়ি
পৃথিবীর শীতল মাটির বুকে।
আমাদের সবুজ যৌবনে,
সূর্যের আলো শুষে নিয়ে
গড়েছি তোমাদের খাদ্য,
আর বুক ভরে নেবার বিশুদ্ধ বাতাস।
অনন্তকাল ধরে চলেছে আমাদের এই কর্মযজ্ঞ।
তোমাদের জন্মলগ্ন থেকে—
আমরা তোমাদের পাশে বন্ধুর মতো।
আদিম কালে, আমাদের শীতল ছায়ায়
ক্লান্ত শিকারী কতো নিয়েছে বিশ্রাম।
আমাদের ছত্রছায়ায়—
বাজিয়েছো আনন্দের মাদল
কিংবা বিরহের বাঁশী।
আমাদের আচ্ছাদনে—
ঢেকেছ নারীর উদ্ধত যৌবন এবং নগ্ন লজ্জা।
ঝরে পড়ার আগে, দিয়ে গেলাম
আমাদের জীবনের বাকি রংটুকু।
এই রঙের আভাস নিয়ে
কাটিয়ে দিও শ্বেতশুভ্র শীতের দিনগুলি।
আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম
আবার আসবে ফিরে
বসন্তের আগমনে।
সেই বার্তা লিখে যাই
গাছের শুষ্ক শাখায় শাখায়।
আবার সাজবে তারা সবুজ পাতায়।
ভালো থেকো, হে বন্ধু—
বিদায়।

এসো রাজকুমার

পার্থ পাল (২০১৫)

এই শৈত্য, তুষারপাত-
এখানে জীর্ণ সাজে কুজ্ঝটিত নয়
কোন রাজকীয় পুরুষালি কায়া।

এই হিমায়িত আতিশয্য—
এখানে শ্বেতাচ্ছাদিত পূর্ণযৌবন
আসন্ন আশ্লেষের প্রতীক্ষমাণা।

নিস্পন্দডানা আর ভ্রমরগুঞ্জন
সফল হোক রক্তিম উচ্ছ্বাসে
এসো, অবগুণ্ঠন খোলো রাজকুমার।

দুর্নীতি, জাতপাতের রাজনীতিতে দেশ ধ্বংস হলেও সোনিয়া-রাহুলের কিছু যায় আসে না

বিশেষ নিবন্ধ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বিহার নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয় উল্লসিত করেছে মোদি বিরোধীদের। বিশেষ করে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তস্য পুত্র রাহুল গান্ধীর শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছে, বিহার নির্বাচনের ফলাফল মাতা-পুত্রকে কতখানি উল্লসিত করেছে। এরই পরপর গুজরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি-র আশানুরূপ ফল না হওয়ায়, মোদি বিরোধীদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণ হয়েছে। মোদি বিরোধীরা ইতিমধ্যেই এমন একটি রব তুলে দিয়েছেন যে, মোদির রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা প্রায় নেই; সোনিয়া-রাহুলের ক্ষমতায় ফেরা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন হতে আরও চার বছর বাকি রয়েছে এবং এই চার বছরে কোনও রাজনীতির জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তাও সম্যক কেউ জানে না তবু এই ধরনের একটি রব তুলে দেওয়ার বড় কারণ বোধ করি এই যে, জনমানসে সোনিয়া এবং রাহুলের মলিন ভাবমূর্তিকে একটু মাজাঘষা করে চকচকে করে দেওয়া। একথা অস্বীকার করা যাবে না, বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি তার সম্মিলিত বিরোধীদের থেকে কম আসন পেয়েছে। নির্বাচনী ফলাফলে যেহেতু শেষ পর্যন্ত আসন সংখ্যারই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, বিহার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সেটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু এই আসন সংখ্যার অন্তরালে যে রাজনীতিটি থাকে, তার বিশ্লেষণ খুব একটা গুরুত্ব কখনওই পায় না। যদি অন্তরালের রাজনীতিটির বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে সোনিয়া-রাহুলের ভাবমূর্তিটি কখনওই চকচকে হয়ে উঠবে না। বরং, তা মলিনতর হয়ে পড়বে।

যে বাজনদাররা আজ সোনিয়া-রাহুলের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং বিজেপি-র শোকগাথা রচনা করছেন তাঁরা এইটুকু ভেবে দেখছেন কি-- ইতালিয় সোনিয়া মাইনো এবং তস্য পুত্র রাহুল গান্ধী নিজেদের স্বার্থে কোন রাজনীতি আমদানি করছেন? ভোটের ময়দানে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদিকে প্রতিহত করতে চান তাঁরা। সে তাঁরা অবশ্যই চাইবেন। কারণ রাজনীতিগতভাবে বিজেপি তাঁদের প্রতিপক্ষ।

বিহার নির্বাচনে বিজেপি, বিশেষ করে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির থেকে বাঁচাতে হাতে হাত মিলিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী-নীতীশকুমার-লালু প্রসাদ। কোনও ন্যায়নীতি বা আদর্শের প্রশ্ন এঁদের সামনে আসেনি। এঁদের সামনে একটিই লক্ষ্য ছিল —তা হল যে কোনও উপায়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে আটকাও। আর এই কাজটি করতে কোনওরকম বাছবিচার না করেই সোনিয়া-রাহুল ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযুক্ত চরিত্র, জেল খাটা লালুপ্রসাদ যাদবের হাত ধরেছেন জাতীয় রাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া এই 'কুখ্যাত' রাজনীতিকটিকে আবার তাঁরাই প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত এই লালুপ্রসাদ সম্পর্কে সোনিয়া এবং তস্য পুত্র রাহুল একসময় বিরূপ ছিলেন। প্রকাশ্যে লালুপ্রসাদকে তীব্র কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতেও রাহুলের বাধেনি। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলেই পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত লালুপ্রসাদ জেল খেটেছেন। আদালতের রায়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অধিকার হারিয়েছেন। লালুপ্রসাদের সঙ্গে এক সময় দূরত্ব বজায় রাখার নীতিও নিয়েছিলেন সোনিয়া। লালুপ্রসাদ এবং তাঁর জেলযাত্রার পর রাবড়ী দেবী বিহারের সরকার চালিয়েছিলেন। কী সরকার তাঁরা চালিয়েছিলেন, শুধু বিহারের মানুষ কেন, সমগ্র দেশবাসী জানেন। সেই গুন্ডারাজের সরকারের অবসান চেয়েই বিহারের মানুষ নীতীশ কুমারকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র মোদিকে আটকাতে হবে— এই একটি মাত্র লক্ষ্যে আবার সেই লালুপ্রসাদের হাত ধরেই তাঁকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে দিলেন সোনিয়া-রাহুল-নীতীশকুমার। নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব কালে বিহারে সামগ্রিক কিছু উন্নতি অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু তথ্য-পরিসংখ্যানসহ বিচার করলে দেখা যাবে, যতদিন বিহারে বিজেপি নীতীশের জোটসঙ্গী ছিল— মূলত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে সেই সময়টুকুতেই। তারপর কিন্তু আর সেভাবে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ নীতীশ করে উঠতে পারেননি।

বিহারের ফলাফলে সোনিয়া-রাহুল-নীতীশ এবং মোদি বিরোধীরা উল্লসিত হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরা কি একবারও ভাববেন শুধুমাত্র বিজেপিকে আটকাতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক চরিত্রের পুনর্বাসন দিলেন তাঁরা জাতীয় রাজনীতিতে? কাকে আবার নতুন করে স্বীকৃতি দিলেন তাঁরা? আদালত দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত লালুপ্রসাদের হাত ধরে, তাঁর রাজনৈতিক পুনর্বাসন ঘটিয়ে তাঁরা এটাই কি প্রমাণ করলেন না— ন্যায়-নীতির বালাই তাঁরা করেন না। কোনওরকম মূল্যবোধের রাজনীতি করেন না বলেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত জেলখাটা রাজনীতিকের সঙ্গেও তাঁরা কোলাকুলি করতে পারেন। আসলে যে কোনও উপায়ে ভোটে জেতাটাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ সেখানে অর্থহীন। এরপর সোনিয়া আর রাহুল যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটান— তখন তার থেকে হাসির খোরাক আর কী হতে পারে!

কোনও কোনও রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলছেন, বিহারের নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয়ের আর একটি বড় কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবতের একটি বক্তব্য। কী বলেছিলেন ভাগবত? ভাগবত বলেছিলেন, স্বাধীনতার সাত দশক পরেও দেশে সংরক্ষণ নীতিতে পরিবর্তন আনা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারই শুধুমাত্র সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে অন্যায় এবং অন্যায্য অগ্রাধিকার পায়। ভাগবতের বক্তব্য ছিল, জাতপাত ধর্মের ভিত্তিতে নয়, সংরক্ষণ হোক পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে। যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ কথা। কোনও যুক্তিশীল ব্যক্তিই ভাগবতের এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করতে পারবেন না। বরং, তাঁরা এটাই স্বীকার করবেন যে, স্বাধীনতার সাত দশক পরে জাতপাত ধর্ম নয়, এ দেশের সংরক্ষণ নীতিটি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হোক। স্বয়ং বাবাসাহেব আম্বেদকরও চেয়েছিলেন একটি সময় পর্যন্ত শ্রেণিভিত্তিক সংরক্ষণপ্রথা চালু রাখতে। এই প্রথাকে চিরকালীন করতে আম্বেদকরেরও আপত্তি ছিল। কিন্তু বিহার নির্বাচনে কী হল? জাতপাতের রাজনীতিতে অভ্যস্ত লালুপ্রসাদ ভাগবতের এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে জাতপাতের তাসটি খেললেন। তাঁর যাদব ভোট ব্যাংককে লালুপ্রসাদ বোঝালেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সংরক্ষণের সুযোগ তাদের হাতছাড়া হবে। জাতপাতের এই তাসটি খেলে সফলও হলেন লালুপ্রসাদ। তাঁর যাদব ভোট ব্যাংক জাতপাতের রাজনীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে বিজেপির দিক থেকে মুখ ফেরালো। লালুপ্রসাদ জাতপাতের রাজনীতিতেই বিশ্বাস করেন। ভারত থেকে জাতপাতের রাজনীতি দূর হয়ে গেলে লালুপ্রসাদের মতো রাজনীতিকদের বড়ই অসুবিধা হবে। কিন্তু নেহরু পরিবারের বধূ সোনিয়া গান্ধী? উন্নত বিহারের স্বপ্ন ফেরি করা নীতীশকুমার? তাঁরাও তো মুখ ফুটে বলতে পারলেন না, স্বাধীনতার সাত দশক পরে ভারতের মাটি থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের নীতি দূর হওয়াই উচিত। যে কমিউনিস্টরা হরদম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুকনি ঝাড়ছেন, তাঁরাও তো বলতে পারলেন না— সংরক্ষণ নীতিটি অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচিত হোক। মুখ বুজে থেকে পরোক্ষে তাঁরা সকলেই লালুপ্রসাদের জাতপাতের রাজনীতিকেই সমর্থন জানালেন। আসলে ভোট বড় দায়। সেখানে চোখ বুজে থেকে জাতপাতের রাজনীতিকে যদি সমর্থন জানাতেও হয়— তাতেও সোনিয়া-নীতীশদের আপত্তি নেই।

সম্প্রতি মোহন ভাগবতের সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে বেশ খোলামেলা আলোচনা করার একটি সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই এই সংরক্ষণ প্রসঙ্গটি এসেছিল। ভাগবত বলেছিলেন, 'শুধু ভোটের দিকে তাকিয়ে তো আমি কথা বলতে চাইনি। যা বলা দরকার তাই আমি বলেছি। সঙ্ঘ ভোটের হিসাব করে কথা বলতে চায় না।' ভাগবতের এই মনোভাব অবশ্যই ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যতিক্রম। সমস্যা হল, এই ব্যতিক্রমী মনোভাব কিন্তু মোদি বিরোধী স্বঘোষিত প্রগতিবাদীদের ভিতর একদণ্ডের তরেও দেখা গেল না।

বিহার নির্বাচনের পর্ব মিটতে না মিটতেই অনুষ্ঠিত হল গুজরাতের পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনেও বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে পারল না। বরং, বেশ উল্লেখযোগ্য ভালো ফল করল কংগ্রেস। কংগ্রেসের বাজনদাররা ঢাক বাজিয়ে চতুর্দিকে কংগ্রেসের জয়গাথা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু গুজরাতের এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্তরালের রাজনীতিটি সাধারণের কাছে অধরাই থেকে গেল। সকলেই জানেন, গত কয়েকমাস ধরে গুজরাতে প্যাটেলদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন হার্দিক প্যাটেল নামক এক যুবক। প্যাটেল সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে তিনি বেশ সাড়াও পাচ্ছেন। ভারতে বসবাসকারী এই প্যাটেল সম্প্রদায় কিন্তু মোটেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া নয়। বরং, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে এরা বেশ সমৃদ্ধশালী। তবু এদের জন্যও সংরক্ষণের দাবিতে হঠাৎ করে আন্দোলন শুরু হয়েছে গুজরাতে। গুজরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেল তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, প্যাটেলরা এবার নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেবে। হার্দিক প্যাটেলের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্যাটেলরা গুজরাতের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। ফলে, আসন বেড়েছে কংগ্রেসের। অন্তরালের এই রাজনীতিটি জানা থাকলে কারওই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, আড়াল থেকে কারা হার্দিক প্যাটেলকে জাতপাতের রাজনীতিতে উসকানি দিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। জাতপাতের সলতে উসকে দিয়ে প্যাটেল সম্প্রদায়ের ভোটটা যে কংগ্রেসের বাক্সে ফেলা দরকার ছিল— এটুকু বুঝতে তো ভুল হওয়ার কথা নয়।

বিহারের নির্বাচনী ফলাফল আরও একটি বিষয় প্রমাণ করেছে তা হল, নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপিকে আটকাতে একক শক্তিতে বিরোধীরা কেউই ভরসা করতে পারেননি। সোনিয়া-রাহুল-নীতীশ-লালুপ্রসাদ সকলেই বুঝেছিলেন— বিজেপি আটকানো এঁদের একার কারও কর্ম নয়। তেমনই নির্বাচনের পর ভোটের শতাংশ হিসাবেও দেখা গিয়েছে, জোট হিসাবে এঁরা বিজেপিকে হারিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু একক দল হিসাবে বিজেপি এদের প্রত্যেকের থেকে শতাংশের হিসাবে বেশি ভোট পেয়েছে। আসনের হিসাব করতে গিয়ে এই তথ্যটি কিন্তু আড়ালে চলে গিয়েছে। আরও দেখা গিয়েছে, শতাংশের হিসাবে গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় দল হিসাবে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট খুব একটা কমেনি। অর্থাৎ এটাই যে, গত লোকসভায় নীতীশ-লালু-সোনিয়া জোট বাঁধতে পারেননি। এবার পেরেছেন।

যে বাজনদাররা আজ সোনিয়া-রাহুলের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং বিজেপি-র শোকগাথা রচনা করছেন তাঁরা এইটুকু ভেবে দেখছেন কি— ইতালিয় সোনিয়া মাইনো এবং তস্য পুত্র রাহুল গান্ধী নিজেদের স্বার্থে কোন রাজনীতি আমদানি করছেন? ভোটের ময়দানে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদিকে প্রতিহত করতে চান তাঁরা। সে তাঁরা অবশ্যই চাইবেন। কারণ রাজনীতিগতভাবে বিজেপি তাঁদের প্রতিপক্ষ। যদি সুস্থ, স্বচ্ছ রাজনীতির মাধ্যমে তাঁরা তা করতেন, তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু সুস্থ, স্বচ্ছ রাজনীতি তো সোনিয়া-রাহুল করলেন না। বিহার নির্বাচন পর্বে হঠাৎই নিজেদের দলের কিছু লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের বাজারে নামিয়ে 'অসহিষ্ণুতার' ইস্যুতে সাম্প্রদায়িকতাকেই উসকে দিতে চাইলেন। বিহারে নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পর সেই বুদ্ধিজীবীরা আবার যে যার গর্তে ঢুকেছেন। 'অসহিষ্ণুতা' নিয়ে এখন আর বিশেষ উচ্চবাচ্য নেই কারও। ভোটে জেতার তাগিদে তাঁরা প্রশ্রয় দিলেন দুর্নীতি এবং গুন্ডাগর্দির অভিযোগে অভিযুক্ত এক রাজনীতিককে। শুধু তাই নয়, জাত পাতের রাজনীতিকে তুরুপের তাস করে ভোটে জিততে চাইলেন সোনিয়া-রাহুল। যে বাজনদাররা সোনিয়া-রাহুলের হয়ে বাজার মাত করতে নেমেছেন— তাঁরা নিজেরা একবার নিজেদের প্রশ্ন করুন তো, সোনিয়া-রাহুল যেটা করছেন, সেটা কি ন্যায়-নীতি মূল্যবোধের রাজনীতি? মূল্যবোধের রাজনীতি যে সোনিয়া-রাহুল করেন না, তার বড় প্রমাণ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁদের সংসদ অচল করে রাখা। একটি আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় সোনিয়া এবং রাহুলকে আদালত সমন পাঠিয়েছিল। এর সঙ্গে সংসদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু সোনিয়া-রাহুল সংসদ অচল করে দিয়ে বিচার ব্যবস্থাতেও রাজনীতির রং লাগানোর চেষ্টা করলেন। সোনিয়া-রাহুলের জানা উচিত, সংসদ নেহরু-গান্ধী পরিবারের খাসতালুক নয়। সংসদ চলে জনগণের অর্থে।

আসলে, ভারতীয় রাজনীতিতে যদি আবার লালুপ্রসাদের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকরা মাথাচাড়া দেয়, দুর্নীতি আবার যদি জাঁকিয়ে বসে ভারতের রাজনীতিতে, যদি জাতপাতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠে— তাহলেও সোনিয়া-রাহুলের কিছু যায় আসে না। ইতালিয় সোনিয়া মাইনোর সঙ্গে ভারতের মাটির কোনও আত্মিক যোগসূত্র নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও কোনও মানসিক বন্ধন নেই সোনিয়া মাইনোর। ভারত যদি ধ্বংস হয়ে যায়, সোনিয়া জানেন, তাঁর ইতালি যাত্রার বিমান টিকিট কেনা আছে। পুত্রের হাত ধরে তিনি সেদিন চড়ে বসবেন ইতালিগামী বিমানে। দুর্নীতি আর জাতপাতের রাজনীতিতে ভারত ধ্বংস হয়ে গেলেও তাই সোনিয়া মাইনোর কিছু যায় আসে না।

—সৌজন্য বর্তমান

The Senator's Walk

continued from page 19

out of the water, grabbed their clothes, and sprinted across the grass.

he dog pursued them to the gate. Drusus began to falter. Cassus grabbed Drusus by the arm and dragged him forward. Casus then threw Drusus over the gate, and heaved himself up, just as the dog nipped his ankle.

Cassus landed with a thud on the other side. "Are you hurt?" he asked Drusus, who was quivering against the wall and rubbing his head.

"I bumped my head!"

Leaning against the wall, the boys listened to the dog's frustrated cries.

"I told you there was something there," Cassus said defiantly. "I knew it wasn't a good idea to swim in that pool."

"What do you mean?" Drusus questioned angrily. "You suggested this. It's your fault."

"Bu-"

"No, you should know better. There is nobody to blame but you," Drusus replied, pointing at Cassus with a stubborn finger. "Now boy, take me home. I'm tired and hungry. Entertain me boy, tell me a funny story on the way there."

Cassus hesitated; his brother was the funny one. Then Cassus realized that Isaac wasn't there to judge him. So as Cassus and Drusus set out for home, the sun silhouetting the streets of Rome, Cassus began his tale.

Cassus was finally done. After surviving three months with Drusus, he could withstand everything Rome threw at him. He had learned to outrun a pack of dogs, jump over walls, and flee from angry servants. After every calamity, Drusus returned to the same excuses, insisting Cassus should have known better.

He couldn't wait to get his pay and return home. Cassus was worried about his mother, who had not sent any reply when Drusus' father sent word. Cassus hoped that she would be proud of him.

A servant's voice pushed Cassus back into reality.

"We appreciate your service. Here is your pay, and you may go."

"Thank you," Cassus replied.

"This was ... a notable experience in my life."

Cassus jubilantly walked into the streets of Rome, excited to see his mother and show her the money. But inside, Cassus was tired and his body ached from sleeping on the cold, hard floor beside Drusus. He felt satisfied, though, that he had never missed his morning prayers.

Walking through the upper-circle, Cassus attempted to imagine how his family was getting along.

As he entered the endless slums of Rome, he found that he couldn't tolerate the ubiquitous stench

of sweat and grime. The fresh air, the greenery, and the chirping of birds at Drusus' were replaced

horrid aromas, crumbling buildings, and constant calls of peddlers barking in Greek, Italian, and

Hebrew.

As he got closer to his insulae, Cassus saw Isaac surrounded by a group of other young men. They

didn't seem particularly friendly, but Cassus wanted to greet his brother.

"Isaac?"

"Cassus, how are you?" Isaac asked while walking over. He dug his knuckles into Cassus' back. "I can't believe you left us."

"I got a job, Isaac," Cassus said, grimacing. He hated when Isaac horsed around with a violent edge. "I worked for a wealthy domine and got paid. Did you find work?"

"Why would anybody want you to work for him?" Isaac scoffed, avoiding the question. "You're weak, impolite, ignor-"

"I am not impolite!" Cassus retorted.

"But you are weak, dear brother."

Embarrassed but still defiant, Cassus said, "At least I try to help the family."

This was the first time Cassus had spoken so disrespectfully to his older brother. Infuriated, Isaac spat out a plethora of curses. Then, he lost control.

Isaac's thick fist raced towards Cassus' cheek. Instinctively, Cassus held up an arm to block the punch. Isaac's fist slammed into Cassus' arm. His older brother was surprised.

"Nice reflexes, little brother. I guess you weren't just playing with toy soldiers while you've been gone."

"I've learned a thing or two."

"Did you?" Isaac's voice had an edge. Some of Isaac's friends turned towards the brothers. "How about a real fight?"

"You're my brother. I'm not going to fight you." Same old little chicken," Isaac taunted.

"I have more important things to do," Cassus replied, and brikly walked off. He could hear Isaac and his friends laughing, but it didn't sting like it would have before.

Cassus had forgotten all about Isaac by the time he reached home. He entered the hallway and found two vibrant eyes glaring at him in the darkness.

"Tell your mother, boy, all that the unpaid money is due tomorrow. If she can't pay by the morning, you'll have to be out by sundown."

"Yes, Sir. You'll have it all by then."

"You better," the landlord declared, walking away.

After the darkness engulfed his landlord, Cassus began to climb up the steps. As Cassus walked higher, the steps creaked louder, and the stench became worse. Finally, Cassus reached his door and knocked. The door opened.

"Cassus, is that you?"

His mother crushed him in a hug. Tears streamed down her face. "Cassus, where have you been? I was so worried!" "I'm fine, mother. I found work like you told me to." "But for three whole months? Were you treated well?" "Didn't the domine send word?"

"We heard something a few days after you left, but I didn't think that your job would be this long. But how did you pray in the morning? How did you keep Kosher? It's hard to manage for that long."

"Mother, I prayed every morning and I ate what I thought was pure. I'm sorry you were worried, but I thought it was necessary to bring in the money."

"I got the money," she said, looking at Cassus' face, glowing. Cassus handed her the 10 coins he earned for the current month.

Tears shone in his mother's eyes again. Taking the money he gave her, she sat down to count it. Her hands were trembling. She counted the coins quickly once, then again more slowly.

"Cassus, you have saved our home; I was 10 coins short. I'm so proud of you. Your father would be too."

She stood up. "I must go pay Apollo now."

Cassus could see his mother had lost weight while he was gone. He felt a sense of responsibility to help her.

"Mother, I'll do it. You've done all you can. Sit here and rest." "I wish your father were here," she said, sighing. "Me, too," Cassus replied.

But deep inside, Cassus knew that he would have to start filling that gap in their family. They couldn't count on his father's return. He might come back in a week, a month, or perhaps never at all. Cassus realized he needed to guide their family. Isaac was too rebellious and his mother too frail. It had to be him.

With those thoughts circling in his head, he took all of the rent money from his mother and confidently walked to the door. His head was held high, his arms moved slightly, and he was prepared to face his landlord.

"You look just like your father," Cassus' mother told him. "That's the way he walked through the Roman Capitol years ago. Whenever the other Senators saw that walk, they would tremble in fear."

"Then Apollo will be fearful of me too," Cassus declared, striding forward with a newly discovered spirit in his body..

সিনেমা

বিগ ইন্টারভিউ

বিগ-বি'র ইন্টারভিউ পাওয়া মোটে সহজ নয়। অনেক দরজা পেরিয়ে তবে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে। সুতরাং বলা বাহুল্য, তাঁর একটা সাক্ষাৎকার পেলেই সাধারণ দ্রুত ছেপে দেন সাংবাদিকরা। কিন্তু সবেরই তো ব্যতিক্রমও থাকে। এক সাংবাদিক নাকি বেশ কিছু দিন আগে একখানা ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। অমিতাভের বরাবরের অভ্যাস তাঁর কোনও সাক্ষাৎকার নেওয়া হলে তিনি সেটি রেকর্ড করে রাখেন। এটিও রেকর্ড করা ছিল। বিরক্ত হয়ে অমিতাভ নিজেই সেটি এ বার ট্যুইটারে প্রকাশ করে দিলেন। 'অপ্রকাশিত অমিতাভ' বলে কৃতিত্ব তিনি কাউকেই দিতে চান না সম্ভবত।

অতঃ 'কিম'

দ্বিতীয়বার মা হয়ে দিব্যি ভালো সময় কাটাচ্ছেন রিয়েলিটি টিভি স্টার কিম কারদাশিয়ান। তাঁর ওয়েবসাইটে দেওয়া বার্তা অনুযায়ী, গত পাঁচ তারিখে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। নবজাতক একটি পুত্র। ৩৫ বছরের কিম জানিয়েছেন, তাঁর সন্তান ভালো রয়েছে। এদিকে, কিম-এর বোন আর

তাঁর স্বামী হাসপাতালে গিয়ে মা আর তাঁর ছেলেকে দেখে এসেছেন। তারপর সেটা নিয়ে একটি ট্যুইটও করেছেন। সেটা যথারীতি কিম কারদাশিয়ানের স্বামী কাইনি ওয়েস্ট। তিনিও সেলেব্রিটি গায়ক। দম্পতির এর আগে একটি মেয়ে রয়েছে। তার বয়স দুই। নাম 'নর্থ'।

মাথা ঘুরে যাবে

তিনি বলিউড নায়কদের মধ্যে টেকনোলজি-বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে। আরও একবার ব্যাপারটি প্রমাণ করলেন শাহরুখ খান। কি ভাবে? সম্প্রতি রোহিত শেঠি পরিচালিত 'দিলওয়ালে' ছবির গান 'জনম জনম' রিলিজ করেছে। ছবিটার শুটিংয়ে আধুনিকতম একটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি

হল ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা। এই ক্যামেরার ভিস্যুয়ালে একটা চমকপ্রদ ব্যাপার আছে। মাথা যতখানি সাধারণভাবে ঘোরানো সম্ভব তার চেয়েও অনেকখানি বেশি ঘুরে যাবে ক্যামেরা। এই ক্যামেরা আকারে একটা বলের মতো। বলটিকে তার ব্যাসের দু'পাশে স্ক্রু দিয়ে আটকানো থাকে আলগাভাবে। রিমোট চালনা করলে স্ক্রুর অক্ষে ভর করে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে যেতে পারে। [illegible] এই প্রথম!

ছবি কই?

ভালো ছবির অফার তিনি নাকি মোটেও পাচ্ছেন না। এমনই কথা বলেছেন স্বস্তিকা চট্টোপাধ্যায়। 'জল',

'ভোপাল এ প্রেয়ারফর রেন' এবং 'ব্রিক লেন'-এর মতো অন্য ধরনের ছবিতে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্বস্তিকা। আর 'বোল্ড সিন' করার জন্যও তাঁর বেশ নামডাক আছে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার কদর কই? স্বস্তিকার আক্ষেপ, 'এমন একটা ছবি বা চরিত্র পাওয়া উচিত, যেখানে আমার প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা হয়। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মূল ধারার ছবিতে আমার জন্য জায়গাই নেই।'

—সৌজন্যে এই সময়

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তুতে ॥

ইস্ট কোস্ট দুর্গা পূজা এসোসিয়েশন

Dear Friends,

Like every other year in the past, we will celebrate Saraswati Puja, on Saturday, February 20, 2016. The event will take place at the Gurati Samaj Hall, 173-15 Horace Harding Expressway, Fresh Meadows, NY 11367.

Please join us with your family and friends to help make this occasion all the more memorable.

We will have a multitude of competitive cultural events for the kids such as singing, tabla playing, dance, recitation, drawing, and Antakshari (first time). We will also provide FREE pizza to all. So please bring your kids.

Our priest will be doing "Hathe Khori" for the children for those that are interested.

We thank you and expect to see you at the Puja.
East Coast Durga Puja Association

সুধী,
আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ইষ্টকোষ্ট দুর্গাপূজা এসোসিয়েশন আয়োজিত ২০১৬ (গুজরাটি সমাজ হল, ১৭৩-১৫, হরেস হার্ডিং এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্রেশমেডো, নিউইয়র্ক ১১৩৬৭) মহাসমারোহে বিদ্যাদায়িনী দেবী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনাদের সপরিবারে যোগদান করতে ইষ্টকোষ্ট দুর্গাপূজা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাই।
ইষ্টকোষ্ট দুর্গাপূজা এসোসিয়েশন

East Coast Durga Puja Association
Saraswati Puja Saturday, February 20th, 2016

Saturday, February 20, 2016.
Venue: Gujrati Samaj Hall
173-15 Horace Harding Expressway
Fresh Meadows. NY 11367

Info. 516-395-3259, 347-510-4514, 347-295-6553, 347-636-6716 917-568-6305, 718-762-5146, 347-239-8918, 917-499-1309, 347-813-0901, 917-946-6621, 718-775-2087

East Coast Durga Puja Association
Sree Sree Saraswati Puja 2016

Saturday, February 20th 2016.

SPOT LIGHT

A talent search program for the kids and youths

CONTEST CATEGORIES

1. SING A SONG
2. DANCE
3. PLAY TABLA
4. RECITE A POEM
5. SIT & DRAW
6. ANTAKSHARI MUSICAL GAME (No age restriction)…Introducing for the first time.

There will be two groups in categories 1 to 5.
1st age group : Up to 09 years
2nd age group: 10 years to 16 years

Details and rules will be notified at the venue or earlier.
Last date of enroll : Feb. 15th.
Register by email : sribash715@gmail.com or call Sribash 516-395-3259, Shuvra 347-295-6553, Meeta 347 510 4514, Raj 347-813-0901, Shibangi 917-499-1309, Sunny 917-946-6621

- ATTRACTIVE PRIZES FOR EACH CATEGORY
- 1st, 2nd, 3rd & many special prizes
- No kids go empty handed.
- Pizza for all kids

Last date of entering in competition February 15th. Email: sribash715@gmail.com or call Sribash 516-395-3259

Puja : 11:00am; Anjali & Prasad 1:00pm; Cultural Competition : 12:00 noon; Pizza for kids 1:00pm; (Courtesy Cultural Program, 3:00pm; & Prize distribution 4:30pm; After 5:00pm; Dinner, Closing 6.00pm.

NABC 2016, in the Theater at Madison Square Garden, New York on 1-3 July, 2016

A graceful and elegant performance by Dance Composer Alakananda and Entourage … During NABC 2016 at NY
Sandipta, Soumili, Arnab, Rathin & US Dancers

'Krishna & Jishu' – you are the eternal Light
Based on songs of Tagore and Collage of Devotional Songs

Sat Sure SA RE GA MA

সুর তালে কথা বলা,
গানে গানে পথ চলা.
কথা যত আছে জমা,
সাত সুরে সারেগামা ..
সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এক সুরেলা মেলবন্ধন

Sa Re Ga Ma Musician & Current 2015 SAREGAMA acclaimed Artists

Sat Sure Sa Re Ga Ma Show Host & Event coordinator
Rahul a Tollywood movie star & Star Jalsa famous actor show host to run
Sat Sure Sa Re Ga Ma